পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ
অনিকেতঃ ৮৩৩৪৮২৬৯৭৫
শান্তনুঃ ৯৮৭৫৬৫৮২৩৮

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 148 Wednesday, 29 April, 2026 ❋ ৩১ বর্ষ, ১৪৮ সংখ্যা ❋ ১৫ বৈশাখ ১৪৩৩, বুধবার, ২৯ এপ্রিল ২০২৬ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য– ৩ টাকা

‘হুমকি পেলেই ফোন করুন’

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৮ এপ্রিলঃ আগামিকাল, বুধবার রাজ্যে দ্বিতীয় দফার ভোট। তার আগে সমস্তরকম প্রস্তুতি সারা বলে জানালেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজকুমার আগরওয়াল। পাশাপাশি, একটি টোল ফ্রি নম্বরও আনলেন প্রকাশ্যে। নির্বাচন সংক্রান্ত যে কোনও অভিযোগই ওই টোল ফ্রি নম্বর মারফত কমিশনে জানানো যাবে বলে জানিয়েছেন তিনি। এদিন সাংবাদিকদের সামনে সাপ্লিমেন্টারি তালিকা প্রকাশ প্রসঙ্গে সিইও বলেন, ‘‘১৪৬৮ যোগ হয়েছে ট্রাইব্যুনালে, বাদ পড়েছে ৬ জন।’’ অর্থাৎ, দ্বিতীয় দফার ট্রাইব্যুনালে নিষ্পত্তির পর সাপ্লিমেন্টারি তালিকা যে প্রকাশ করা হয়েছে, তাতে ১৪৬৮ জনের নাম চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হল। এর পাশাপাশি ৬ জনের নাম বাতিল করা হয়েছে। জানাল নির্বাচন কমিশন। আইনশৃঙ্খলা প্রশ্নে কমিশনের কড়া অবস্থানের কথা আরও একবার উল্লেখ করে সিইও বলেন, ‘‘আমাদের কাজ লিস্ট তৈরি করা। কন্ট্রোল রুম আছে। আমাদের কাজ পুলিশকে জানানো, এবার তারা তদন্ত করে দেখবে, যাদের

বিরুদ্ধে অভিযোগ তারা যদি ভোটের দিন গন্ডগোল করে সেটা পুলিশের দেখার কাজ, লোকভবন থেকে আমাদের কাছে খবর আছে।’’ এরপরেই অভিযোগ জানানোর জন্য টোল ফ্রি নম্বরের কথা উল্লেখ করেন তিনি। বলেন, ‘‘টোল ফ্রি নং- ১৮০০৩৪৫০০৮। হুমকি দিলেই অভিযোগ করতে পারেন, আমাদের কাছে অভিযোগ আসলেই আমরা পুলিশকে দিচ্ছি। যেখানে যেখানে ক্লোস মনিটরিং দরকার সেখানে সেটাই করা হবে।’’ পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচনের দ্বিতীয় দফার ভোটের আগে এক ‘এনকাউন্টার স্পেশ্যালিস্ট’ আইপিএস অফিসারকে ঘিরে শুরু হয়েছে তুমুল বিতর্ক। উত্তরপ্রদেশ ক্যাডারের আইপিএস অফিসার অজয় পাল শর্মা-কে নির্বাচন কমিশন পুলিশ অবজারভার হিসেবে নিয়োগ করেছে। দায়িত্ব নেওয়ার পরই দক্ষিণ ২৪ পরগনায় তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী জাহাঙ্গির খান-কে কড়া সতর্কবার্তা দেওয়ায় তিনি রাজনৈতিক বিতর্কের কেন্দ্রে চলে এসেছেন। সামনে এসেছে ভিডিও (যদিও ভিডিওর সত্যতা যাচাই করেনি দুরন্ত বার্তা)। যা ঘিরে শুরু হয়েছে তুমুল রাজনৈতিক তরজা। এদিন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিককে এবিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, ‘‘আমি ভিডিও দেখিনি, অজয় পাল শর্মাকে নিয়ে, অভিযোগ এলে দেখব।’’ মনোজকুমার আগরওয়াল বলেন, ‘‘ভোটের দিন সব ঠিক হবে, অজয় পাল শর্মা উনি দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলার পুলিশ অবসার্ভার, উনি যা রিপোর্ট দেবে সেই মতো অ্যাকশন হবে, আমাদের কাছে যা সহযোগিতা চাইবেন আমরা দেব।’’ পাশাপাশি, সিইও-র স্পষ্ট বার্তা, ভোটারদের ভয় দেখানো বেআইনি। যারা তা করবে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

৩ জন ভোটারের জন্য ৩০ হাজার!

নিজস্ব প্রতিনিধি, উত্তর ২ পরগনা, ২৮ এপ্রিলঃ এসআইআর শুনানিতে ডাক পেয়েছিলেন পরিবারের ৩ জন সদস্য। আর সেই শুনানিতে যাওয়ার পরে তাঁদের কাছে ৩০ হাজার টাকা দাবি করার অভিযোগ উঠেছে খোদ বিএলও-র বিরুদ্ধে। টাকা না দেওয়ায় ভোটার স্লিপ আটকে দেওয়ারও অভিযোগ রয়েছে। এই ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই চাঞ্চল্য উত্তর ২৪ পরগনার বনগাঁর কালুপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের পুরাতন বনগাঁ এলাকায়। যদিও টাকা চাওয়ার অভিযোগ অস্বীকার করেছে অভিযুক্ত বিএলও। বুধবার দ্বিতীয় দফায় সাতটি জেলার মোট ১৪২টি আসনে ভোটগ্রহণ হবে। তাই এই সব কেন্দ্রের ভোটারদের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে ভোটার ইনফরমেশন স্লিপ বা ভোটার স্লিপ। এতদিন সাধারণত ভোটার স্লিপ দিয়ে এসেছে রাজনৈতিক দলগুলি। তবে এবার থেকে সেই কাজ তাদের করতে বারণ করেছে নির্বাচন কমিশন। কমিশনের কড়া নির্দেশ, বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোটার স্লিপ দেবে বিএলও-রা। তাদের সহয়তা করবেন কোনও ভোটকর্মী। রাজনৈতিক দলের কর্মীরা ভোটার স্লিপ দিতে পারবেন না। আর এই ভোটার স্লিপ পৌঁছে দিতে গিয়ে বিএলও নাকি হাজার হাজার টাকা নিয়েছেন, এমনই অভিযোগ বনগাঁবাসীর। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, পুরাতন বনগাঁর বাসিন্দা সুশীল বিশ্বাস। তাঁর কাছ থেকেই টাকা চাওয়ার অভিযোগ উঠেছে বিএলও-র বিরুদ্ধে। সুশীলের বক্তব্য, তাঁর ৭০ নম্বর পার্টের বিএলও মৃন্ময় রায় তাঁদের এসআইআর-এর শুনানির জন্য ডেকেছিলেন। তাঁদের পরিবারের তিন জনের জন্য ৩০ হাজার করে টাকা চেয়েছিলেন। তবে সেই টাকা তিনি দেননি। সুশীল বিশ্বাস দাবি করেছেন, ভোটার তালিকায় নাম ওঠার পরেও নানান ছল বাহানায় টাকা চাইতেন বিএলও মৃন্ময় রায়। তাঁর আরও অভিযোগ করেন, এসআইআর শুনানির জন্য টাকা চেয়েও থামেননি বিএলও মৃন্ময় রায়। নির্বাচন কমিশনের তরফ থেকে ভোটারদের জন্য দেওয়া স্লিপ আটকে রেখে টাকা দাবি করেছেন। তবে অভিযোগ করার পর তার ভোটার স্লিপ দেওয়া হয়েছে। সোমবার রাতে বিএলও-র বাড়ির সামনে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন অভিযোগকারী ভোটারের পরিবারের সদস্যরা। বেশ কিছু সময় পর ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয় বনগাঁ থানার পুলিশ। পাশাপাশি ই-মেল মারফত নির্বাচন কমিশনের কাছে অভিযোগ জানিয়েছেন, সুশীল বিশ্বাসের মেয়ে প্রিয়া বিশ্বাস। স্থানীয় তৃণমূল কংগ্রেসের ব্লক সভাপতির স্বামী সুভাষ শীলের দাবি, একই ভাবে প্রায় ৫০ জন বৈধ ভোটারের কাছ থেকে টাকা নিয়েছে ওই বিএলও। এমনকী বুধবার ভোটগ্রহণের কিছু সময় আগেও তিনি ভোটার স্লিপ দেওয়ার জন্য এলাকাবাসীর কাছ থেকে টাকা দাবি করেছেন। অবিলম্বে অভিযুক্ত বিএলও-র বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানাচ্ছেন স্থানীয়রা। যদিও সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন বিএলও মৃন্ময় রায়। তিনি বলেন, ‘‘ওই ব্যক্তির স্লিপ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। সকালে আমি স্লিপ দিয়ে এসেছি।’’

ভোটের আগে ‘নকল আঙুল’ রহস্য!

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৮ এপ্রিলঃ ভোট মানেই কি নতুন নতুন কৌশলের উদ্ভাবন? অন্তত বিধানসভা উপনির্বাচনের ঠিক আগে শুভেন্দু অধিকারীর দাবি ঘিরে তেমনই জল্পনা শুরু হয়েছে রাজনৈতিক মহলে। খাস কলকাতার ভবানীপুরে তৃণমূল কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে চাঞ্চল্যকর অভিযোগ আনলেন বিরোধী দলনেতা। তাঁর দাবি, ভোট লুট করতে বা ছাপ্পা মারতে নাকি ব্যবহার করা হতে পারে ‘নকল আঙুল’! শুভেন্দু অধিকারী দাবি করেছেন, ভবানীপুর এলাকার এক তৃণমূল কাউন্সিলর বিপুল পরিমাণে ‘সিলিকন ফিঙ্গার’ বা নকল আঙুলের অর্ডার দিয়েছেন। বিরোধী দলনেতার ইঙ্গিত, ভোটারদের হয়ে অন্য কেউ যাতে আঙুলে কালি লাগিয়ে ভোট দিয়ে আসতে পারে, সেই উদ্দেশ্যেই এই জাল আঙুলের কারবার চলছে। বিরোধী দলনেতা সরাসরি ভবানীপুরের ৭৪ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলরের দিকে আঙুল তুলেছেন। তাঁর দাবি, এই নকল আঙুল ব্যবহারের মাধ্যমে মৃত বা প্রবাসী ভোটারদের নামে ভুয়ো ভোট দেওয়ার পরিকল্পনা করা হচ্ছে। শুভেন্দু অধিকারীর কথায়, ভোটের দিন রিগিং করার জন্য তৃণমূল এই

নতুন ধরনের জালিয়াতির আশ্রয় নিচ্ছে। এই বিষয়ে তিনি নির্বাচন কমিশনের হস্তক্ষেপও দাবি করেছেন। শুভেন্দুর এই অভিযোগকে অবশ্য উড়িয়ে দিচ্ছে ঘাসফুল শিবির। তৃণমূলের দাবি, হারের ভয়েই এখন অদ্ভুত সব অজুহাত দিচ্ছে বিজেপি। কাউন্সিলর নিজে এই অভিযোগকে ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দিয়েছেন। তাঁর পালটা দাবি, বিজেপি এখন মানুষের মন থেকে মুছে গিয়েছে। তাই মানুষের রায়কে ভয় পেয়ে এসব অবান্তর গল্প ফাঁদছে। শুভেন্দুর দাবি যদি সত্যি হয়, তবে ভোটের দিন ভোটারদের আঙুলে যে নীল কালি লাগানো হয়, তা আসল আঙুলে না লেগে ওই সিলিকন স্তরে লাগবে। পরে তা খুলে ফেলে আবার অন্য নামে ভোট দেওয়া সম্ভব হতে পারে। তিনি আরও বলেন, ভবানীপুর বিধানসভা এলাকায়, প্রায় তিন হাজার ৮০০ ভোটার স্লিপ ফেরত এসেছে। যে ভোটারদের কাছে পৌঁছানো যায়নি সেই তালিকা বিজেপি কর্মীদের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে বলেও জানিয়েছেন তিনি। ভবানীপুর মানেই হাইভোল্টেজ লড়াই। আর সেই লড়াইয়ের ময়দান প্রস্তুত হওয়ার আগেই শুভেন্দুর এই ‘নকল আঙুল’ তত্ত্ব রাজ্য রাজনীতিতে নতুন করে শোরগোল ফেলে দিয়েছে। এখন দেখার, নির্বাচন কমিশন এই অভিযোগের ভিত্তিতে কোনো পদক্ষেপ নেয় কি না।

‘আইনের বাইরে কিছু নয়’

এনকাউন্টার ইস্যুতে অজয় পাল শর্মাকে ঘিরে সরব চন্দ্রিমা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৮ এপ্রিলঃ পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনী আবহে ফের উত্তেজনা ছড়াল ভোটারদের ভয় দেখানোর অভিযোগকে কেন্দ্র করে। অভিযোগ উঠেছে, দমদম উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যের বিরুদ্ধে ভোটারদের প্রভাবিত ও ভয় দেখানোর চেষ্টা হয়েছে। এই অভিযোগের পরই কড়া বার্তা দেন রাজ্য নির্বাচন পর্যবেক্ষক অজয় পাল শর্মা। তিনি স্পষ্টভাবে জানান, নির্বাচন প্রক্রিয়ায় কোনও ধরনের হুমকি, চাপ বা ভয় দেখানো বরদাস্ত করা হবে না এবং এ ধরনের অভিযোগের ভিত্তিতে কঠোর ব্যবস্থা

নেওয়া হবে। অজয় পাল শর্মার এই সতর্কবার্তার পরই রাজনৈতিক মহলে শুরু হয় তীব্র আলোচনা ও বিতর্ক। বিষয়টি ঘিরে পাল্টা প্রতিক্রিয়া দেন চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। তিনি এনকাউন্টার প্রসঙ্গ টেনে প্রশাসনিক অবস্থান ও আইনের সীমা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। তাঁর বক্তব্যে উঠে আসে আইন, বিচার ব্যবস্থা এবং পুলিশের ভূমিকা নিয়ে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ যুক্তি। চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য বলেন, ‘‘আমি জানতে চাই, এনকাউন্টার বলতে ঠিক কী বোঝায়? ধরুন পুলিশের হেফাজতে একজন অভিযুক্ত রয়েছে কোনও অপরাধের জন্য, আর সে যদি পালিয়ে যায়, তখন আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়ার কথা। সেই পরিস্থিতিতেও আইন আছে, নিয়ম আছে। তাহলে এনকাউন্টার নিয়ে এভাবে কথা বলা কীভাবে সম্ভব?’’ তাঁর এই মন্তব্যকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক মহলে নতুন করে বিতর্ক শুরু হয়েছে। তিনি আরও ইঙ্গিত করেন যে, আইনকে পাশ কাটিয়ে কোনও ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা গণতান্ত্রিক কাঠামোর পরিপন্থী। তাঁর মতে, আইনশৃঙ্খলা রক্ষার ক্ষেত্রে সবসময়ই সংবিধান এবং নির্ধারিত নিয়মকানুন মেনে চলা উচিত। কোনো অবস্থাতেই আইনের বাইরে গিয়ে পদক্ষেপ গ্রহণকে সমর্থন করা যায় না। এই ঘটনার পর রাজ্যের রাজনৈতিক পরিবেশ আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। একদিকে নির্বাচন পর্যবেক্ষকের কঠোর অবস্থান, অন্যদিকে শাসক দলের প্রার্থীর আইনি ব্যাখ্যা-সব মিলিয়ে পরিস্থিতি জটিল আকার নেয়। বিরোধী শিবিরের দাবি, ভোটের সময় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে নিরপেক্ষভাবে কাজ করতে হবে এবং ভোটারদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করাই মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত।রাজনৈতিক বিশ্লেষণ রিপোর্ট অন্যদিকে তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে, অভিযোগের সত্যতা যাচাই না করে কাউকে দোষী সাব্যস্ত করা ঠিক নয়। তাঁদের দাবি, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে অনেক সময় ভিত্তিহীন অভিযোগ তোলা হয়, যা ভোটের পরিবেশকে প্রভাবিত করতে পারে। এদিকে প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, সমস্ত অভিযোগ গুরুত্ব সহকারে দেখা হচ্ছে এবং পরিস্থিতির ওপর কড়া নজর রাখা হচ্ছে। ভোটারদের নিরাপত্তা ও স্বাধীনভাবে ভোটাধিকার প্রয়োগ নিশ্চিত করাই মূল লক্ষ্য বলে জানানো হয়েছে।

তৃণমূল বনাম বিজেপি সংঘর্ষে রণক্ষেত্র আরামবাগ! রিপোর্ট তলব কমিশনের, কড়া হুঁশিয়ারি সিইও-র

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৮ এপ্রিলঃ দ্বিতীয় দফার ভোটের ঠিক আগেই সোমবার তপ্ত হয়ে ওঠে আরামবাগ। প্রচারের শেষলগ্নে তৃণমূল বনাম বিজেপি-র রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে কার্যত রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় গোঘাট। তৃণমূল সাংসদ মিতালি বাগের উপর আক্রমণের অভিযোগ ওঠে বিজেপি প্রার্থী প্রশান্ত দিগরের অনুগামীদের। হামলার খবর পেয়েই নড়েচড়ে বসে নির্বাচন কমিশন। জেলা প্রশাসন ও পুলিশের কাছে রিপোর্ট তলব করার পাশাপাশি কড়া পদক্ষেপের হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন খোদ রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক। সোমবার সকাল থেকেই পারদ চড়ছিল আরামবাগে। গোঘাট থানা এলাকায় বিজেপি প্রার্থী প্রশান্ত দিগারের মিছিল চলাকালীন আচমকা তাঁর গাড়িতে হামলার অভিযোগ ওঠে। ঘটনায় বিজেপি কর্মীরা জখম হয়েছেন বলে দাবি পদ্ম শিবিরের। যদিও পুলিশ দ্রুত হস্তক্ষেপ করে। আক্রান্ত তৃণমূল নেতৃত্বের দাবি, শুধু গাড়ি ভাঙচুর নয়, আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে তাঁদের ভয় দেখানো হয়েছে। তাঁকে রীতিমতো নিগ্রহ করা হয়েছে বলেও সরব হয়েছেন তিনি। তিনি তোপ দেগেছেন নির্বাচন কমিশনকে। এই হামলার ঘটনায় সরাসরি নির্বাচন কমিশন ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন তৃণমূল সাংসদ। তিনি বলেন, ‘‘বিজেপি মানুষের কণ্ঠরোধ করতে চাইছে। পায়ের তলার মাটি সরে যাচ্ছে দেখেই প্রাণঘাতী হামলা চালানো হচ্ছে।

গাড়ির কাঁচ আমার গায়ে পড়ে আছে, আমি কোনও রকমে প্রাণে বেঁচে ফিরেছি। অথচ কোথায় কেন্দ্রীয় বাহিনী? কোথায় নির্বাচন কমিশন?’’ সেখানে পৌঁছে যান অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। হাসপাতালের বাইরে থেকেই তিনি সরাসরি জানিয়ে দেন ৪ তারিক নির্বাচনের ফল বেরনোর পরেই এই বিষয়ে কড়া ব্যবস্থা নেবেন তিনি। পুলিশ সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে ইতিমধ্যেই সাতজনকে চিহ্নিত করেছে, যার মধ্যে তিনজনকে আটক করা হয়েছে। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, এই ঘটনার নেপথ্যে বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতীদের হাত রয়েছে। গোটা ঘটনায় জেলাশাসক ও পুলিশের থেকে রিপোর্ট চেয়ে পাঠিয়েছে কমিশন। সিইও মনোজ আগরওয়াল বলেন, ‘‘কমিশন সব রিপোর্ট খতিয়ে দেখে চূড়ান্ত ব্যবস্থা নেবে।’’ তিনি আরও জানান, কেন্দ্রীয় বাহিনী সব জায়গায় পৌঁছনোর আগেই দুষ্কৃতীরা এই সুযোগ নিয়েছে। তবে এবার আর কোনও রেয়াত নয়, স্পষ্ট হুঁশিয়ারি দিয়ে সিইও বলেন, ‘‘এ বার থেকে যে কোনও ঘটনায় কড়া পদক্ষেপ করা হবে।’’ এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানউতোর। একদিকে তৃণমূল যখন মিতালি বাগের ওপর হামলাকে বিজেপি-র ‘ভয় দেখানোর রাজনীতি’ বলছে, অন্যদিকে বিজেপি-র দাবি, তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের ফলেই এই অশান্তি। আরামবাগের এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ভোটের মুখে রাজ্য রাজনীতিতে উত্তেজনার পারদ আরও কয়েক ধাপ চড়ে গেল। এখন দেখার, নির্বাচন কমিশন এই হামলার প্রেক্ষিতে কী ব্যবস্থা নেয়।

কলকাতায় থাকছে এনআইএ টিম

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৮ এপ্রিলঃ প্রতি ১০০ জনে একজন করে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ান রয়েছে বাংলায়। বিপুল কেন্দ্রীয় বাহিনী রাজ্যের অলিতে-গলিতে ঘোরাফেরা করছে। কড়া নজরদারিতে ভোট হচ্ছে বাংলা। প্রথম দফার ভোটে কয়েকটি বিক্ষিপ্ত অশান্তির ঘটনা ছাড়া মোটের উপর শান্তিপূর্ণই ভোট হয়েছে। ৯৩ শতাংশ ভোট পড়েছে। এবার দ্বিতীয় দফা। এবার আরও কড়া নিরাপত্তা। কমিশনের মোতায়েন করা কেন্দ্রীয় বাহিনী, পুলিশ পর্যবেক্ষকরা তো আছেনই। আর মঙ্গলবার রাতে বাংলায় আসে কেন্দ্রীয় সংস্থা এনআইএ-র টিম। সতর্কতামূলক পদক্ষেপ হিসেবে স্বতঃপ্রণোদিতভাবে রাজ্যে এসেছে এনআইএ-র টিম। মোট ৭টি জায়গায় মোতায়েন থাকবে এনআইএ টিম। হুগলি, কসবা, ভাঙড়, বর্ধমান, নদিয়া, বারুইপুর, বিষ্ণুপুরে মোতায়েন রাখা হবে কেন্দ্রীয় সংস্থা। অতীতের ভোটে হিংসার রেকর্ড মাথায় রেখে ভাঙড়ের নাম রাখা হয়েছে তালিকায়। খাগড়াগড়-কাণ্ডের কথা মাথায় রেখে বর্ধমানেও থাকছে এনআইএ। এছাড়া খাস কলকাতার কসবায় থাকবে এনআইএ টিম। আজ, মঙ্গলবার রাতেই পৌঁছে যায় এনআইএ আধিকারিকরা।

ফলতায় ‘সিংঘম’ বনাম ‘পুষ্পা’!

পুলিশ পর্যবেক্ষকের কনভয় ঘিরে ‘গো-ব্যাক’, ‘জয় বাংলা’ স্লোগান

নিজস্ব প্রতিনিধি, উত্তর ২৪ পরগনা, ২৮ এপ্রিলঃ রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনের দ্বিতীয় দফার ভোটের ঠিক আগের দিন দক্ষিণ ২৪ পরগনার ফলতা বিধানসভা কেন্দ্রে নাটকীয় মোড় নিল রাজনীতি। উত্তরপ্রদেশের ‘এনকাউন্টার স্পেশ্যালিস্ট’ তথা নির্বাচন কমিশন নিযুক্ত পুলিশ পর্যবেক্ষক অজয় পাল শর্মার কনভয় ঘিরে চলল প্রবল বিক্ষোভ। তৃণমূল প্রার্থী জাহাঙ্গির খানের নেতৃত্বে উঠল ‘গো ব্যাক’ ও

‘জয় বাংলা’ স্লোগান। এর ফলে কিছুক্ষণের জন্য পুলিশ পর্যবেক্ষকের কনভয়ের গতি থমকে যায়। সোমবার রাতে ফলতার তৃণমূল প্রার্থী জাহাঙ্গির খানের বাড়ির সামনে গিয়ে তাঁকে ও তাঁর অনুগামীদের কড়া ভাষায় ‘সাবধান’ করেছিলেন অজয় পাল শর্মা। সেই ভিডিও ভাইরাল হওয়ার পরেই তৃণমূল দাবি তোলে যে, পুলিশ পর্যবেক্ষক বিজেপির হয়ে দালালি করছেন। সেই প্রসঙ্গেই জাহাঙ্গির খান পাল্টা চ্যালেঞ্জ ছুড়ে বলেছিলেন, ‘‘উনি যদি উত্তরপ্রদেশের ‘সিংঘম’ হন, তবে আমরাও এক একজন ‘পুষ্পা’।’’ এদিন সকাল থেকেই কেন্দ্রীয় বাহিনী নিয়ে ফলতার বিভিন্ন এলাকায় রুট মার্চে বেরোন অজয় পাল। খানপাড়া এলাকায় তৃণমূলের দলীয় কার্যালয়ের ঠিক পাশের একটি পাড়ায় গোলমাল পাকাতে পারেন এমন ব্যক্তিদের নামের তালিকা নিয়ে তল্লাশি শুরু করেন তিনি। সেখান থেকে পুলিশ পর্যবেক্ষকের গাড়ি বেরোনোর সময়ই পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। বিক্ষোভের নেতৃত্বে ছিলেন জাহাঙ্গির খান নিজেই। কর্মীদের নিয়ে রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে পড়ে স্লোগান তোলেন। তারপর অজয় পালের গাড়ি বেরিয়ে গেলেও স্লোগানের চোটে কনভয়ের পিছনের কয়েকটি গাড়ি আটকে যায়। ‘গো ব্যাক’ স্লোগানে মুখরিত হয়ে ওঠে এলাকা। জাহাঙ্গির খান দাবি করেছেন, শান্ত ফলতাকে অশান্ত করতে বিজেপির কথায় এলাকায় এলাকায় ভয় দেখাচ্ছেন ওই আধিকারিক। ভোটারদের তুলে নিয়ে যাওয়ার হুমকি দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু এটা অভিষেক বন্দোপাধ্যায়ের কর্মভূমি, তাদের চমকানো যাবে না। তৃণমূলের এই বিক্ষোভের কড়া সমালোচনা করেছে বিজেপি। তাদের বক্তব্য, তৃণমূল যেভাবে পুলিশকে বাধা দিচ্ছে, তাতে পরিষ্কার যে ওরা ভয় পেয়েছে। মানুষ এবার ভোট দিতে না পারলে তৃণমূলকে কেউ বাঁচাতে পারবে না। ফলতায় এই উত্তেজনার আবহে নিরাপত্তা আরও জোরদার করেছে কমিশন। অজয় পাল শর্মার এই ‘সক্রিয়তা’ শেষ পর্যন্ত ভোটের ময়দানে তৃণমূলের দাপট কমাতে পারে নাকি পাল্টা প্রতিরোধের মুখে পড়ে, তা নিয়ে জোর চর্চা চলছে রাজনৈতিক মহলে। বুধবারের ভোটে ফলতা যে অন্যতম ‘ফ্ল্যাশ পয়েন্ট’ হতে চলেছে, আজকের বিক্ষোভেই তা স্পষ্ট হয়ে গেল।

শেষ ৬০ ঘণ্টায় গ্রেফতার আড়াই হাজার!

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৮ এপ্রিলঃ ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনের প্রথম দফার ভোট নজিরবিহীনভাবে শান্তিপূর্ণ মিটলেও, দ্বিতীয় দফার আগে কোনও রকম ঝুঁকি নিতে চাইছে না নির্বাচন কমিশন। বুধবার রাজ্যের আটটি জেলার ১৪২টি আসনে ভোটগ্রহণ। তার ঠিক আগে রাজ্যজুড়ে নজরদারি ও পুলিশি ধরপাক। কয়েক গুণ বাড়িয়ে দিয়েছে কমিশন। শেষ পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, গত ৬০ ঘণ্টায় রাজ্যজুড়ে মোট ২ হাজার ৪৭৩ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের পরিবেশ বিঘ্নিত করতে পারে - এমন সংঃদহে জেলাগুলোতে তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী। কমিশনের দেওয়া পরিসংখ্যান অনুযায়ী, রবিবার দুপুর থেকে সোমবার সকাল পর্যন্ত ধৃত ১ হাজার ৯৫ জন। সোমবার রাত থেকে মঙ্গলবার সকালে আরও ৮০৯ জনকে গ্রেফতার করা হয়। ৬০ ঘণ্টার মোট পরিসংখ্যান - ২ হাজার ৪৭৩ জন। কমিশন সূত্রে জানানো হয়েছে, প্রথম দফার (১৫২ আসন) সাফল্যের পর দ্বিতীয় দফাতেও একই ধারা বজায় রাখতে চায় তারা।

১৮০ থেকে ১৯০ আসন জিততে পারে বিজেপি! মত বিশ্লেষকদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৮ এপ্রিলঃ বাংলায় বিধানসভা নির্বাচনের দ্বিতীয় দফার আগেই বাড়ল উত্তেজনা। দেশের প্রখ্যাত পিসিফোলজিস্ট এবং ম্যাট্রিজের এক বিশ্লেষক সম্প্রতি একটি গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তিনি বলেছেন, তৃণমূল কংগ্রেস এবং বিজেপির মধ্যে লড়াই এতটাই কঠিন যে, শেষ পর্যন্ত জয়-পরাজয়ের ব্যবধান মাত্র ১৫ থেকে ২০টি আসনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে। তবে একই সঙ্গে তিনি সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন, যদি গ্রাউন্ড সেন্টিমেন্ট বিশ্লেষণে ভুল হয়, তাহলে বিজেপি একাই ১৮০ থেকে ১৯০টি আসন জিতে নিতে পারে। ‘‘মাঠে পরিবর্তন যেমন চোখে পড়ছে, তেমনই তা ডেটাতেও স্পষ্ট’’, এই কথাটি বলতে গিয়ে তিনি জোর দিয়ে বলেন যে, এবারের নির্বাচনে শুধু পুরনো সমীকরণ কাজ করবে না। মানুষের মনে একটা বড় পরিবর্তনের হাওয়া বইছে, যা অনেকেই এখনও পুরোপুরি ধরতে পারছেন না।

ম্যাট্রিজের এই বিশ্লেষকের মতে, বর্তমানে তৃণমূল কংগ্রেস সামান্য এগিয়ে থাকলেও, বিজেপির ভোট শেয়ারে ধারাবাহিক উন্নতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। প্রথম পর্যায়ের ভোটের পর মাঠ থেকে যে রিপোর্ট এসেছে, তাতে অনেক জায়গায় বিজেপির হয়ে একটা ‘চেঞ্জের’ আবেগ তৈরি হয়েছে। বিশেষ করে গ্রামীণ এলাকা, হিন্দু-প্রধান বুথ এবং কিছু সংখ্যালঘু-প্রভাবিত অঞ্চলেও ঐতিহ্যগত ভোটের ধরন ভাঙছে বলে তথ্য উঠে আসছে। তবে তিনি স্পষ্ট করে বলেছেন, বাংলার রাজনীতি অত্যন্ত জটিল। এখানে শেষ মুহূর্তের সুড়সুড়ি, স্থানীয় নেতাদের প্রভাব, ক্যাডারদের সংগঠন এবং ভোটারদের শেষ দিনের মনোভাব অনেক কিছু বদলে দিতে পারে। যদি তৃণমূলের সংগঠন শক্তিশালী থাকে এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তা কাজ করে, তাহলে ১৫-২০ আসনের ব্যবধানে তৃণমূল সরকার গঠন করতে পারে। কিন্তু যদি মাঠের বাস্তবতা এবং ডেটার মধ্যে বড় অমিল দেখা যায়, তাহলে বিজেপির জন্য ১৮০-১৯০ আসনের সম্ভাবনা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। এই মন্তব্য রাজনৈতিক মহলে ব্যাপক আলোচনার জন্ম দিয়েছে। তৃণমূল শিবির এটিকে ‘বিজেপির মনোবল বাড়ানোর চেষ্টা’ বলে উড়িয়ে দিলেও, দলের অনেক নেতাই স্বীকার করছেন যে, এবারের নির্বাচনে আগের মতো একতরফা আধিপত্য নেই। বিজেপি নেতারা অবশ্য এই বিশ্লেষণকে স্বাগত জানিয়েছেন। তাঁরা বলছেন, মাঠে যে পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে বেকারত্ব, দুর্নীতি, তোলাবাজি এবং ‘দিদির সরকার’-এর বিরুদ্ধে ক্ষোভ তা ধীরে ধীরে ভোটে রূপ নিচ্ছে। পিসিফোলজিস্ট আরও বলেছেন, এবারের নির্বাচনে অনেক আসনেই ভোটের ব্যবধান খুবই কম হতে পারে। ৬৫-৭০টি মার্জিনাল আসন রয়েছে, যেখানে ১-২ শতাংশ ভোটের সুইং-ই ফলাফল ঘুরিয়ে দিতে পারে। এছাড়া নির্বাচনী রোল সংশোধন, নতুন ভোটার এবং অনেকের নাম বাদ পড়ার ঘটনাও ফলাফলকে প্রভাবিত করবে।

বুধে দ্বিতীয় দফার ভোট, এই পর্বে ৭টি জেলার ১৪২টি আসনে ভোটগ্রহণ

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ২৮ এপ্রিল ঃপশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচনের প্রথম দফার ভোটগ্রহণ ইতিমধ্যেই নির্বিঘ্নে ও সুষ্ঠুভাবেই সম্পন্ন হয়েছে। বুধবার দ্বিতীয় দফার ভোট গ্রহণ, এই পর্বে গণতন্ত্রের উসবে শামিল হবেন ৭টি জেলার ভোটাররা। মোট ১৪২টি আসনে হবে ভোটগ্রহণ। যন্ত্রবন্দি হবে ১৪২ আসনের ভবিষ্য। কলকাতায় ১১টি বিধানসভা আসন, নদীয়ায় ১৭টি, উত্তর ২৪ পরগণায় ৩৩টি আসন, দক্ষিণ ২৪ পরগণায় ৩১টি আসন, হাওাায় ১৬টি আসন, হুগলিতে ১৮টি এবং পূর্ব বর্ধমানে ১৬টি আসন। বুধবার সকাল ৭টা থেকে শুরু হবে ভোটগ্রহণ, চলবে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত। ভোটগ্রহণকে অবাধ ও সুষ্ঠু নিশ্চিত করতে যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে নির্বাচন কমিশন।জেলাওয়ারি বিধানসভা কেন্দ্রনদীয়াঃকরিমপুর, তেহট্ট, পলাশিপাড়া, কালীগঞ্জ, নাকাশিপাড়া, চাপড়া, কৃষ্ণনগর উত্তর, নবদ্বীপ, কৃষ্ণনগর দক্ষিণ, শান্তিপুর, রানাঘাট উত্তর-পশ্চিম, কৃষ্ণগঞ্জ, রানাঘাট উত্তর-পূর্ব, রানাঘাট দক্ষিণ, চাকদহ, কল্যাণী

ও হরিণঘাটা।উত্তর ২৪ পরগনাঃ বাগদা, বনগাঁ উত্তর, বনগাঁ দক্ষিণ, গাইঘাটা, স্বরূপনগর, বাদুড়িয়া, হাবরা, অশোকনগর, আমডাঙা, বীজপুর, নৈহাটি, ভাটপাড়া, জগদ্দল, নোয়াপাড়া, ব্যারাকপুর, খড়দহ, দমদম উত্তর, পানিহাটি, কামারহাটি, বরাহনগর, দমদম, রাজারহাট নিউটাউন, বিধাননগর, রাজারহাট গোপালপুর, মধ্যমগ্রাম, বারাসত, দেগঙ্গা, হাড়োয়া, মিনাখাঁ, সন্দেশখালি, বসিরহাট দক্ষিণ, বসিরহাট উত্তর ও হিঙ্গলগঞ্জ।দক্ষিণ ২৪ পরগনাঃগোসাবা, বাসন্তী, কুলতলি, পাথরপ্রতিমা, কাকদ্বীপ, সাগর, কুলপি, রায়দিঘি, মন্দিরবাজার, জয়নগর, বারুইপুর পূর্ব, ক্যানিং পশ্চিম, ক্যানিং পূর্ব, বারুইপুর পশ্চিম, মগরাহাট পূর্ব, মগরাহাট পশ্চিম, ডায়মন্ড হারবার, ফলতা, সাতগাছিয়া, বিষ্ণুপুর, সোনারপুর দক্ষিণ, ভাঙড়, কসবা, যাদবপুর, সোনারপুর উত্তর, টালিগঞ্জ, বেহালা পূর্ব, বেহালা পশ্চিম, মহেশতলা, বজবজ ও মেটিয়াবুরুজ।কলকাতাঃকলকাতা বন্দর, ভবানীপুর, রাসবিহারী, বালিগঞ্জ, চৌরঙ্গি, এন্টালি, বেলেঘাটা, জোড়াসাঁকো, শ্যামপুকুর, মানিকতলা ও কাশীপুর-বেলগাছিয়া।হাওড়া ,বালি, হাওড়া উত্তর, হাওড়া মধ্য, শিবপুর, হাওড়া দক্ষিণ, সাঁকরাইল, পাঁচলা, উলুবেড়িয়া পূর্ব, উলুবেড়িয়া উত্তর, উলুবেড়িয়া দক্ষিণ, শ্যামপুর, বাগনান, আমতা, উদয়নারায়ণপুর, জগতবল্লভপুর ও ডোমজুড়।হুগলিঃ উত্তরপাড়া, শ্রীরামপুর, চাঁপদানি, সিঙ্গুর, চন্দননগর, চুঁচুড়া, বলাগড়, পাণ্ডুয়া, সপ্তগ্রাম, চণ্ডীতলা, জাঙ্গিপাড়া, হরিপাল, ধনেখালি, তারকেশ্বর, পুরশুড়া, আরামবাগ, গোঘাট ও খানাকুল।পূর্ব বর্ধমানঃ খণ্ডঘোষ, বর্ধমান দক্ষিণ, রায়না, জামালপুর, মন্তেশ্বর, কালনা, মেমারি, বর্ধমান উত্তর, ভাতার, পূর্বস্থলী দক্ষিণ, পূর্বস্থলী উত্তর, কাটোয়া, কেতুগ্রাম, মঙ্গলকোট, আউশগ্রাম ও গলসি।

শহরের বিভিন্ন রাস্তায় যান চলাচলে নিয়ন্ত্রণ জারি

কলকাতা,২৮এপ্রিলঃভোটের আগে ও ভোটের দিন শহরের বিভিন্ন রাস্তায় যান চলাচলে নিয়ন্ত্রণ জারি করেছে কলকাতা পুলিশ। মঙ্গলবার ও বুধবার সকাল ৫টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত এই নিয়ন্ত্রণ বলব থাকবে। গণনার দিন ৪ মে-ও একই ধরনের ব্যবস্থা থাকবে বলে জানানো হয়েছে।বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, কসবার অ্যাক্রোপলিস মল সংলগ্ন এলাকা ও গীতাঞ্জলি স্টেডিয়ামের পিছনের রাস্তা একমুখী করা হবে। আলিপুর জজ কোর্ট সংলগ্ন পশ্চিমমুখী রাস্তা বন্ধ থাকবে, বিকল্প রুটে ঘুরিয়ে দেওয়া হবে যানবাহন। হরিশ মুখার্জি রোড, হাজরা রোড-সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ রাস্তায়

গ্যাংটকে ফুটবল খেলায় মাতলেন প্রধানমন্ত্রী মোদী

গ্যাংটক, ২৮ এপ্রিল ঃ গ্যাংটকে ফুটবল খেলায় মাতলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সিকিম সফরের দ্বিতীয় দিনে মঙ্গলবার সকালে প্রধানমন্ত্রী নরে ঃদ্র মোদী গ্যাংটকে একদল তরুণের সঙ্গে ফুটবল খেলায় যোগ দেন। তিনি এক্স মাধ্যমে জানান, গ্যাংটকে এই মনোরম সকালে আমার তরুণ বন্ধুদের সঙ্গে ফুটবল খেলার চেয়ে ভালো আর কিছু নেই!গ্যাংটকের ফুটবল ময়দানে এক আনন্দময় মুহূর্ত উপভোগ করেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। সামাজিক মাধ্যমে সেই ছবি ভাগ করে নেন তিনি। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে ফুটবল খেলে তরুণ খেলোয়াড়রাও খুশি প্রকাশ করে। সকলের চোখে-মুখে এক অন্যরকমের আনন্দ। উল্লেখ্য, প্রধানমন্ত্রী এদিন সকালে গ্যাংটকের স্বর্ণজয়ন্তী মৈত্রী মঞ্জরি পার্কের অর্কিডারিয়াম পরিদর্শন করেন। সঙ্গে ছিলেন সিকিমের রাজ্যপাল ও মুখ্যমন্ত্রী।

ভোটার লিস্টে জুড়ল আরও ১৪৬৮ নাম, তালিকা দিল নির্বাচন কমিশন

কলকাতা, ২৮ এপ্রিলঃ দ্বিতীয় দফার ভোটের আগে ফের অতিরিক্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করল নির্বাচন কমিশন। ট্রাইবুনালে আবেদনের নিষ্পত্তি হওয়ার পরে দ্বিতীয় দফার ভোটে উত্তীর্ণ হওয়া ১৪৬৮ জনের নাম জুড়ছে ভোটার তালিকায়। বাদও গিয়েছে ৬ জনের নাম।মঙ্গলবার প্রকাশিত অতিরিক্ত তালিকায় কলকাতা দক্ষিণে ৬৭৭ জনের নাম জুড়েছে। কলকাতা উত্তরে জুড়েছে ৫৯৬ জনের নাম। হাওড়ায় জুড়েছে ৭৭ জনের নাম। পাশাপাশি নদিয়ায় ৩৯ জন, উত্তর ২৪ পরগনায় ৩৪ জন, দক্ষিণ ২৪ পরগনায় ৩০ জন, পূর্ব বর্ধমানে আট জন এবং হুগলিতে সাত জনের নাম যুক্ত হয়েছে ভোটার তালিকায়। বুধবার রাজ্যে দ্বিতীয় দফার নির্বাচন রয়েছে। সাত জেলার মোট ১৪২টি আসনে হবে ভোটগ্রহণ। নতুন প্রকাশিত অতিরিক্ত তালিকায় দ্বিতীয় দফার ভোটকেন্দ্রগুলির যে ভোটারদের নাম জুড়ল, তাঁরাও ভোট দিতে পারবেন।

দিল্লি সরকারকে তোপ অতিশীর, বললেন চারিদিকে হাহাকার চলছে

নয়াদিল্লি, ২৮ এপ্রিল দিল্লির রেখা গুপ্তা সরকারের তীব্র সমালোচনা করলেন আম আদমি পার্টির নেত্রী অতিশী। দিল্লি বিধানসভার বিরোধী দলনেত্রী তথা আম আদমি পার্টির নেত্রী অতিশী মঙ্গলবার বলেন, ২০২৫ সালের জানুয়ারিতে, দিল্লি নির্বাচনের আগে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, ২০২৫ সালের ৮ মার্চ দিল্লির প্রত্যেক মহিলা তাঁদের অ্যাকাউন্টে ২৫০০ টাকা পাবেন। তিনি বলেছিলেন, এটি 'মোদীর গ্যারান্টি'। মোদীজি, এরই মধ্যে ২০২৬ সালের ৮ মার্চও চলে গেল, কিন্তু দিল্লির মহিলারা তাঁদের অ্যাকাউন্টে ২৫ পয়সাও পাননি। দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা নির্বাচনের জন্য পশ্চিমবঙ্গে প্রচারে যান। সেখানে তিনি বলেন, বাংলার মহিলাদের টাকা দেওযা হবে। তিনি দিল্লির মহিলাদের প্রতারণা করেছেন এবং একটি মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাঁদের ভোট পেয়েছেন, কিন্তু দিল্লির মহিলারা এখনও তাঁকে জিজ্ঞাসা

কলকাতা পুলিশের ডিসি শান্তনু সিনহা বিশ্বাসকে ফের তলব ইডির

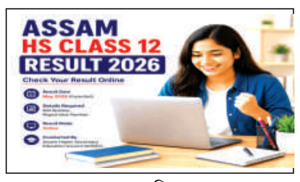

কলকাতা, ২৮ এপ্রিল ঃ কলকাতা পুলিশের ডেপুটি কমিশনার (ডিসি) শান্তনু সিনহা বিশ্বাসকে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) আবারও তলব করেছে। মঙ্গলবারই তাঁকে সল্টলেকের সিজিও কমপ্লেক্সে হাজির হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।ইডি সূত্রে খবর, বিশ্বজি পোদ্দার ওরফে সোনা পাপ্পু সংক্রান্ত একটি মামলার তদন্তের সূত্র ধরেই এই তলব করা হয়েছে। জানা গেছে, সোমবার রাতেই ইডির পক্ষ থেকে এই সমন নোটিশ পাঠানো হযেছিল।উল্লেখ্য, গত সপ্তাহেও বালি পাচার মামলার তদন্তে কালীঘাট থানার প্রাক্তন ওএস শান্তনু সিনহাকে তলব করেছিল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা, কিন্তু তিনি হাজিরা দেননি। তাঁর পরিবর্তে তাঁর আইনজীবী ইডি দফতরে গিয়েছিলেন। এদিনের এই তলবে তিনি সশরীরে হাজিরা দেবেন কি না, তা নিয়ে এখনও ধোঁয়াশা বজায় রয়েছে।

কেরলমে ১২ ঘণ্টার হরতাল, বিভিন্ন জায়গায় বিক্ষোভ প্রদর্শন

তিরুবনন্তপুরম, ২৮ এপ্রিলঃ কেরলমের কান্নুর ডেন্টাল কলেজের ছাত্র নিতিন রাজের অস্বাভাবিক মৃত্যুর প্রতিবাদে কেরলম জুড়ে মঙ্গলবার সকাল থেকে ১২ ঘণ্টার হরতাল শুরু হয়েছে। হরতালের ডাক দিয়েছে দলিত সম্প্রদায়ের ৫২টি সংগঠন। রাজ্যের বহু জায়গায় যানবাহন আটকে বিক্ষোভ প্রদর্শন চলছে। অভিযোগ উঠেছে, একাধিক জেলায় জোর করে দোকান, বাজার বন্ধ করে দিচ্ছেন বিক্ষোভকারীরা। আনচারাকান্দি ডেন্টাল কলেজের বিডিএস ছাত্র নিতিন রাজের মৃত্যুর ঘটনায় রাজ্যব্যাপী হরতাল শুরু হয়েছে বলে জানা গিয়েছে আজ।

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

অসমে ঘোষিত উচ্চ মাধ্যমিকের ফলাফল, উত্তীর্ণের হার ৮১.৫৪ শতাংশ, দাপট ছাত্রীদের

গুয়াহাটি, ২৮ এপ্রিল ঃ পূর্বঘোষিত সূচি অনুযায়ী ১২টি ওয়েবসাইট এবং মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে আজ মঙ্গলবার সকাল ঠিক ১০ঃ৩০টা বাজার সঙ্গে সঙ্গে ' অসম রাজ্য বিদ্যালয় শিক্ষা পর্ষদ' (আসাম স্টেট স্কুল এডুকেশন বোর্ড সংক্ষেপে এএসএসইবি) পরিচালিত ২০২৬ শিক্ষাবর্ষের উচ্চ মাধ্যমিকের কলা, বিজ্ঞান, বাণিজ্য এবং বৃত্তিমূলক (কারিগরি) পরীক্ষার ফলাফল একযোগে ঘোষণা করেছে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ। ঘোষিত ফলাফল অনুযায়ী সব শাখা মিলিয়ে মোট পাশের হার ৮১.৫৪ শতাংশ। আজকের ঘোষিত ফলাফলে ছাত্রদের তুলনায় ছাত্রীরা প্রায় সববিভাগেই দাপট দেখিয়েছে। চলতি ২০২৬ শিক্ষাবর্ষের উচ্চমাধ্যমিক চূড়ান্ত পরীক্ষা গত ১১ ফেব্রুয়ারি থেকে ১৬ মার্চ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়েছিল। পরীক্ষায় দিয়েছে ৩ লক্ষ ৩০ হাজার ৭৪৪ জন শিক্ষার্থী। মঙ্গলবার প্রকাশিত ফলাফলে বিভাগ অনুযায়ী কলা বিভাগে উত্তীর্ণের হার ৭৯.৫৪ শতাংশ। এর মধ্যে প্রথম বিভাগে ৫৫,৭৫৫ জন, দ্বিতীয় বিভাগে ৭৯,১৮১ জন এবং তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ ৫৭,৮৬২ জন। মোট উত্তীর্ণ ১,৯১,৭৯৮ জন।বিজ্ঞান বিভাগে উত্তীর্ণের হার ৮৯.৭৯ শতাংশ। এর মধ্যে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ ৩৪,০৭৯ জন, দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ ১৭,৭৭৭ জন এবং তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ ২,৬১৮ জন। মোট উত্তীর্ণ ৫৪,৪৭৪ জন।বাণিজ্য বিভাগে উত্তীর্ণের হার ৮১.১৩ শতাংশ। এর মধ্যে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ ৭,৭৮৭ জন, দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ ৫,৬৯৪ জন এবং তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ ৩,২১৫ জন। মোট উত্তীর্ণ ১৫,৭৯৬ জন।কলা বিভাগে ৯৪.২৯ শতাংশ উত্তীর্ণের হারে শীর্ষস্থান দখল করেছে বাকসা জেলা। বাণিজ্য বিভাগে ১০০ শতাংশ উত্তীর্ণের হারে শীর্ষে রযেছে মাজুলি এবং দক্ষিণ শালমারা-মানকাচর জেলা। বিজ্ঞান বিভাগে ৯৮.৩৯ শতাংশ উত্তীর্ণের হারে শীর্ষে রয়েছে তামুলপুর জেলা। বৃত্তিমূলক বিভাগে ১০০ শতাংশ উত্তীর্ণের হারে শীর্ষে রয়েছে বিশ্বনাথ, শিবসাগর এবং মাজুলি। বৃত্তিমূলক বিভাগে মোট উত্তীর্ণের হার ৭৪.১৯ শতাংশ।জেলা ভিত্তিক বিজ্ঞান বিভাগে উত্তীর্ণের হার এ রকম -বাকসা জেলায় উত্তীর্ণের হার ৯৭.৯৬ শতাংশ, বজালি জেলায় ৯৬.০০, বরপেটা জেলায় ৮২.২৩ শতাংশ, বিশ্বনাথ জেলায় ৮৫.৫৬ শতাংশ, বঙাইগাঁও জেলায় ৮৪.৯০ শতাংশ, কাছাড় জেলায় ৮৮.১৪ শতাংশ, চড়াইদেও জেলায় ৯৩.৪৩ শতাংশ, চিরাং জেলায় ৯১.৮৯

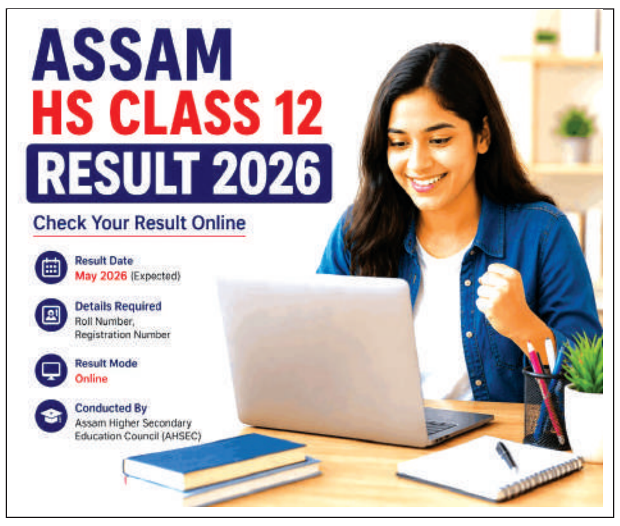

শতাংশ, দরং জেলায় ৯৭.০১ শতাংশ, ধেমাজি জেলায় ৭০.০৩ শতাংশ, ধুবড়ি জেলায় ৯০.০৮ শতাংশ, ডিব্রুগড় জেলায় ৯৪.৪২ শতাংশ, ডিমা হাসাও জেলায় ৮০.৯০ শতাংশ, গোয়ালপাড়া জেলায় ৮৬.৫৩ শতাংশ, গোলাঘাট জেলায় ৯৫.৪৪ শতাংশ, হাইলাকান্দি জেলায় ৮১.১৭ শতাংশ, হোজাই জেলায় ৯৪.৮৭ শতাংশ, যোরহাট জেলায .৯৬.০৭ শতাংশ, কামরূপ জেলায় ৯৩.৭৩ শতাংশ, কামরূপ মেট্রো জেলায় ৮৬.২২ শতাংশ, কার্বি আংলং জেলায় ৯৪.১০ শতাংশ, কোকরাঝাড় জেলায় ৮৪.৭৫ শতাংশ, লখিমপুর জেলায় ৯১.৬৮ শতাংশ, মাজুলি জেলায় ৮৯.৫৮ শতাংশ, মরিগাঁও জেলায় ৮৪.৭৮ শতাংশ, নগাঁও জেলায় ৯৪.১৮ শতাংশ, নলবাড়ি জেলায় ৯৫.১৯ শতাংশ, শিবসাগর জেলায় ৯৭.৩৬ শতাংশ, শোণিতপুর জেলায় ৮৯.৪৫ শতাংশ, দক্ষিণ শালমারা-মানকাচর জেলায় ৯৩.৪০ শতাংশ, শ্রীভূমি জেলায় ৯৩.৩২ শতাংশ, তামুলপুর জেলায় ৯৮.৩৯ শতাংশ, তিনসুকিয়া জেলায় ৮৭.০৫ শতাংশ, ওদালগুড়ি জেলায় ৮৯.৭১ শতাংশ এবং দক্ষিণ কার্বি আংলং জেলায় উত্তীর্ণের হার ৯৮.৩৬ শতাংশ।অন্যদিকে, বিজ্ঞান বিভাগে জেলা ভিত্তিক প্রথম স্থানে রযেছে তামুলপুর জেলা। দ্বিতীয় স্থানে দক্ষিণ কার্বি আংলং এবং তৃতীয় স্থানে রয়েছে বাক্সা জেলা।জেলা ভিত্তিক বাণিজ্য বিভাগে উত্তীর্ণের হার যথাক্রমে বজালি জেলায় ৯৬.৪৬ শতাংশ, বাকসা জেলায় ৯৫.৬২ শতাংশ, বরপেটা জেলায় ৭৬.২২ শতাংশ, বিশ্বনাথ জেলায় ৮৯.৬৯ শতাংশ, বঙাইগাঁও জেলায় ৭০.০০ শতাংশ, কাছাড় জেলায় ৭৭.৪৮ শতাংশ, চড়াইদেও জেলায় ৮৪.৬২ শতাংশ, চিরাং জেলায় ৮০.৬৭ শতাংশ, দরং জেলায় ৯০.৫২ শতাংশ, ধেমাজি জেলায় ৭৮.১৮ শতাংশ, ধুবড়ি জেলায় ৬৮.২৩ শতাংশ, ডিব্রুগড় জেলায় ৭৭.৯১ শতাংশ, ডিমা হাসাও জেলায় ৮২.২৯ শতাংশ। গোয়ালপাড়া জেলায় ৮৩.২২ শতাংশ, গোলাঘাট জেলায় ৮২.৪৪ শতাংশ, হাইলাকান্দি জেলায় ৬৯.৬৮ শতাংশ, হোজাই জেলায. ৭৬.৫৪ শতাংশ, যোরহাট জেলায় ৯৩.২৭ শতাংশ, কামরূপ জেলায় ৮৭.৫৬ শতাংশ। কামরূপ মেট্রো জেলায় ৮৩.৮৫ শতাংশ, কার্বি আংলং জেলায় ৮২.৩৯ শতাংশ, কোকরাঝাড় জেলায় ৬৯.২৯ শতাংশ, লখিমপুর জেলায .৭২.৭৭ শতাংশ, মাজুলি জেলায় ১০০ শতাংশ, মরিগাঁও জেলায় ৯০.৯১ শতাংশ, নগাঁও জেলায় ৮৪.৭২ শতাংশ, নলবাড়ি জেলায় উত্তীর্ণের হার ৮১.৯৫ শতাংশ, শিবসাগর জেলায় ৮৯.২৭ শতাংশ, শোণিতপুর জেলায় ৭৫.২০ শতাংশ, দক্ষিণ শালমারা-মানকাচর জেলায় ১০০ শতাংশ, শ্রীভূমি জেলায় ৭৩.৫৯ শতাংশ, তামুলপুর জেলায় ৯৮.৯৫ শতাংশ, তিনসুকিয়া জেলায় ৭০.৭৩ শতাংশ, ওদালগুড়ি জেলায় ৮২.০৮ শতাংশ এবং দক্ষিণ কার্বি আংলং জেলায় ৯৫.৬৫ শতাংশ।অন্যদিকে, বাণিজ্য বিভাগে জেলা ভিত্তিক প্রথম স্থানে রয়েছে মাজুলি এবং দক্ষিণ শালমারা-মানকাচর জেলা। দ্বিতীয় স্থানে তামুলপুর এবং তৃতীয় স্থানে রয়েছে বজালি জেলা।জেলা ভিত্তিক কলা বিভাগে উত্তীর্ণের হার যথাক্রমে - বজালি জেলায় উত্তীর্ণের হার ৮৭.৩০ শতাংশ, বাকসা জেলায় হার ৯৪.২৯ শতাংশ, বরপেটা জেলায় ৬৯.৩৩ শতাংশ, বিশ্বনাথ জেলায় ৮৯.৮৫ শতাংশ, বঙাইগাঁও জেলায় ৭৭.৩৯ শতাংশ, কাছাড় জেলায় ৫৯.৮৩ শতাংশ, চড়াইদেও জেলায় ৮২.১৯ শতাংশ, চিরাং জেলায় ৭৭.৮৭ শতাংশ, দরং জেলায় ৯২.৯৯ শতাংশ, ধেমাজি জেলায় ৬৯.৫৮ শতাংশ, ধুবড়ি জেলায় ৭২.৭৩ শতাংশ, ডিব্রুগড় জেলায় ৮৪.৫৪ শতাংশ, ডিমা হাসাও জেলায় ৮৮.২২ শতাংশ, গোয়ালপাড়া জেলায় ৭৪.০৫ শতাংশ, গোলাঘাট জেলায় ৮৫.৪১ শতাংশ, হাইলাকান্দি জেলায় ৬২.৮৫ শতাংশ, হোজাই জেলায় ৭৭.০৬ শতাংশ, যোরহাট জেলায় ৮২.৫৩ শতাংশ, কামরূপ জেলায় ৭৮.৩৯ শতাংশ, কামরূপ মেট্রো জেলায় ৭৩.২৯ শতাংশ, কার্বি আংলং জেলায় ৭০.২৫ শতাংশ, কোকরাঝাড় জেলায় ৭৬.৬৬ শতাংশ, লখিমপুর জেলায় ৯০.৩৫ শতাংশ, মাজুলি জেলায় ৮৮.২৮ শতাংশ, মরিগাঁও জেলায় ৮৬.৪০ শতাংশ, নগাঁও জেলায় ৮৬.৪৯ শতাংশ, নলবাড়ি জেলায় ৮৪.৮২ শতাংশ, শিবসাগর জেলায় ৮৭.১২ শতাংশ, শোণিতপুর জেলায় ৭৮.৮৭ শতাংশ, দক্ষিণ শালমারা-মানকাচর জেলায় ৮০.৪৯ শতাংশ, শ্রীভূমি জেলায় ৭৯.৭৩ শতাংশ, তামুলপুর জেলায় ৮৮.৬৩ শতাংশ, তিনসুকিযা. জেলায. ৮৩.৭৭ শতাংশ, ওদালগুড়ি জেলায .৮৩.৩৯ শতাংশ এবং দক্ষিণ কার্বি আংলং জেলায় ৮৩.১৭ শতাংশ।অন্যদিকে, কলা বিভাগে জেলা ভিত্তিক প্রথম স্থানে রযেছে বাকসা জেলা। সর্বনিম্ন উত্তীর্ণের হার কাছাড় জেলায়। দ্বিতীয় স্থানে দরং জেলা এবং তৃতীয় স্থানে রযেছে লখিমপুর জেলা।এদিকে আজ ঘোষিত উচ্চ মাধ্যমিকের চূড়ান্ত পরীক্ষার ফলাফলে কলা বিভাগে ছাত্রদের পিছনে ফেলেছে ছাত্রীরা। এই বিভাগে উত্তীর্ণের হার ৭৯.৫৪ শতাংশ। তবে ছাত্রীর উত্তীর্ণের হার ৮১.৯৬ শতাংশ এবং ছাত্রদের ৭৬.১০ শতাংশ।এবার মোট ২,৪১,১২৪ জন শিক্ষার্থী উচ্চ মাধ্যমিক চূড়ান্ত বর্ষের কলা বিভাগের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছিল। এর মধ্যে ৯৯,৫৮৯ জন ছাত্র এবং ১,৪১,৫৩৪ জন ছাত্রী পরীক্ষার্থী ছিল। ঘোষিত ফলাফলে দেখা গেছে, ছাত্র পরীক্ষার্থীদের মধ্যে ১৭,১৫০ জন প্রথম বিভাগে, ৩৩,১১২ জন দ্বিতীয় বিভাগে এবং ২৫,৫২৮ জন তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হযেছে।মোট ৯৯,৫৮৯ জন ছাত্রের মধ্যে ৭৫,৭৯০ জন উত্তীর্ণ হয়েছে এই বিভাগে। অন্যদিকে, ছাত্রীদের মধ্যে ৩৭,৬০৫ জন প্রথম বিভাগে, ৪৬,০৬৯ জন দ্বিতীয় বিভাগে এবং ৩২,৩৩৪ জন তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছে। সর্বমোট কলা বিভাগে ১,১৬,০০৮ জন ছাত্রী উত্তীর্ণ হয়েছে বলে জানান।

সত্যাগ্রহে অনড় কেজরিওয়াল ও সিসোদিয়া, রাজঘাটে বাপুকে শ্রদ্ধার্ঘ্য

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ২৮ এপ্রিল ঃ বিচারপতি শর্মাকে 'বয়কট' করে সত্যাগ্রহে অন। দিল্লির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা আম আদমি পার্টির প্রধান অরবিন্দ কেজরিওয়াল। একই সিদ্ধান্তে অনড় মনীশ সিসোদিয়াও। মঙ্গলবার দিল্লির রাজঘাটে গিয়ে জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীকে শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করেন তাঁরা।উল্লেখ্য, অরবিন্দ কেজরিওয়ালের পর বিচারপতি স্বর্ণকান্তা শর্মাকে চিঠি লিখেছেন মনীশ সিসোদিয়াও।তিনি চিঠিতে লিখেছেন, ন্যায়বিচারের কোনও আশা নেই তাঁর। বিচারপতি স্বর্ণকান্তা শর্মাকে লেখা চিঠিতে এএপি নেতা মনীশ সিসোদিয়া লিখেছেন, আমার ন্যায়বিচার পাওযার কোনও আশা নেই। তিনি আরও জানান, তাঁর পক্ষ থেকে কোনও আইনজীবী বিচারপতি শর্মার এজলাসে হাজির হবেন না। কেজরিওয়ালের পর এবার বিচারপতি শর্মাকে বয়কট করলেন সিসোদিয়া। উল্লেখ্য, আবগারি নীতি মামলা থেকে সরে দাঁড়াননি দিল্লি হাইকোর্টের বিচারপতি স্বর্ণকান্তা শর্মা। এই মামলা থেকে বিচারপতি শর্মাকে সরে দাঁড়ানোর জন্য আবেদন জানিয়েছিলেন আম আদমি পার্টির প্রধান অরবিন্দ কেজরিওয়াল। তবে সেই আর্জি খারিজ করে দিয়েছেন বিচারপতি শর্মা। এরই প্রেক্ষিতে কেজরিওয়াল ও সিসোদিয়া জানিয়েছেন, সত্যাগ্রহ ছাড়া আর কোনও উপায় নেই।

ভারত সফরে আন্নালেনা বেয়ারবক, রয়েছে একগুচ্ছ কর্মসূচি

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ২৮ এপ্রিল ঃ রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ সভার ৮০ তম অধিবেশনের সভাপতি আন্নালেনা বেয়ারবক মঙ্গলবার ভারত সফরে এসেছেন। নতুন দিল্লিতে এসে পৌঁছলে তাঁকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানানো হয়। এদিনই দিল্লিতে বিদেশমন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্করের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন তিনি।পারস্পারিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে তাঁদের মধ্যে কথাবার্তা হবে। বেয়ারবক রাজঘাটে মহাত্মা গান্ধীর সমাধিস্থলে পুস্পার্ঘ্য অর্পন করে শ্রদ্ধা জানাবেন। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার নিয়ন্ত্রণ নিয়ে ইলেক্ট্রনিক্স ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রকের প্রতিনিধিদের সঙ্গে এক মত বিনিময় কর্মসূচিতেও যোগ দেন তিনি।

সিকিম ও উত্তর-পূর্বাঞ্চল ভারতের অষ্টলক্ষ্মীঃপ্রধানমন্ত্রী

গ্যাংটক, ২৮ এপ্রিল ঃ সিকিম ও উত্তর-পূর্বাঞ্চল ভারতের অষ্টলক্ষ্মী, জোর দিয়ে বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি বলেন, উত্তর-পূর্ব হলো হিন্দুস্তানের অষ্টলক্ষ্মী, এবং সেই কারণে, আমরা যখন ' অ্যাক্ট ইস্ট' নীতি নিয়ে কাজ করছি, তখন উত্তর-পূর্বের জন্য দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ার সংকল্পও করেছি। প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, আমাদের সিকিমের অন্যতম প্রধান শক্তি হলো এর পর্যটন অর্থনীতি। সিকিমের মোট আয়তন দেশের মোট আয়তনের ১ শতাংশেরও কম। তবে, দেশের উদ্ভিদ বৈচিত্র্যের ২৫ শতাংশেরও বেশি আমাদের সিকিমে পাওয়া যায়।প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমরা এখানে সিকিমের যোগাযোগ ব্যবস্থা ও পরিকাঠামোর ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব দিচ্ছি। বিগত বছরগুলোতে এখানে শত শত কিলোমিটার মহাসড়ক নির্মাণ করা হয়েছে। প্রতিটি গ্রামে সড়ক সম্প্রসারণের কাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। মোদী বলেন, খেলাধুলাতেও সিকিমের জন্য সম্ভাবনার এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে। এখানকার তরুণরা বড় বড় মঞ্চে খেলাধুলায় তাদের যোগ্যতা ও প্রতিভা প্রমাণ করেছে। ফুটবল, বক্সিং, তিরন্দাজির মতো খেলাধুলায় এখান থেকে উঠে আসা খেলোয়াড়রা সিকিম এবং দেশের জন্য গৌরব বয়ে এনেছে। এই প্রতিভাগুলোকে আরও বিকশিত করার জন্য আমরা ' খেলো ইন্ডিয়া' এবং ' ফিট ইন্ডিয়া'-র মতো মুভমেন্ট চালাচ্ছি। এখানকার রাজ্য ক্রীড়া একাডেমিটিও পুনরুজ্জীবিত করা হয়েছে। সিকিম প্রিমিয়ার লিগের মতো ক্রীড়া প্রতিযোগিতাগুলোকে উৎসাহিত করা হচ্ছে, যাতে আরও বেশি খেলোযাড় খেলার সুযোগ পায় এবং তাদের পারফরম্যান্সের উন্নতি ঘটে। অন্যদিকে সিকিম 'এক ভারত, শ্রেষ্ঠ ভারত'-এর স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিয়েছে, বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। মঙ্গলবার গ্যাংটকের পালজোর স্টেডিয়ামে সিকিমের প্রতিষ্ঠার ৫০ বছর পূর্তি উদযাপন অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বলেন, সিকিম 'এক ভারত, শ্রেষ্ঠ ভারত'-এর স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিয়েছে। এই অনুষ্ঠানে আপনারা সমগ্র হিন্দুস্তানকে আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরেছেন। সত্যিই আপনারা মন জয় করেছেন। শুধু মোদীর নয়, সমগ্র হিন্দুস্তানের মন জয় করেছেন। ভারতের প্রতি ভক্তি, দেশপ্রেম, আসলে এটাই। এর মাধ্যমেই নতুন প্রজন্মের মধ্যে দেশপ্রেমের অনুভূতি জাগ্রত হয়।প্রধানমন্ত্রী বলেন, সিকিমের মানুষের সঙ্গে সাক্ষাৎ আমাকে সর্বদা এক অনন্য শান্তির অনুভূতি দেয়। আপনাদের নম্রতা, আপনাদের সরলতা, আপনাদের মুখের হাসি সত্যিই অসাধারণ। এখানে আসার আগেও আমি সিকিমের অনেক প্রতিভাবান ব্যক্তির সঙ্গে পরিচিত হয়েছি। আমি সিকিমের জ্ঞানদীপ্ত ব্যক্তিত্ব, পদ্ম পুরস্কার বিজয়ী, শিল্পী এবং ফুটবল খেলোয়াড়দের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে আলাপ করেছি। প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, সিকিমের পথচলা মানবিক মূল্যবোধ দ্বারা সংজ্ঞায়িত। এটি এমন এক পথ যেখানে উন্নয়ন ও ঐতিহ্য হাতে হাত ধরে চলে। প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে সিকিমের মানুষ এই যাত্রাকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। বিগত ৫০ বছরে বহু ব্যক্তি সিকিমের অগ্রগতিতে অবদান রেখেছেন এবং তাঁরা সকলেই আমাদের আন্তরিক অভিনন্দনের যোগ্য।অন্যদিকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মঙ্গলবার সিকিমে ৪,০০০ কোটি টাকারও বেশি মূল্যের একাধিক উন্নযনমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন, সূচনা ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন। তিনি গ্যাংটকের পালজোর স্টেডিয়ামে সিকিমের প্রতিষ্ঠার ৫০ বছর পূর্তি উদযাপন অনুষ্ঠানে যোগ দেন। এই অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বলেন, সিকিম হলো প্রাচ্যের স্বর্গ এবং অর্কিডের বাগান। সিকিমের অভূতপূর্ব সৌন্দর্য, শান্তিপূর্ণ পরিবেশ এবং আধ্যাত্মিক আনন্দ লাভ করা সৌভাগ্যের বিষয়।প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমি অর্কিডারিযামে গিয়েছিলাম, যেখানে আমি অনেক সময় কাটিয়েছি। আমি প্রকৃতিপ্রেমী পর্যটকদের বলতে চাই, তাঁরা যদি সিকিমের অর্কিড না

বিজেপিতে যোগ দিলেন স্বাতী মালিওয়াল, বললেন প্রধানমন্ত্রীর কাজে উদ্বুদ্ধ

নয়াদিল্লি, ২৮ এপ্রিল ঃ রাজ্যসভায় আম আদমি পার্টির সাংসদ স্বাতী মালিওয়াল মঙ্গলবার বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন। তিনি উচ্চকক্ষের সেই ৭ জন আম আদমি পার্টির সাংসদের মধ্যে একজন, যাঁরা বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন। তাঁকে স্বাগত জানান দিল্লি বিজেপির সভাপতি বীরেন্দ্র সচদেবা। স্বাতী মালিওয়াল বিজেপিতে যোগ দেওয়ার পর বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ দেশে যে ঐতিহাসিক কাজ করেছেন তাতে আমি মুগ্ধ। তাঁদের থেকে অনুপ্রেরণা নিয়ে আমি আজ বিজেপিতে যোগ দিয়েছি। আমি কোনও বাধ্যবাধকতা থেকে বিজেপিতে যোগ দিইনি। বহু বছর ধরেই বিজেপির কাজের প্রতি আমার গভীর আগ্রহ ছিল।

রাশিফল

মেষঃআজকের দিনটা মেষ রাশির জন্য অনেক নতুন সুযোগ নিয়ে আসতে পারে। আপনি সামাজিক জীবনে বেশ সক্রিয় থাকবেন এবং নতুন পরিচিতি করার ভাল সুযোগ পাবেন। বিবাহের যোগ হতে পারে।
বৃষঃআজকের দিনটা খুবই পজিটিভ আর এনার্জেটিক যাবে। অনেক নতুন আইডিয়া আর প্ল্যান আপনার মাথায় আসবে, যেগুলো আপনি আপনার জীবনে কাজে লাগাতে পারবেন। সন্তান হতে পারে আজ।
মিথুনঃ কিছু পরিবারের কিছু সদস্য তাঁদের ঈর্ষণীয় ব্যবহারের দ্বারা আপনাকে বিরক্ত করতে পারে। কিন্তু আপনার মেজাজ হারানোর প্রয়োজন নেই অন্যথায় পরিস্থিতি হাতের বাইরে চলে যেতে পারে। মনে রাখবেন যা সারানো যায় না তা অবশ্যই সহ্য করে নিতে হয়।
কর্কট রাশি ঃআপনার সন্ধ্যা মিশ্র আবেগ মিশ্রিত হবে যা আপনাকে উত্তেজিত রাখবে। সন্তান হতে পারে
সিংহঃ আজ আপনি আশার জাদু মন্ত্রের কবলে। আপনার যে কোনও দীর্ঘস্থায়ী রোগ আজ আপনাকে বিরক্ত করতে পারে যার কারণে আপনাকে হাসপাতালে গিয়ে প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হতে পারে। গৃহ প্রবেশের পক্ষে শুভ দিন। শুভদিন
কন্যাঃ আপনার ব্যক্তিত্ব আজ একটি সুগন্ধি মত কাজ করবে। শুভদিন
তুলাঃআজ আপনার জন্য খুবই আনন্দের দিন, আজ আপনি নতুন আইডিয়া আর সম্ভাবনার খোঁজে থাকবেন। এটা আপনার জন্য সময়, যখন আপনি আপনার ভাবনা স্পষ্টভাবে প্রকাশ করতে পারবেন।
বৃশ্চিকঃ আপনার আত্মবিশ্বাস এবং শক্তি আজ খুব বেশী হবে। আপনার বাড়ির একজন প্রবীণ আপনার অর্থায়নে আপনাকে সহায়তা করতে পারে বলেই আজ আপনাকে নিজের অর্থ ব্যয় করতে হবে না। শুভদিন
ধনুঃ আপনার নিজের যত্ন নেওয়ার আকাঙ্খায় অন্যদের প্রয়োজন হস্তক্ষেপ করবে- আপনার অনুভূতিগুলিকে আটকে রাখবেন না এবং আরাম করার জন্য আপনি যা করতে চান সেই সবকিছুই করুন।
মকরঃ আপনি পরিস্থিতি সামলানোর ফলে আপনার উদ্বেগের সৃষ্টি হবে। বিবাহের যোগ হবে।
কুম্ভঃঅফিস থেকে তাড়াতাড়ি বেরোতে চেষ্টা করুন এবং এমন কিছু করুন যা আপনি উপভোগ করেন। আর্থিক উন্নতি হতে পারে
মীনঃকিছু মানুষের মনে হতে পারে যে আপনি নতুন কিছু শেখার পক্ষে বেশিই বয়স্ক- কিন্তু একদমই সত্যি নয়-আপনার প্রখর এবং সক্রিয় মনের কারণে আপনি সহজেই নতুন জিনিস শিখতে পারবেন। বেশি খরচ করা এবং সন্দেহজনক আর্থিক পরিকল্পনা এড়িয়ে চলুন। অর্থের বিষয়টি নিয়ে পরিবারের সদস্যদের মধ্যে কোনও বিরোধ হতে পারে।

আবহাওয়া

সপ্তাহ জুড়ে দক্ষিণবঙ্গে হতে পারে ঝড়-বৃষ্টি। ভোটের দিন, বুধবার কলকাতা-সহ কয়েক জেলায় ঝড়ের গতি হতে পারে ঘণ্টায় ৬০ কিলোমিটার। উত্তরবঙ্গের জেলায় জেলায় ভারী বৃষ্টি হতে পারে। আগামী তিন দিন সর্বোচ্চ তাপমাত্রা কমবে। গরমের দাপট কমে ইতিমধ্যেই অবশ্য স্বস্তি কিছুটা ফিরেছে। মঙ্গলবার সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৮.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ২.৩ ডিগ্রি বেশি।আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রের খবর, দক্ষিণবঙ্গের সব জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা বৃষ্টি এবং ঝড়ের সতর্কতা রয়েছে। উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম বর্ধমান, নদিয়ায় হালকা বৃষ্টির পাশাপাশি দমকা হাওয়া বইতে পারে। কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বাকি জেলায় ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার গতিবেগে ঝড় বইতে পারে। বুধবার থেকে দক্ষিণবঙ্গে আরও বাড়বে ঝড়-বৃষ্টি। ওই দিন কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনায় ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি। আবার পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমানেও ওই একই সতর্কতা রয়েছে। আগামী শনিবার পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের সব জেলায় ঝড়-বৃষ্টির সতর্কতা রয়েছে। উত্তরবঙ্গে ঝড়-বৃষ্টি আপাতত চলবে। দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ারে হতে পারে বজ্রবিদ্যু-সহ বৃষ্টি। উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে বিক্ষিপ্ত ভাবে ভারী বৃষ্টি চলবে আগামী শুক্রবার পর্যন্ত।আপেক্ষিক আর্দ্রতা আজ হতে পারে ৯১শতকরা এবং সর্বনিম্ন ৬০ শতকরা হতে পারে। বৃষ্টিপাত হতে পারে না হতে আবহাওয়া সূত্র জানা যায়।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ১১টা ৫০মিনিট এবং রাত ০৯ টা ৪০মিনিটে। **ভাটা**-বেলা ০৩টা ৫০মিনিট এবং রাত ১২টা ৫৪ মিনিট। সূর্যঃউদয় সকাল ৫ টা ১০মনিটে হতে পারেএবং অস্ত যাবে আজ ৬টা ০২মিনিটে হতে পারে।

সোনাগাছিতে ভোটাধিকার হারিয়ে আতঙ্কে দেড়শো যৌনকর্মী, নির্বাচন কমিশনের ভূমিকায় প্রশ্ন উঠছে

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ২৮ এপ্রিল ঃ বহু বছরের লাাইয়ের পর অর্জিত ভোটাধিকার এবার হারানোর আতঙ্কে দিন কাটছে উত্তর কলকাতার সোনাগাছির প্রায় দো৷শো যৌনকর্মী ও তাঁদের পরিবারের। নির্বাচন কমিশনের আশ্বাস সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ যাওয়ায় ক্ষোভ ও উদ্বেগ ছাায়ে পড়েছে এই যৌনপল্লিতে। বুধবার শ্যামপুকুর বিধানসভা কেন্দ্রে ভোট আর এই পরিস্থিতিতে আরও তীব্র হয়ে উঠেছে ভোটাধিকার প্রযাোগ নিয়ে আশঙ্কা। সোনাগাছি, যা দেশের অন্যতম বৃহত্তম যৌনপল্লি হিসেবে পরিচিত, সেখানে সাত হাজারেরও বেশি বাসিঃদা রয়েছেন। তাঁদের মধ্যে প্রায় ২১০০ জন যৌনকর্মীর এনিউমারেশন ফর্ম পূরণ নিয়ে নানা জটিলতা তৈরি হয়। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যে, আতঙ্কে অনেকেই সাময়িকভাবে এলাকা ছো চলে যেতে বাধ্য হন। এই সমস্যার কথা তুলে ধরে যৌনকর্মীদের সংগঠন দুর্বার মহিলা সমন্বয় কমিটি নির্বাচন কমিশনের কাছে লিখিতভাবে আবেদন জানায়। পাশাপাশি যৌনকর্মী ও তাঁদের সন্তানদের নিয়ে কাজ করা আরও কয়েকটি সংগঠনও কমিশনের দ্বারস্থ হয়। এই পরিস্থিতি সামাল দিতে এগিয়ে আসেন মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল। সোনাগাছিতে বিশেষ শিবিরের আয়োজন করে নির্বাচন কমিশন। সেখানে উপস্থিত থেকে মনোজ আগরওয়াল যৌনকর্মীদের আশ্বস্ত করেন যে, যাঁদের নাম কোনও কারণে বাদ পাছে, তাঁদের ক্ষেত্রে কমিশন বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ করে ভোটার তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্ত করবে। তিনি স্পষ্ট করে জানান, বাবা-মায়ের নাম না থাকলেও বৈধ ভোটার হলে স্পেশাল পাওয়ার দিয়ে ভোটার তালিকায় নাম উঠবে। কমিশনের কাছে এই বিশেষ ক্ষমতা রয়েছে। কিন্তু বাস্তব চিত্র সম্পূর্ণ ভিন্ন বলে অভিযোগ উঠছে। দুর্বার

মহিলা সমন্বয় কমিটির সম্পাদক বিশাখা লস্কর জানিয়েছেন, অনেক যৌনকর্মীর নাম অ্যাডজুডিকেশন পর্যায়ে ছিল এবং তাঁদের শুনানির জন্য ডাকা হয়েছিল। প্রয়োজনীয় সমস্ত নথি জমা দেওয়ার পরও তাঁদের নাম তালিকায় ওঠেনি। শুধুমাত্র সোনাগাছিতেই এই সংখ্যা প্রায় দো৷শো। আরও উদ্বেগজনক বিষয় হল, অনেক ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে সন্তানের নাম ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হলেও মায়ের নাম বাদ পড়ে গেছে। বিশাখা লস্করের কথায়, যৌনকর্মীদের ভোটাধিকার সহজে আসেনি, এর পেছনে রয়েছে দীর্ঘ সংগ্রাম। সেই অধিকার এইভাবে খর্ব হওয়ায় হতাশা ও ক্ষোভ তৈরি হয়েছে। যৌনকর্মীদের একাংশ সরাসরি প্রশ্ন তুলেছেন, যদি নির্বাচন কমিশনের হাতে বিশেষ ক্ষমতা থাকেই, তবে কেন শুনানির পরও তাঁদের নাম অন্তর্ভুক্ত করা হল না। ভোটাধিকার হারানো যৌনকর্মীদের অনেকেই জানিয়েছেন, এই প্রথমবার তাঁরা ভোট দিতে পারছেন না এবং ভবিষ্যতে আদৌ সেই অধিকার ফিরে পাবেন কি না, তা নিয়েও অনিশ্চয়তায় ভুগছেন। এই পরিস্থিতিতে তাঁদের পরিবারগুলিও চরম দুশ্চিন্তায় রয়েছে। শুধু সোনাগাছি নয়, কলকাতার অন্যান্য যৌনপল্লিতেও একই সমস্যা দেখা দিয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। কালীঘাটে দুই তরুণের নাম বাদ যাওয়ার ঘটনা সামনে এসেছে, যাঁরা যৌনকর্মীর সন্তান। খিদিরপুরেও একাধিক ক্ষেত্রে নাম না ওঠার অভিযোগ রয়েছে। যৌনকর্মী ও তাঁদের সন্তানদের নিয়ে কাজ করা ' পদাতিক' সংগঠনের অ্যাডভোকেসি বিভাগের মহাশ্বেতা মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন, নির্বাচন কমিশনের আশ্বাস সত্ত্বেও এই পরিস্থিতি অত্যন্ত হতাশাজনক। তিনি বলেন, ভোট দিতে না পারলেও ভবিষ্যতে যাতে এই মানুষগুলি তাঁদের গণতান্ত্রিক অধিকার ফিরে পান, সে বিষয়ে উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন। ইতিমধ্যেই জেলা লিগ্যাল সার্ভিস অথরিটির সঙ্গে আলোচনা শুরু হয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি। সব মিলিয়ে, সোনাগাছির এই ঘটনা শুধুমাত্র প্রশাসনিক ত্রুটি নয়, বরং প্রান্তিক মানুষের অধিকার রক্ষার প্রশ্নেও ব। ধরনের উদ্বেগ তৈরি করেছে। ভোটের মুখে এই পরিস্থিতি নির্বাচন প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা ও অন্তর্ভুক্তি নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন তুলে দিল।

উসকানিমূলক মন্তব্যের অভিযোগে অমিত শাহের বিরুদ্ধে কলকাতা হাই কোর্টে মামলা, ৩০শে শুনানি

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ২৮ এপ্রিল ঃ নির্বাচনী আবহে রাজনৈতিক উত্তাপ যখন ক্রমশ চড়ছে, তখনই কেঃদ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের বিরুদ্ধে উসকানিমূলক মন্তব্য করার অভিযোগে কলকাতা হাই কোর্টে মামলা দায়ের হল। অভিযোগ উঠেছে, একটি বিশেষ ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মানুষের উদ্দেশে তাঁর মন্তব্য শুধুমাত্র উত্তেজনা ছড়াতে পারে তাই নয়, তা নির্বাচনী আদর্শ আচরণবিধিরও স্পষ্ট লঙ্ঘন। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে নতুন করে বিতর্ক তৈরি হয়েছে রাজ্যের রাজনৈতিক মহলে। মামলাকারী আইনজীবী শুভাশিস দাশগুপ্ত জানিয়েছেন, অমিত শাহ তাঁর সাম্প্রতিক নির্বাচনী ভাষণে এমন কিছু মন্তব্য করেছেন, যা একটি নির্দিষ্ট ধর্মীয় গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে উসকানিমূলক বলে মনে হয়েছে। তাঁর দাবি, এই ধরনের বক্তব্য গণতান্ত্রিক পরিবেশের পক্ষে ক্ষতিকর এবং নির্বাচনী বিধি লঙ্ঘনের সামিল। প্রথমে তিনি সংশ্লিষ্ট থানায় এফআইআর দায়ের করার চেষ্টা করেন। কিন্তু অভিযোগ অনুযায়ী, পুলিশের পক্ষ থেকে কোনওরকম সহযোগিতা পাওয়া যায়নি। ফলে বাধ্য হয়েই তিনি আদালতের দ্বারস্থ হন। মঙ্গলবার কলকাতা হাই কোর্টের বিচারপতি কৃষ্ণা রাওয়ের বেঞ্চে এই মামলার দ্রুত শুনানির আবেদন জানানো হয়। বিচারপতি মামলাটি গ্রহণের অনুমতি দেন এবং শোনা যাচ্ছে, আগামী ৩০ এপ্রিল এই মামলার শুনানি হতে পারে। আদালতের এই পদক্ষেপের ফলে বিষয়টি আইনি প্রক্রিয়ার আওতায় আসায় রাজনৈতিক মহলে তাৎপর্যপূর্ণ প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়েছে। বর্তমানে রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের আবহে অমিত শাহ একাধিক সভা ও প্রচার কর্মসূচিতে অংশ নিচ্ছেন। গত

কয়েকদিন ধরে তিনি বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে গিয়ে প্রচার চালিয়েছেন। সেইসব সভা থেকেই তাঁর কিছু বক্তব্য নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। অভিযোগকারীর দাবি, তাঁর বক্তব্যে এমন কিছু শব্দচয়ন ছিল যা নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ উসকে দিতে পারে এবং তা নির্বাচনী আচরণবিধির পরিপন্থী। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, এর আগেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বঃেদ্যাপাধ্যায় প্রকাশ্যে অভিযোগ তুলেছিলেন যে, অমিত শাহ তাঁর নির্বাচনী প্রচারে বারবার উসকানিমূলক মন্তব্য করছেন। তিনি বিশেষভাবে উল্লেখ করেছিলেন, কিছু সভায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তৃণমূল কর্মীদের উদ্দেশে ' করে ঝুলিয়ে সোজা করার' মতো মন্তব্য করেছেন, যা অত্যন্ত আপত্তিকর। মুখ্যমন্ত্রী এই ধরনের মন্তব্যের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ নেওয়ার নির্দেশও দেন। তাঁর বক্তব্য ছিল, এই ধরনের মন্তব্য শুধু অনৈতিক নয়, আইনত দণ্ডনীয় অপরাধও হতে পারে। সেই প্রেক্ষিতেই এই মামলা দায়ের হয়েছে বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা। অভিযোগকারী আইনজীবীর পদক্ষেপকে অনেকেই সেই রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়ারই অংশ হিসেবে দেখছেন। তবে আদালত কী রায় দেয়, তা এখন দেখার বিষয়। নির্বাচনের আবহে এই মামলা যে নতুন করে রাজনৈতিক বিতর্ককে উসকে দেবে, তা বলাই বাহুল্য। সব মিলিয়ে, এই ঘটনা আবারও প্রশ্ন তুলছে নির্বাচনী প্রচারে ভাষার সীমা ও দায়বদ্ধতা নিয়ে। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় মতপ্রকাশের স্বাধীনতা থাকলেও তা যেন কোনওভাবেই বিদ্বেষ বা বিভাজনের কারণ না হয়, সেই ভারসাম্য রক্ষা করা যে কতটা জরুরি, এই ঘটনা তারই এক প্রাসঙ্গিক উদাহরণ হয়ে উঠেছে।

হাওড়া জেলার ১৬টি বিধানসভা কেন্দ্রে কড়া নিরাপত্তায় আজ ভোট

নিজস্ব সংবাদদাতা,হাওড়া, ২৮ এপ্রিল ঃ হাওড়া জেলার ১৬টি বিধানসভা কেন্দ্রে কড়া নিরাপত্তায় আজ ভোট, নেওয়া হয়েছে চূড়ান্ত প্রস্তুতি। জানালেন জেলাশাসক। আজ বুধবার ২৯ এপ্রিল দ্বিতীয় ও শেষ দফার নির্বাচনকে সামনে রেখে মঙ্গলবার হাওড়া জেলাতেও বিভিন্ন ডিসি-আরসি কেন্দ্রে চূড়ান্ত ব্যস্ততা লক্ষ্য করা যায়। এদিন সকাল থেকেই সেখানে ভোট কর্মীদের ভীড় ছিল। নির্ধারিত প্রক্রিয়া মেনেই ইভিএম, ভিভিপ্যাট সহ প্রয়োজনীয় কিট সংগ্রহ করেন তাঁরা। প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সব ধরনের প্রস্তুতি প্রায় সম্পূর্ণ। নিরাপত্তা ব্যবস্থাও জোরদার করা হয়েছে ভোট কেন্দ্রগুলিতে। কিট সংগ্রহের পর পর্যায়ক্রমে ভোটকর্মীরা নিজ নিজ বুথের উদ্দেশ্যে এদিন রওনা হন। ভোটগ্রহণ শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করতে প্রশাসন ও নির্বাচন দপ্তর সর্বাত্মক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে বলে জেলাশাসক জানান। প্রসঙ্গতঃ মঙ্গলবার সকাল থেকেই হাওড়ার বিভিন্ন ডিসি-আরসি কেন্দ্রে ইভিএম ও ভিভিপ্যাট মেশিন নিয়ে নির্বাচন কমিশনের সদস্য ও কর্মীরা বিভিন্ন নির্বাচনী কেন্দ্রের উদ্দেশ্যে রওনা দেন। তার আগে নির্বাচনের সমস্ত জিনিস মিলিয়ে দেখেন ভোট কর্মীরা। সঙ্গে পুলিশ এবং সেন্ট্রাল ফোর্স নিয়ে ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের উদ্দেশ্যে রওনা দেন ভোট কর্মীরা। উল্লেখ্য, পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন ২০২৬ এর নির্ঘণ্ট অনুযায়ী, ২৯শে এপ্রিল হাওড়া জেলার মোট ১৬টি বিধানসভা কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। জেলা প্রশাসন ও জেলা নির্বাচনী আধিকারিকের পক্ষ থেকে অবাধ ও শান্তিপূর্ণ ভোটদানের লক্ষ্যে সমস্ত প্রস্তুতি সম্পন্ন করা হয়েছে।

যাদবপুরে আইসিসি ভোটে লাল ঝড়, শূন্য হাতে এবিভিপি-বিতর্কের জবাব ব্যালটেই

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ২৮ এপ্রিল ঃ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র রাজনীতিতে ফের একবার স্পষ্ট বার্তা দিলেন পড়ুয়ারা। অভ্যন্তরীণ অভিযোগ কমিটি (আইসিসি) নির্বাচনের ফল প্রকাশের পর দেখা গেল, বিজেপির ছাত্র সংগঠন এবিভিপি সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়েছে আসন জিততে। অন্যদিকে বামপন্থী ছাত্র সংগঠনগুলির প্রভাব আরও সুসংহত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে লাল আবির উড়িয়ে জয়ের উল্লাসে মেতে ওঠেন ছাত্রছাত্রীরা, যা অনেকের মতে সাম্প্রতিক রাজনৈতিক বিতর্কেরও প্রত্যুত্তর। গত ৮ এবং ২১ এপ্রিল, দুই দফায় অনুষ্ঠিত হয় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদ নির্বাচন। এই নির্বাচনে বিভিন্ন বিভাগে ভিন্ন ভিন্ন ছাত্র সংগঠনের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা লক্ষ্য করা যায়। বিজ্ঞান বিভাগের স্নাতক ও স্নাতকোত্তর স্তরে জয় ছিনিয়ে নেয় ' দ্য ইন্ডিপেন্ডেঃট' (ডব্লিউটিআই)। কলা বিভাগে দুটি গুরুত্বপূর্ণ আসনে জয়ী হন এসএফআই প্রার্থীরা, যা বাম ছাত্র রাজনীতির শক্ত ঘাঁটি হিসেবে যাদবপুরের ঐতিহ্যকেই আবারও নিশ্চিত করলো। ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি বিভাগেও চমকপ্রদ ফলাফল করে গণতান্ত্রিক শিক্ষার্থী ফ্রঃট। স্নাতক স্তরে মেহুলি সরকার এবং স্নাতকোত্তর স্তরে খুরশিদা

বানো জয়ী হন, যা এই সংগঠনের ক্রমবর্ধমান প্রভাবের ইঙ্গিত দেয়। অন্যদিকে, তৃণমূল ছাত্র পরিষদও কিছুটা জমি শক্ত করতে সক্ষম হয়েছে। বিশেষ করে স্নাতকোত্তর কলা বিভাগে দ্বিতীয় স্থান অর্জন তাদের সংগঠনের পক্ষে ইতিবাচক দিক হিসেবে দেখা হচ্ছে।

এই ফলাফলকে ঘিরে রাজনৈতিক তাৎপর্যও কম নয়। সম্প্রতি রাজ্যে নির্বাচনী প্রচারে এসে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে কড়া মন্তব্য করেছিলেন। তাঁর অভিযোগ ছিল, এই প্রতিষ্ঠানে দেশবিরোধী স্লোগান দেওয়া হয় এবং পড়াশোনার পরিবেশ নষ্ট হয়ে গিয়েছে। তাঁর এই মন্তব্যের পরই বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষও তীব্র ভাষায় সমালোচনা করে যাদবপুরকে ' ফ্যাক্টরি' বলে অভিহিত করেন। এই মন্তব্যগুলি ঘিরে তীব্র প্রতিক্রিয়া তৈরি হয় ছাত্র মহলে। আইসিসি নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশের পর অনেকেই মনে করছেন, ব্যালট বাক্সের মাধ্যমেই সেই মন্তব্যের জবাব দিয়েছে যাদবপুরের পড়ুয়ারা। এবিভিপির সম্পূর্ণ ব্যর্থতা এবং বাম ও স্বাধীন ছাত্র সংগঠনগুলির সাফল্য এই বার্তাকেই আরও জোরালো করেছে বলে মত রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের একাংশের। উল্লেখযোগ্যভাবে, এই নির্বাচন শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করাও ছিল বড় চ্যালেঞ্জ। কারণ, গত ফেব্রুয়ারিতে একই আইসিসি নির্বাচনকে কেন্দ্র করে উত্তাল হয়ে উঠেছিল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়। ছাত্রদের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে গিয়ে আক্রান্ত হন দুই অধ্যাপক। সেই ঘটনার পর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তদন্ত কমিটি গঠন করে এবং অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থাও গ্রহণ করে। সেই উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতির পর এপ্রিলে অনুষ্ঠিত নির্বাচন নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হওয়াটা প্রশাসনের জন্য বড় সাফল্য হিসেবেই দেখা হচ্ছে। আর তারই মধ্যে এই ফলাফল ছাত্র রাজনীতির নতুন সমীকরণ সামনে আনল। সব মিলিয়ে, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের আইসিসি নির্বাচন শুধু ছাত্র সংসদের ক্ষমতার পালাবদল নয়, বরং বৃহত্তর রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটেও একটি গুরুত্বপূর্ণ বার্তা বহন করছে।

'দাবাং' মেজাজ ঘিরে বিতর্ক, অজয় পাল শর্মার বিরুদ্ধে মামলা খারিজ কলকাতা হাই কোর্টে

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ২৮ এপ্রিল ঃ নির্বাচনী দায়িত্বে থাকা পুলিশ পর্যবেক্ষক অজয় পাল শর্মাকে ঘিরে বিতর্কের মধ্যেই তাঁর বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া মামলা খারিজ করে দিল কলকাতা হাই কোর্ট। আদালত স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, ভোট চলাকালীন দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকদের কাজে আপাতত কোনও হস্তক্ষেপ করা হবে না এবং অন্তত ২৯ এপ্রিল পর্যন্ত এই অবস্থান বহাল থাকবে। দক্ষিণ ২৪ পরগনায় আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি সামাল দিতে নিযুক্ত এই পুলিশ আধিকারিক, যিনি উত্তরপ্রদেশে 'এনকাউন্টার স্পেশালিস্ট' হিসেবে পরিচিত, সম্প্রতি এক ভাইরাল ভিডিওর জেরে বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে চলে আসেন। অভিযোগ, তিনি ফলতা এলাকার তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী জাহাঙ্গির খানের পরিবারের উদ্দেশে কড়া ভাষায় হুঁশিয়ারি দেন। সেই ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়তেই প্রশ্ন ওঠে তাঁর আচরণ নিয়ে। এই ঘটনার প্রেক্ষিতে মঙ্গলবার কলকাতা হাই কোর্টে মামলা দায়ের করা হয়। বিচারপতি কৃষ্ণা রাওয়ের বেঞ্চে মামলাকারীর আইনজীবী দাবি

করেন, অজয় পাল শর্মা অযথা ভোটার ও প্রার্থীকে হুমকি দিচ্ছেন এবং তাঁকে অবিলম্বে নিয়ন্ত্রণে আনা প্রয়োজন। তবে মামলার প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ না হওয়ায় তা আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণ করা হয়নি। তবুও বিষয়টি মৌখিকভাবে শোনার পর আদালত জানায়, নির্বাচনী প্রক্রিয়ার মধ্যে থাকা আধিকারিকদের কাজে এই মুহূর্তে হস্তক্ষেপ করা সমীচীন নয়। ভাইরাল হওয়া ভিডিওতে দেখা যায়, কেন্দ্রীয় বাহিনীকে সঙ্গে নিয়ে প্রার্থীর বাড়ির সামনে গিয়ে অজয় পাল শর্মা সরাসরি পরিবারের সদস্যদের সতর্ক করছেন। তাঁর বক্তব্যে স্পষ্ট বার্তা ছিল,' কান খুলে শুনে রাখুন, কোনও ঝামেলা করলে এমন চিকিৎসা করব না এখানে জাহাঙ্গিরের পরিবারের লোকজন আছে। তাদের বলছি, ওর লোকজন নাকি হুমকি দিয়ে বেড়াচ্ছে শুনছি। ওকে বলে দেবেন এসব করলে আমি কিন্তু সব খবর নেব। পরে এমন করব তখন কেঁদেকেটেও লাভ হবে না। এই ভাষা ও ভঙ্গিমাকেই অনেকেই ' মনোভাব হিসেবে দেখছেন। ঘটনাটি ঘিরে রাজনৈতিক মহলেও প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়েছে। যদিও আদালতের এই অবস্থান আপাতত বিতর্কে ইতি টানল, তবুও নির্বাচনের আবহে প্রশাসনের ভূমিকা ও ভাষা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে।

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নং ঃ এমসি-৫৪-এমসিসি-আরপিএইচ-এজেড-২৫, তারিখ ২৭.০৪.২০২৬। সিনিয়র ডিভিসনাল মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (কো.), পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭১১১০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন ঃ **কাজের নাম ঃ** ৩ বছরের সময়কালের জন্য রামপুরহাট ও আজিমগঞ্জ কোচিং ডিপো এবং প্ল্যাটফর্মে আরটি মেইল/এক্সপ্রেস ও প্যাসেঞ্জার ট্রেনের ড্রাই সুইপিং এবং টয়লেট পরিষ্কার করার কাজ। **টেন্ডার মূল্যমান ঃ** ১,৮৯,৮৪,৯৫৪.৫১ টাকা। **বায়নামূল্য জমাঃ** ২,৪৪,৯০০ টাকা। **চুক্তির মেয়াদঃ** কাজ শুরুর তারিখ থেকে ৩৬ মাস। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** ৫,০০০ টাকা। **অনলাইনে টেন্ডার জমার জন্য ওয়েবসাইটের বিবরণঃ** www.ireps.gov.in। **বিড বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ১৮.০৫.২০২৬ তারিখে বেলা ২টা পর্যন্ত। **প্রি বিড মিটিং-এর তারিখ ও সময় ঃ** ৩০.০৪.২০২৬ তারিখে বেলা ১২টা। **প্রি-বিড মিটিং-এর স্থানঃ** ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার-এর অফিস, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া-তে সিনিয়ার ডিভিসনাল মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (কো.)-এর অফিস।

(HWH-36/2026-27)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway

easternrailwayheadquarter

ভোটের আগের দিন কাশীপুর-বেলগাছিয়ায় বিজেপি নেতা গ্রেপ্তার, হুমকির অভিযোগে চাঞ্চল্য

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ২৮ এপ্রিল ঃ বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে কাশীপুর-বেলগাছিয়া কেন্দ্র থেকে গ্রেপ্তার হলেন বিজেপির এক নেতা। ধৃতের নাম সন্দীপ ভৌমিক, যিনি পাপাই নামেও পরিচিত। অভিযোগ, তিনি INTTUC-এর এক নেতাকে হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে হুমকি দিয়েছিলেন। মঙ্গলবার সকালে সিঁথি থানার পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, সিঁথি থানার অন্তর্গত ২ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা স্বপন হালদার নামে এক তৃণমূল-ঘনিষ্ঠ নেতাকে উদ্দেশ করে ওই হুমকি বার্তা পাঠানো হয়। হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজে লেখা ছিল, ৫ মে হয় তোর ডেডবডি যাবে, নয় আমার। মেসেজ আর নম্বরটা সেভ করে রাখিস। আমার নাম পাপাই। এই হুমকির স্ক্রিনশট সহ সংশ্লিষ্ট নম্বরের তথ্য সংগ্রহ করে কলকাতা পুলিশ কমিশনার ও নির্বাচন কমিশনের কাছে অভিযোগ জানান স্বপন হালদার। অভিযোগের ভিত্তিতে দ্রুত তদন্তে নামে পুলিশ। প্রাথমিক তথ্যপ্রমাণ খতিয়ে দেখে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়। পুলিশ জানিয়েছে, ভোটের আগে ভীতির পরিবেশ তৈরি করা এবং নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে হুমকি দেওয়ার অভিযোগেই এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। ঘটনাটি নির্বাচনী আবহে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন তুলেছে। এদিকে, দ্বিতীয় দফার ভোটের আগে রাজ্যজুড়ে ধরপাকড়ও জোরদার করেছে প্রশাসন। কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার রাতেই ৮০৯ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তার আগের দিন রবিবার দুপুর থেকে সোমবার সকাল পর্যন্ত আরও ১০৯৫ জনকে আটক করা হয়েছিল, যাঁদের সম্ভাব্য অশান্তিকারী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। তবে এই গ্রেপ্তারি নিয়েও বিতর্ক দানা বাঁধছে। অভিযোগ উঠেছে, হাইকোর্টের নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও ' তালিকার অন্তর্ভুক্ত প্রায় ৩৫০ জনের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। এই বিষয়ে আদালতের প্রধান বিচারপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করে একটি মামলা দায়ের হয়েছে। কলকাতা হাই কোর্টের প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল ওই মামলার অনুমতি দিয়েছেন এবং দ্রুত শুনানির আবেদনও জানানো হয়েছে। সব মিলিয়ে ভোটের আগের দিন এই গ্রেপ্তার ও বিতর্ক রাজ্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে আরও উত্তপ্ত করে তুলেছে।

ফর্ম নং

১৪ বিধি ৩৩(২) দেখুন নিবন্ধিত ডাকযোগে দস্তি পরোয়ানার মাধ্যমে অন্যথায়, বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে।

কার্যালয়

উসুলকারী আধিকারিক - I/II

ঋণ উসুল ট্রাইব্যুনাল

কলকাতা (DRT 3)

৮ম তলা, জীবন সুধা ভবন,৪২সি, জওহরলাল নেহরু রোড, কলকাতা-৭০০ ০৭১

দাবি নোটিশ

ঋণ পুনরুদ্ধার ও দেউলিয়াত্ব আইন, ১৯৯৩-এর ২৫ থেকে ২৮ ধারা এবং আয়কর আইন, ১৯৬১-এর দ্বিতীয় তফসিলের ২ নং বিধির অধীন নোটিশ।

RC/৫৭৪/২০২৪

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

বনাম

প্রদীপ কুমার সোঁথালিয়া এবং এএনআর

প্রতি

(সিডি ১) প্রদীপ কুমার সোঁথালিয়া

এস / ও- প্রয়াত মাঙ্গীলাল সোনথালিয়া, মেসার্স এপি ইন্ডাস্ট্রিজের একক মালিক, ১৭৬, আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসু রোড, কলকাতা- ৭০০০১৪। এছাড়াও এখানেঃ ফ্যাক্টরি AT- D-14, কল্যাণী ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট, কল্যাণী, জেলা-নদিয়া।

(সিডি ২) জগন্নাথ দাগা,

পিতা- শ্রী দামোদর দাস ডাগা, ১১০, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা- ৭০০০২৯। এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, 'ঋণ পুনরুদ্ধার ট্রাইব্যুনাল, কলকাতা' (DRT-3)-এর **প্রিসাইডিং অফিসার** কর্তৃক **TA/330/2015** মামলায় প্রদত্ত আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে জারি করা 'উদ্ধার সনদ' (Recovery Certificate) অনুযায়ী- আপনার বিরুদ্ধে **১৩,৬৮,১৩০.৬৬ টাকা (তেরো লক্ষ আটষট্টি হাজার একশো ত্রিশ টাকা ও ছেষট্টি পয়সা মাত্র)**, সেই সাথে ১০.০৩.২০০৮ তারিখ থেকে পাওনা আদায় না হওয়া পর্যন্ত বার্ষিক ১৩.২৫ সরল সুদের হারে মামলা চলাকালীন ও ভবিষ্যতের সুদ এবং ১৬,০০০ টাকা (ষোল হাজার টাকা মাত্র) মামলার খরচ বাবদ পাওনা হয়েছে (যৌথভাবে ও পৃথকভাবে সম্পূর্ণভাবে সীমিতভাবে)।

২. এতদ্বারা আপনাকে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে যে, এই নোটিশ প্রাপ্তির ১৫ দিনের মধ্যে আপনি উল্লিখিত অর্থ পরিশোধ করবেন অন্যথায়, 'ব্যাঙ্ক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান ঋণ আদায় আইন, ১৯৯৩' এবং তদধীনে প্রণীত বিধিমালার বিধান অনুযায়ী উক্ত অর্থ আদায় করা হবে। ৩. এতদ্দ্বারা আপনাকে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে যে, পরবর্তী শুনানির তারিখের দিন বা তার পূর্বে একটি হলফনামার মাধ্যমে আপনার সম্পত্তির বিবরণ ঘোষণা করবেন। ৪. এতদ্দ্বারা আপনাকে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে যে, পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের উদ্দেশ্যে আগামী **০৮.০৫.২০২৬ তারিখে সকাল ১১.৩০ ঘটিকায়** নিম্নস্বাক্ষরকারীর সম্মুখে উপস্থিত হবেন। ৫. উল্লিখিত অর্থের অতিরিক্ত হিসেবে, আপনি নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ পরিশোধ করতেও দায়বদ্ধ থাকবেনঃ **(ক)** এই সার্টিফিকেটজারিকার্য সংক্রান্ত নোটিশ জারির অব্যবহিত পরবর্তী সময়কাল হতে প্রদেয় সমুদয় সুদ। **(খ)** এই নোটিশ ও পরোয়ানা জারি এবং অন্যান্য আইনি প্রক্রিয়া সম্পাদন বাবদ, এবং প্রাপ্য অর্থ আদায়ের লক্ষ্যে গৃহীত অন্যান্য যাবতীয় কার্যক্রম বাবদ সংঘটিত সকল খরচ, মাশুল ও ব্যয়ভার।আমার স্বহস্তে এবং ট্রাইব্যুনালের সীলমোহরযুক্ত হয়ে অদ্য **৩০.০১.২০২৬** তারিখে প্রদত্ত হলো।

স্বাক্ষরিত/-

পুনরুদ্ধার আধিকারিক

ভারত সরকার

কলকাতা ঋণ পুনরুদ্ধার ট্রাইব্যুনাল-৩

ভোটের আবহে ' সন্দেশ', শিবপুরে প্রতীক আঁকা মিষ্টিতে সৌহার্দ্যের বার্তা

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ২৮ এপ্রিল ঃ ভোট মানেই উত্তাপ, তর্ক-বিতর্ক, রাজনৈতিক মেরুকরণ-এই পরিচিত ছবির মাঝেই এক অন্য চিত্র দেখা গেল হাওড়ার শিবপুরের ব্যাতাইতলা এলাকায়। এখানে একটি প্রখ্যাত মিষ্টির দোকানে তৈরি হচ্ছে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতীক চিহ্ন আঁকা সন্দেশ, যা এখন এলাকাবাসীর কাছে আলাদা আকর্ষণ হয়ে উঠেছে। ঘাসফুল, পদ্ম, কাস্তে-হাতুড়ি-তারা কিংবা হাত-সব প্রতীকই ধরা পড়ছে ক্ষীরের সন্দেশের উপর, আর মুখে দিলেই মিলছে মিষ্টি স্বাদে ভরা এক টুকরো সৌহার্দ্য। বিধানসভা নির্বাচনের আগে প্রতি বছরের মতো এবারও এই অভিনব উদ্যোগ নিয়েছেন স্থানীয় মিষ্টি ব্যবসায়ী সৈকত পাল। তাঁর কথায়,২০১১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে থেকে আমরা বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতীক চিহ্ন দিয়ে মিষ্টি বানাচ্ছি। এই রাজনৈতিক দলের প্রতীক চিহ্ন আঁকা মিষ্টির চাহিদা খুব। সাধারণ মানুষ এই ধরনের মিষ্টি খুব পছন্দ করছেন ও তাঁরা এই মিষ্টি কিনে নিয়ে যাচ্ছেন। চারটে দলের প্রতীক চিহ্নের মিষ্টির চাহিদাই রয়েছে। ১৫ দিন আগে থেকেই এই মিষ্টি তৈরি করার কাজ শুরু হয়েছে। এই বিশেষ সন্দেশগুলির দাম রাখা হয়েছে প্রতি পিস ১০০ টাকা। তৃণমূল কংগ্রেস, বিজেপি, সিপিএম ও কংগ্রেস-এই চারটি প্রধান রাজনৈতিক দলের প্রতীক নিয়েই তৈরি হচ্ছে মিষ্টি। দোকান সূত্রে জানা গিয়েছে, চার দলের প্রতীক আঁকা সন্দেশেরই সমান চাহিদা রয়েছে। শুধু রাজনৈতিক কর্মী-সমর্থকরাই নন, সাধারণ ক্রেতারাও আগ্রহ নিয়ে কিনছেন এই মিষ্টি। এই ' সঃেদশ'-এর ব্যবহারও বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। অনেক সময় দেখা যাচ্ছে, বিভিন্ন দলের কর্মীরা তাঁদের প্রিয় নেতাদের খুশি করতে এই মিষ্টি উপহার দিচ্ছেন। আবার একই পরিবারের মধ্যে ভিন্ন রাজনৈতিক মতাদর্শের সদস্যরা ভোটের আগে উত্তাপ কমাতে একে অপরকে এই প্রতীক আঁকা মিষ্টি দিচ্ছেন। ফলে একদিকে যেমন প্রচারের অভিনব কৌশল হিসেবে এটি ব্যবহৃত হচ্ছে, তেমনি অন্যদিকে সামাজিক সৌহার্দ্যের বার্তাও বহন করছে। সৈকত পালের দাবি, শুধু সাধারণ মানুষ নয়, রাজনৈতিক নেতারাও তাঁর দোকান থেকে এই মিষ্টি কিনছেন। এবারের নির্বাচনে হাওড়া সদর কেন্দ্রের একাধিক প্রার্থী নিজ নিজ দলের প্রতীক আঁকা সন্দেশ কিনে নিয়ে গিয়েছেন বলেও জানিয়েছেন তিনি। ব্যাতাইতলার পাশাপাশি হাওড়া ময়দান ও পোদরায় থাকা তাঁর দোকানের অন্যান্য শাখাতেও সমানভাবে বিক্রি হচ্ছে এই মিষ্টি। বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে যেখানে বিভাজনের ছবি প্রায়ই সামনে আসে, সেখানে এই ধরনের উদ্যোগ এক ভিন্ন বার্তা দিচ্ছে।

কেন্দ্রীয় বাহিনীর কঠোর নিরাপত্তার ঘেরাটোপে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে চলেছে দঃ ২৪ পরগনায়

নিজস্ব সংবাদদাতা,জয়নগর, ২৮ এপ্রিল ঃ বুধবার শেষ দফার বিধানসভার নির্বাচনে নিরাপত্তার ঘেরাটোপে মুড়ে ফেললো নির্বাচন কমিশন।এবারে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলাতে থাকছে বিপুল বাহিনী। এছাড়াও থাকছে পর্যাপ্ত পুলিশ ফোর্স। ইতিমধ্যেই বাহিনী এলাকায় নজরদারি চালাছে। জেলার বিভিন্ন প্রান্তে ইতিমধ্যেই কেন্দ্রীয় বাহিনী পৌঁছে গিয়ে ফ্ল্যাগ মার্চ করেছে। সাধারণ মানুষের মধ্যে নিরাপত্তার বার্তা পৌঁছে দিতেই এই পদক্ষেপ বলে জানিয়েছে প্রশাসন। কমিশনের তরফে স্পষ্ট জানানো হয়েছে, ভোটের দিন যাতে কোনওরকম অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে, সেদিকে সর্বোচ্চ নজর রাখা হচ্ছে। সুন্দরবন পুলিশ জেলাতে ১১৩ কোম্পানি

ও ২১১৪ জন পুলিশ, ডায়মন্ড হারবার পুলিশ জেলাতে ১৩৪ কোম্পানী কেন্দ্রীয় বাহিনী ও ২৫৪৪ জন পুলিশ, বারুইপুর পুলিশ জেলায় রয়েছে ১৬১ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী, মোতায়েন থাকছে ২৯৯৫ জন পুলিশ। কমিশনের পরিকল্পনা অনুযায়ী, প্রতি বুথে কম পক্ষে হাফ সেকশন কেন্দ্রীয় বাহিনী রাখা হবে। তিনটি বুথে একটি পূর্ণ সেকশন, পাঁচটি বুথে দুই সেকশন, সাতটি বুথে তিন সেকশন এবং বুথের সংখ্যা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই অনুপাতে বাহিনীর সংখ্যাও বা৷ডানো হবে। অর্থাৎ, ১১টি বুথে চার সেকশন এবং ১৫টি বুথে পাঁচ সেকশন কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন থাকছে। সব মিলিয়ে ভোটারদের ভোট দান যাতে সুষ্ঠু ভাবে হয় সে দিকেই নজরদারি কমিশনের।

ভোট গ্রহনের আগে চূড়ান্ত ব্যস্ততা ডি সি আর সিতে

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,জয়নগর, ২৮ এপ্রিল ঃ বুধবার দ্বিতীয় তথা শেষ দফার নির্বাচন।আর তার আগে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ৩১ টি বিধানসভায় ভোট গ্রহণকে ঘিরে বাড়ল চূড়ান্ত প্রস্তুতি। এই জেলায় মোট ৩০ টি ডিসিআরসি সেন্টটার প্রস্তুত করা হয়েছে। মঙ্গলবার সেখান থেকে ভোট কর্মীরা ইভিএম, ভিভিপ্যাড সহ কাগজপত্র নিয়ে রওনা দিলো নিজ নিজ ভোট গ্রহন কেন্দ্রে। এই জেলায় ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের সংখ্যা ৯৩০৮। আগে এই সংখ্যা ছিল ৮৮৫৯। জেলার মোট ভোটার ৭৬০,১৫১৮ জন। পুরুষ ভোটার রয়েছে ৩৯,৬২,৮৯৩ জন, মহিলা ভোটার রয়েছে ৩৭,৯৯,১২৮জন। তৃতীয়য লিঙ্গের ২৭৭ জন ভোট দেবেন এবার। বিপুল সংখ্যক ভোটার ভোট দেবেন এবার।এবার ১২০০ ভোটার ধরে ভোটগ্রহণ কেন্দ্র কিছু বাড়ানো হয়েছে। জানা গিয়েছে ক্যানিং পূর্বে ৪৩, ভাঙড়ে ৪৫, ক্যানিং পশ্চিমে ৪২, বাসন্তীতে ৪৩টি ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের সংখ্যা বেড়েছে। শহরাঞ্চলে ১০০ টির মত অস্থায়ী. ভোটগ্রহণ কেঃদ্র হয়েছে। সেগুলিতেও নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে। এবার মহিলা পরিচালিত বুথ থাকছে ২৩২৩ টি, ২০ টি ভোটগ্রহণ কেঃদ্র চালাবেন বিশেষভাবে সক্ষম ভোট কর্মীরা। জেলায় মডেল ভোট গ্রহণ কেন্দ্র হচ্ছে ৩১টি। মোট ৫৯ হাজার পোলিং পার্সোনালকে নির্বাচনের জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়ে ছিলো। এছাড়াও কর্মী সংকটের জন্য মোট দক্ষিণ ২৪ পরগনায় সবচেয়ে বেশি ৬ হাজার ৬২০ জন কর্মী নিয়োগ করা হয়েছে। যারা প্রথম দফায়. ভোটে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। আর সব মিলিয়ে ভোটের প্রস্তুতি শেষ। এবার শুধু ভোট দেবার পালা ভোটারদের।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
৩১ বর্ষ, দৈনিক ১৪৮ সংখ্যা, বুধবার, ১৫ বৈশাখ, ১৪৩৩

সারদাসুন্দরী দেবী

মহর্ষি বাড়ির গৃহলক্ষ্মী সারদাসুন্দরী দেবী। যশোরের অজ পাড়াগাঁয়ের মেয়ে। মেয়ের কাকা কলকাতা থেকে শুনে গেলেন কত্তা অর্থাৎ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্য সুন্দরী মেয়ে খোঁজা হচ্ছে। ব্যস ওঠ ছুঁড়ি তোর বিয়ে। ঠাকুরদের চিরদিনের রীতি ছিল প্রথমে দাসী পুতুল নিয়ে মেয়ে দেখতে যাবে, পছন্দ হলে সুযোগসুবিধে মতো যাবে বাড়ির মেয়েরা। সারদা দেবীর কাকার বোধহয় ভয় ছিল পাত্র হাতছাড়া হয়ে যাবে। তিনি বাড়িতে ঢুকেই দেখলেন ভাইঝি দাওয়ায় বসে রান্নাবাটি খেলছে। টেনে তুলে কোনও রকমে একটা পরিষ্কার কাপড় পড়িয়ে তৎক্ষনাৎ নিয়ে চললেন কলকাতায়। সারদা দেবীর মা তখন নদীতে স্নান করতে গেছিলেন। মাত্র ছ'বছর বয়স তখন সারদা দেবীর। কেঁদেকেটে বললেন, মা আসুক তবে যাব। কাকা কোনও কিছু না শুনে নিয়ে এলেন। মায়ের সঙ্গে মেয়ের শেষ দেখাটাও হল না। পরে সারদা দেবী শুনেছিলেন, মা ফিরে এসে মেয়ের শোকে উঠোনের গাছতলায় গড়াগড়ি দিয়ে কাঁদতে কাঁদতেই মারা গেছেন।

সারদা দেবীর জীবন মহর্ষির ধর্মচিন্তার ফলে নানাভাবে বিপর্যস্ত হয়েছিল। কত্তা ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করার পরে গৃহদেবতা লক্ষ্মী জনার্দনকে বাড়ি থেকে বিদায় করতে চাইলেন। বেঁধে গেল পারিবারিক গোলযোগ। এতদিনের অধিষ্ঠিত দেবতাকে উঠিয়ে নিয়ে দেবেন্দ্র ভ্রাতা গিরীন্দ্র আলাদা হয়ে গেলেন। আগে যেটা ছিল দ্বারকানাথের সন্ততিদের একান্নবর্তী বসতবাড়ি, সেখানেই দেওয়াল উঠল। ৫ নং আর ৬ নং বাড়ি আলাদা হয়ে গেল। বাগান ভাগ হল, পুকুরের ঘাট আলাদা হল। সত্যিই লক্ষ্মীজনার্দনের চলে যাওয়ার দুঃখ ভুলতে পারেননি সারদাসুন্দরী। গোপনে ওবাড়িতে গৃহদেবতার পূজা পাঠাতেন আবার স্বামীর ব্রহ্ম উপাসনাতেও যোগ দিতেন। ব্রহ্ম উপাসনার বেদিতে বসে কত্তার ধর্মকথা শুনতে শুনতে হয়তো বা তিনি নিজের ইষ্টমন্ত্রই জপ করতেন। আকবরের হারেমে বসে যোধাবাই যেমন শিবপুজো করতেন। ঘরের মধ্যে বাস করে চিরকালের সংস্কার থেকে মুক্ত হওয়া তো সহজসাধ্য নয়। মহর্ষি দুর্গাপূজার সময় দেশভ্রমনে বেরিয়ে যেতেন। সারা শহর যখন উৎসবে মেতে উঠত, সারদা দেবী একলাটি ঘরের মধ্যে বসে থাকতেন। আত্মীয়-স্বজনরা চেষ্টা করেও তাঁকে উৎসবে নিয়ে যেতে পারত না। একবারই মাত্র তিনি তাঁর দুঃখের কথা মহর্ষিকে বলেছিলেন। মহর্ষি সেবার স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে যাবেন স্থির করলেন। বিশেষ ধরনের একটি নৌকা ভাড়া করা হল। সারদা দেবী দ্বিজেন্দ্র, সত্যেন্দ্র ও হেমেন্দ্র তিন পুত্রকে নিয়ে নৌকায় চড়ে বসলেন। সে-নৌকাযাত্রা নানা বিপদের মধ্যে শেষ হল। ঠাকুর বাড়ির সব সদস্যরা যেদিন ব্রাহ্ম ধর্ম গ্রহণ করেছিল সেই দিন থেকেই সেখানকার গৃহদেবতাকে সরিয়ে দেওয়া হয়। এমনকী আগে ঠাকুর বাড়িতে দুর্গা পুজো হতো তাও বন্ধ করে দেওয়া হল। কোনও মূর্তি পুজো করা চলবে না। মানব পজো করতে হবে। মানুষকে শিক্ষিত করে তোলাই হল ঠাকুর বাড়ির মূল লক্ষ্য। সেই দিকে পা বাড়াতে শুরু করলো পরবর্তী কালের ঠাকুর বাড়ির সদস্যরা। দেব দেবী পুজো করা আর চলবে না ঠাকুর বাড়িতে। সেই পরোয়ানা জারি হয়ে গেল। তার ফলে ঠাকুর বাড়ির মেয়েরা ব্রাহ্ম ধর্মে দীক্ষিত হলেন।

জীবনস্মৃতি

স্মৃতির পটে জীবনের ছবি কে আঁকিয়া যায় জানি না। কিন্তু যেই আঁকুক সে ছবিই আঁকে। অর্থাৎ যাহাকিছু ঘটিতেছে, তাহার অবিকল নকল রাখিবার জন্য সে তুলি হাতে বসিয়া নাই। সে আপনার অভিরুচি-অনুসারে কত কী বাদ দেয়, কত কী রাখে। কত বড়োকে ছোটো করে, ছোটোকে বড়ো করিয়া তোলে। সে আগের জিনিসকে পাছে ও পাছের জিনিসকে আগে সাজাইতে কিছুমাত্র দ্বিধা করে না। বস্তুত তাহার কাজই ছবি আঁকা, ইতিহাস লেখা নয়। এইরূপে জীবনের বাইরের দিকে ঘটনার ধারা চলিয়াছে, আর ভিতরের দিকে সঙ্গে সঙ্গে ছবি আঁকা চলিতেছে। দুয়ের মধ্যে যোগ আছে অথচ দু'ই ঠিক এক নহে। আমাদের ভিতরের এই চিত্রপটের দিকে ভালো করিয়া তাকাইবার আমাদের অবসর থাকে না। ক্ষণে ক্ষণে ইহার এক-একটা অংশের দিকে আমরা দৃষ্টিপাত করি। কিন্তু ইহার অধিকাংশই অন্ধকারে অগোচরে পড়িয়া থাকে। যে-চিত্রকর অনবরত আঁকিতেছে, সে যে কেন আঁকিতেছে, তাহার আঁকা যখন শেষ হইবে তখন এই ছবিগুলি যে কোন্ চিত্রশালায় টাঙাইয়া রাখা হইবে, তাহা কে বলিতে পারে। কয়েক বৎসর পূর্বে একদিন কেহ আমাকে আমার জীবনের ঘটনা জিজ্ঞাসা করাতে, একবার এই ছবির ঘরে খবর লইতে গিয়াছিলাম। মনে করিয়াছিলাম, জীবনবৃত্তান্তের দুই-চারিটা মোটামুটি উপকরণ সংগ্রহ করিয়া ক্ষান্ত হইব। কিন্তু দ্বার খুলিয়া দেখিতে পাইলাম, জীবনের স্মৃতি জীবনের ইতিহাস নহে-- তাহা কোন্-এক অদৃশ্য চিত্রকরের স্বহস্তের রচনা। তাহাতে নানা জায়গায় যে নানা রঙ পড়িয়াছে, তাহা বাহিরের প্রতিবিম্ব নহে। সে-রঙ তাহার নিজের ভাণ্ডারের, সে-রঙ তাহাকে নিজের রসে গুলিয়া লইতে হইয়াছে। সুতরাং, পটের উপর যে-ছাপ পড়িয়াছে তাহা আদালতে সাক্ষ্য দিবার কাজে লাগিবে না। এই স্মৃতির ভাণ্ডারে অত্যন্ত যথাযথরূপে ইতিহাস সংগ্রহের চেষ্টা ব্যর্থ হইতে পারে কিন্তু ছবি দেখার একটা নেশা আছে, সেই নেশা আমাকে পাইয়া বসিল। যখন পথিক যে-পথটাতে চলিতেছে বা যে-পান্থশালায় বাস করিতেছে, তখন সে-পথ বা সে পান্থশালা তাহার কাছে ছবি নহে। তখন তাহা অত্যন্ত বেশি প্রয়োজনীয় এবং অত্যন্ত অধিক প্রত্যক্ষ। যখন প্রয়োজন চুকিয়াছে, যখন পথিক তাহা পার হইয়া আসিয়াছে তখনই তাহা ছবি হইয়া দেখা দেয়। জীবনের প্রভাতে যে-সকল শহর এবং মাঠ, নদী এবং পাহাড়ের ভিতর দিয়া চলিতে হইয়াছে, অপরাহ্নে বিশ্রামশালায় প্রবেশের পূর্বে যখন তাহার দিকে ফিরিয়া তাকানো যায়, তখন আসন্ন দিবাবসানের আলোকে সমস্তটা ছবি হইয়া চোখে পড়ে। পিছন ফিরিয়া সেই ছবি দেখার অবসর যখন ঘটিল.. মন নিবিষ্ট গেল।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর

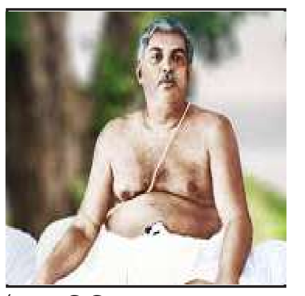

ঠাকুর শ্রীশ্রীঅনুকূল বলতেন, মা ভবতারিনীর কাছ থেকে কাজ করার শক্তি চাইতে হবে। কাজ করার শক্তি গ্রহণ করে সারা দিন ধরে কাজ করে যেতে হবে। শরীরকে সুস্থ রেখে কাজ করতে হবে। সমাজের জন্য কাজ। দেশের জন্য কাজ। পরিবারের জন্য কাজ। মানুষের জন্য কাজ। সবার জন্য কাজ করে যেতে হবে। সমানের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। পিছনে পড়ে থাকা চলবে না। সাহসের ওপরে ভর করে এগিয়ে গিয়ে কাজ করতে হবে। উন্নত মানের কাজ করতে হবে। তবেই বিকাশ লাভ করা সম্ভব। কর্ম করে যেতে হবে। কর্মের সঙ্গে কোনও রকমভাবে আপোষ করা চলবে না।

সাধক বামাক্ষ্যাপা

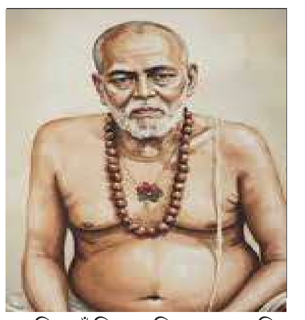

যতদিন বাঁচি ততদিন কাজ করি। এটাই লক্ষ্য হওয়া উচিত। সেই পথ ধরে এগিয়ে যেতে হবে মানব জাতিকে। গীতায় বলেছে কর্মযোগের কথা। কর্মযোগের সাধনা করতে হবে। এক নিষ্ঠভাবে কাজ করতে হবে। যিনি কর্মবীর তিনি জগতে কাউকে ভয় পান না। তিনি নির্ভয়ে এগিয়ে যেতে পারেন সামনের দিকে। কাজ করলে তার শুভ ফল পাওয়া যায়।ভালো কাজে ভালো ফল আসবে। খারাপ কাজে খারাপ ফল পাওয়া যাবে। তাই জন্য খারাপ কাজ করলে চলবে না। চাই ভালো কাজ করার মানসিকতা। ভালো কাজের মানসিকতা লোকেরা জগতে বেশি উন্নতি করতে পারে। তিনি মহান হন। তাকে সবাই সম্মান করতে থাকে। তিনি সর্বজনের কাছে প্রিয় হয়ে ওঠেন। তন্ত্র সাধক বামাক্ষ্যাপা মনে করেন, তন্ত্র সাধক বামাক্ষ্যাপা বলেছেন, মানব সেবায় ব্রতী হতে হবে। সেবার মধ্যে দিয়ে ঈশ্বরের সন্ধান করতে হবে। যিনি মানব সেবা তথা জীব সেবা করতে পারেন তাঁর স্থান হচ্ছে ঈশ্বরের ওপরে। প্রকৃত জীব সেবা কোনও সময়ে বদনাম করে না। জীব সেবা হচ্ছে মহৎ কাজ।

পণ্ডিত ঈশ্বরের হাত ধরেই এল আধুনিক বাংলা

রবীন্দ্রকুমার শীল

(ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের 'বর্ণ পরিচয়' এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'সহজপাঠ' প্রাথমিক শিক্ষাগ্রন্থ যদি না পড়তাম তাহলে কী সত্যিই আমরা সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাস থেকে শুরু করে তাঁর লেখা 'বন্দেমাতরম' পাঠ করতে সক্ষম হতাম? আজকে আমরা সহজভাবে বাংলা লিখতে পারি তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে বিদ্যাসাগরের 'বর্ণপরিচয়'এবং রবীন্দ্রনাথের 'সহজপাঠ'।

আমাদের শৈশব কালে অবশ্যই পাঠ্য - গ্রন্থ ছিল। নাহলে বাঙালিরা ভালো করে বাংলা ভাষাকে রপ্ত করতে পারতো না। বঙ্কিমচন্দ্র যে কঠিন ভাষায় বাংলা সাহিত্য সৃষ্টি করে গিয়েছেন তাকে হৃদয়গম করা সহজ হতো না যদি না আমরা বিদ্যাসাগর এবং রবীন্দ্রনাথ না পড়তাম। এই বিষয় নিয়ে ভবিষ্যতে একটি লেখার ইচ্ছা থাকলো। আজকে বিদ্যাসাগরের অবদানের কথা নিয়েই আলোচনা করি। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং বিদ্যা সাগরের নাম জপ করেছেন। কারণ বিদ্যাসাগর বাংলা ভাষার নবরূপকার। তিনি ছাড়া বাঙালির আর কোনও গতি নেই যা কবিগুরু স্পষ্ট করে ব্যাখ্যা করেছেন। রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাসাগর সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন যে কী কারণে হঠাৎ এমন একজন একটি সন্তান বাঙালি হয়ে জন্ম গ্রহণ করলো তা বিস্ময়।)

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর যিনি তাঁর বিদ্যাবত্তার জন্য 'বিদ্যাসাগর' উপাধি লাভ করে সবার কাছে অতি পরিচিত হতে পেরেছিলেন তাঁর জন্মের দুশো বছর পরে আচার্য রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদীর লেখাটি মনে পড়ে যাচ্ছে-' অণুবীক্ষণ নামে একরকম যন্ত্র আছে; তাহাতে ছোট জিনিস বড় করিয়া দেখায়। কিন্তু বিদ্যাসাগরের জীবনচরিত বড় জিনিসকে ছোট দেখাইবার জন্য নির্মিত যন্ত্রস্বরূপ।'। উনিশ শতকে বাংলা তথা ভারতবর্ষের এক যুগসন্ধিক্ষণে জন্মগ্রহণ করেন বিদ্যাসাগর (২৮ সেপ্টেম্বর ১৮২০ সন।) এই সময়টা হচ্ছে শিক্ষা সংস্কার এবং বাংলা ভাষার আধুনিকীকরণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধির করার চিত্র সর্বত্র দেখতে পাওয়া যায়। সেই উদ্দেশ্যকে সফল করতে সরকারি এবং বেসরকারি ভাবে বহু উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে বটে, কিন্তু দেখতে পাওয়া যায় সেখানে নানা অসমন্বয় এবং বিশৃঙ্খলায় পরিপূর্ণ। শিক্ষার লক্ষ্য, পাঠক্রম এবং পদ্ধতি নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়ে গেছে। ঠিক সেই সময়ে বিদ্যাসাগর এককভাবে ও কিছু সহযোগীদের উদ্যোগে আধুনিক ব্যবহারযোগ্য বাংলা ভাষা, প্রাথমিক ও নীতিশিক্ষার বহু জনপ্রিয় গ্রন্থ, বাংলা মাধ্যমে স্কুল ব্যবস্থা এবং নারী শিক্ষার পাকা বুনিয়াদ স্থাপন করে গেলেন যার ওপরে ভিত্তি করে আজকে বাংলা ভাষা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং আধুনিক বাংলার সাহিত্যের সূচনাও বলা যেতে পারে।

বাংলা ভাষার পাকা বুনিয়াদ যিনি স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছিলেন সেই বিদ্যাসাগরের যাত্রাপথ ছিল খুবই কঠিন ছিল। সব সময়ে তাকে বাস্তবের সঙ্গে কঠোর সংগ্রাম করতে হয়েছে। সেই সময়ে হুগলি জেলার (এখন পশ্চিম মেদিনীপুর) ঘাটাল মহকুমা বীরসিংহ গ্রামে এক হত দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা ঠাকুর দাস বন্দ্যো পাধ্যায় এবং মাতা ভগবতী দেবীর জেষ্ঠ্যপুত্র ছোটবেলা থেকে যেমন জেদি এবং একগুঁয়ে ঠিক তেমনি ছিলেন বিদ্যাশিক্ষা লাভের চরম উৎসাহী। মাত্র ন'বছর বয়সে পিতার সঙ্গে এসে সংস্কৃত কলেজে তৃতীয় শ্রেণিতে ভর্তি হলেন ঈশ্বরচন্দ্র। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর জেদি এবং একগুঁয়েমির ছবি অঙ্কণ করতে শম্ভুচন্দ্রের লেখার সাহায্য নিয়ে 'বিদ্যাসাগর-চরিত' প্রবন্ধে তা উল্লেখ করেছেন-''পিতার তাঁহার স্বভাব বুঝিয়া চলিতেন। যেদিন সাদা বস্ত্র না থাকিত সেদিন বলিতেন, আজ ভালো কাপড় পরিয়া কলেজে যাইতে হইবে। তিনি হঠাৎ বলিতেন, না, আজ ময়লা কাপড় পরিয়া যাইব। যেদিন বলিতেন, আজ স্নান করিতে হইবে, শ্রবণ মাত্র দাদা বলিতেন যে, আজ স্নান করিব না; পিতা প্রহার করিয়াও স্নান করাইতে পারিতেন না। সঙ্গে করিয়া ট্যাঙ্কশালের ঘাটে নামাইয়া দিলেও দাঁড়াইয়া থাকিতেন। পিতা চড় চাপড় মারিয়া জোর করাইয়া স্নান করাইতেন।"

ছাত্র জীবনে বহু ঝড় তাঁর পাশ দিয়ে কেটে গেলেও তিনি কিন্তু সংস্কৃতকে ভাষাকে আকঁড়ে ধরে রেখে দিয়েছিলেন। সেখান থেকে বের হয়ে যাওয়ার কোনও বাসনা তাঁর ছিল না। খুব দারিদ্রের সঙ্গে সংগ্রাম করে সময়ের স্রোতে ভেসে না গিয়ে সংস্কৃত কলেজে পাঠক্রমের মধ্যে নিজেকে নিবিষ্ট করেছিলেন। ১৮২৬ সালে মে মাস থেকে যে এলাকায় সংস্কৃত কলেজ ভবনটি প্রতিষ্ঠিত তার একটি অংশ সংরক্ষিত ছিল কোম্পানির আমলে ভারতীয়দের জন্য গড়ে ওঠা প্রথম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিন্দু কলেজের স্কুল বিভাগটি (১৮১৭ সাল)। শিক্ষাবিদ এইচ এইচ উইলসন কলেজের 'পণ্ডিত' এবং স্কুলের 'বাবু'দের জ্য একটি পৃথক রেলিং দেওয়ার ব্যবস্থা করলেন। সেই রেলিং ধরে হিন্দু কলেজে চলছে তরুণ শিক্ষক হেনরি লুই ভিভিয়ানের (১৮০৩-৩১) হাতে গড়ে তুললেন 'ইয়ং বেঙ্গল' গোষ্ঠী সংস্কৃতি। হিন্দু সমাজের প্রচলিত সংস্কার এবং প্রথার বিরুদ্ধে এই গোষ্ঠী সক্রিয় সমালোচনা এবং তীব্র বিরুদ্ধচারণ করত, ঠিক তেমনি খাদ্য-পোশাক ও দৈনন্দিন জীবন যাপনে চরম পশ্চিমী ব্যবস্থাকে গ্রহণ করে ডিরোজিও চিন্তাধারাকে সমাজের সর্বত্র ছড়িয়ে দেওয়ার প্রবণতা দেখতে পাওয়া গেল সেই সময়ে হিন্দু কলেজের পরিচালন সমিতির কর্ণধারদের কাছে ব্যাপারটা চক্ষুশূল হয়ে ওঠার ফলে ডিরোজিওর চাকরিটি চলে যায়। সংস্কৃত কলেজে পড়ার সময়ে ঈশ্বরচন্দ্র এই সব ঝড়কে প্রত্যক্ষ করেছিলেন বটে। কিন্তু তিনি এর সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে ফেলেন নি। লক, হিউম, রুশো বা টমা পেইনের চিন্তাধারাকে অবলম্বন করে তর্ক বিতর্কে জড়িয়ে গা ভাসানো বিলাসিতার মধ্যে না থেকে ঈশ্বরচন্দ্র ধুতি-চাদর এবং চটি পরেও তিনি ছিলেন আপাদমস্তক যুক্তিবাদী মানবতা বাদের বিশ্বাসী প্রথানিবন্ধ আধুনিকতার ধারক এবং বাহক। মাত্র বারো বছর ধরে অত্যন্ত কঠোর অধ্যবসায়ের পর (১৮৪১) সালে সংস্কৃত কলেজ থেকে বিদ্যাশিক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে তিনি বিদ্যাসাগর উপাধি লাভ করেন। সেই বছরের একদম শেষ দিকে (২৯ ডিসেম্বর ১৮৪১) কল কাতার ফোর্ড উইলিয়াম কলেজে বাংলা বিভাগের প্রধান পণ্ডিত সোরেস্তাদার পদে যোগ দিতেই শুরু হল তাঁর শিক্ষক জীবন।

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজর শিক্ষা ব্যবস্থা ঃ বাংলা তথা ভারতবর্ষের প্রথম দিককার বিধিবদ্ধ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসাবে ফোর্ট ইউলিয়াম কলেজের অবদান রয়েছে। ১৮০০ সালের ১০ জুলাই এই প্রতিষ্ঠানটি প্রতিষ্ঠা লাভ করলে তখনকার সময়ে বড়লাঠ লর্ড ওয়েলসলির কাছে 'স্বপ্নের সন্তান' হিসাবে লালিত পালিত হতে শুরু করে। এদেশে আগত প্রশাসকদের ভারতীয় ভাষা শিক্ষা, আইন প্রশিক্ষণ, বিজ্ঞান, ইতিহাস, ভুগোল, রাজনীতি, অর্থনীতি প্রভৃতি বিষয়ের পাশাপাশি প্রাচীন ভারতীয় বিষয়ক বিদ্যায় পারদর্শী করার কেন্দ্র হিসাবে তুলতে চান বড়লাট ওয়েলেসলি। এককথায় বলা যেতে পারে তিনি চেয়েছিলেন কলেজটি হোক -'প্রাচ্যের অক্সফোর্ড।' কিন্তু ইস্ট ইণ্ডিয়ার কোম্পানির পরিচালন মণ্ডলী, কোর্ট অব ডিরেক্টরস চাননি এই রকম একটি ব্যয়সাপেক্ষ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তুলতে। কোম্পানি শুধু মাত্র চেয়েছিল বিলেতের আমাদের প্রশিক্ষকই হিসাবে একটি কলেজ প্রতিষ্ঠা করতে। কিন্তু যে উদ্দেশ্যে ফোর্ড উইলিয়াম কলেজটি প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল তাকে অতিক্রম করে তার পরিধি বিভিন্ন শিক্ষা মহলে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে। ভারতীয় ভাষা এবং চর্চার শিক্ষা কেন্দ্র হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে শুরু করে। ফলে ঔপনেবিশক সরকারের রাজনৈতিক এবং অর্থনীতির ক্ষমতা যত বেশি তীব্র হতে থাকে ততই ভারতীয় ভাষা অর্জনের চেয়ে শাসন ও বাণিজ্যে ইংরেজি ভাষার প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করল। এই প্রেক্ষাপটে ১৮২৮ সালে লর্ড উইলিয়াম বেন্টিক ভারতের বড়লাট হয়ে এসে প্রাচ্যবিদ্যাকেন্দ্র ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের বিরোধিতা করতে শুরু করলেন। যার ফলে ১৮৩০ সাল থেকে কলেজের অর্থ বরাদ্দের ওপরে বড় ধরনের আঘাত এসে পড়ে।

প্রাচ্যবিদ্যাপন্থীদের যাঁরা ছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন বড়লাট ওয়ারেন হেস্টিংস এবং পাশ্চাত্য পন্থীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি শক্তিশালী ছিলেন বড়লাট উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক। বড়লাট ওয়ারেন হেস্টিংসের সহায়তায় তাঁর মানসপুত্র প্রতিষ্ঠান ১৭৮৪ সালে প্রতিষ্ঠা লাভ করলো তার নাম হল এশিয়াটিক সোসাইটি। উইলিয়াম জোন্স, এইচ জে কোলব্রুক সহ আরও বেশ কয়েকজনের তত্ত্বাবধানে অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকে এই প্রতিষ্ঠানটি গবেষণা এবং প্রকাশনায় ইর্ষণীয় স্থান অধিকার করতে শুরু করে। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের সঙ্গে শিক্ষা সংক্রান্ত ভাবধারার মধ্যে একটি নিবিড় যোগসূত্র গড়ে ওঠে। বিদ্যাসাগর ছাড়া বাংলার শিক্ষা ব্যবস্থা একেবারে অপরিপূণ।

নবদ্বীপ কড়চা ঃ নয়টি দ্বীপের সমাহারে নির্মিত

বুদ্ধদেব মিশ্র

আমরা কী কোনও দিন ভেবেছি নবদ্বীপ কেন নাম হলো? তা নিয়ে কোনও অনুসন্ধান করেছি? নবদ্বীপে যারা ভ্রমণ করত আসেন তারা কেবলই মন্দির দেখেন আর চলে যান। কিন্তু কেন নবদ্বীপ না হল তা নিয়ে কাউকে বেশি আগ্রহী হতে দেখা যায় না। এবারে নবদ্বীপ কেন নাম হল তা নিয়ে আলোচনা। নদী দিয়ে ঘেরা নয়টি দ্বীপ থেকে নবদ্বীপ বা নওদিয়াহ; আর তার থেকে নদীয়া। প্রাচীন নদীয়ায় কতগুলি নদী থাকলে নয়টি দ্বীপ সৃষ্টি হতে পারে।

নদীর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে নদীয়া জেলার মানুষের জীবনযাত্রা। জেলার আয়তনের তুলনায় এখানে যত সংখ্যক নদী, খাল, বিল, জলাভূমি দেখা যায়, নিম্নবঙ্গের আর কোনও জেলায় তেমনটা দেখা যায় না। ভাগীরথী, জলঙ্গী এবং চূর্ণী এই তিনটি বড় নদী প্রধানতঃ নদীয়ার বিখ্যাত নদী।। জেলার একদিকে ভাগীরথী নদী, ঠিক মাঝামাঝি বয়ে গেছে জলঙ্গী নদী, আর জেলার প্রান্ত দিয়ে মাথাভাঙা, ইছামতী আর চূর্ণী। ব্রিটিশ আমলে সাহেবরা নদীগুলিকে একসাথে বলতেন 'নদীয়া রিভার্স'। তবে এগুলি ছাড়াও নদীয়া জেলায় ছিল আরও বহু ছোট ছোট নদী। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ভৈরব, পাগলাচন্ডী, কুমার, ভৈরববাঁকী, ছোট গঙ্গা, হাউলিয়া, কলিঙ্গ, চকাই, ছোট চকাই, বুড়ি গঙ্গা, খড়ে, অলকানন্দা, অঞ্জনা, গড়াই, ইন্দুমতী, বাচকো, ছোট জলঙ্গী, গুড়গুড়ি, বেহুলা, সুরধনী, হরিনদী, যমুনা, মরালী, গোমতী, সুবর্ণমতী ইত্যাদি। এই সব ছোট নদীগুলির অধিকাংশই ছিল প্রধান তিনটি বড় নদীর উপনদী অথবা শাখানদী। বর্তমান সময়ে এই সকল নদীগুলি স্রোত হীন বা মৃতপ্রায় হয়ে পড়েছে। এতদ্ব্যতীত নদীয়া জেলায় রয়েছে অসংখ্য খাল ও বিল, যেগুলি অতীতে ভাগীরথী, জলঙ্গী ও মাথাভাঙ্গা নদীর গতিপথ পরিবর্তনের ফলে সৃষ্টি হয়েছিল।

নদীয়াবাসীর সঙ্গে নদীগুলির সম্পর্ক ছিল খুবই ঘনিষ্ঠ। রেলপথ প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে এই সকল নদীই ছিল দেশ-দেশান্তরে যাবার একমাত্র পথ এবং বাণিজ্য পরিচালনার একমাত্র উপায়। প্রশস্ত নদীপথে সুবিশাল নৌকা, জাহাজ ইত্যাদি জলযান অবাধে চলাচল করত। ইংরেজ আমলেও বড় বড় বাণিজ্যিক তরী মালদা, মুর্শিদাবাদ থেকে সূক্ষ্ম রেশমী বস্ত্র, চিনি, চাল এবং শান্তিপুর থেকে বস্ত্র, সুতো, আর সারা নদীয়া জুড়ে ছড়িয়ে থাকা

অসংখ্য নীলকুঠী থেকে নীল সংগ্রহ করে এই সমস্ত নদীগুলি দিয়ে চলাচল করত। সেই সময় নদীয়ার বহু স্থানে নৌকার আড্ডা বা গঞ্জ গড়ে ওঠে। যেমন কৃষ্ণগঞ্জ, কালীগঞ্জ, সুখসাগর, নবদ্বীপ, স্বরূপগঞ্জ, গোয়াড়ী, হাঁসখালী, রানাঘাট নোকারি বা নৌকাড়ি ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

জীবনের সঙ্গে নদীর জুড়ে থাকার একটি উদাহরণ ছিল নদীয়া জেলা। যুগে যুগে নদীয়ার নদীগুলি নদীয়াকে নতুন করে গড়েছে আর ভেঙেছে। নদীতীরে গড়ে উঠেছে কত বর্ধিষ্ণু শহর, গ্রাম, বন্দর, জনপদ, মন্দির, সমাজ ও কৃষ্টি; আবার কালের আবর্তে এই সবই লুপ্ত হয়ে গিয়েছে। ব্রিটিশ আমলে সাহেবদের আঁকা বাংলাদেশের নদীর প্রবাহপথের অনেক পুরানো মানচিত্রের সঙ্গে এখনকার প্রবাহপথের তুলনা করলে স্পষ্টই বোঝা যায় কী নিদারুণ পরিবর্তন ঘটেছে এই অল্প সময়ে। অধিকাংশ নদীগুলির বদ্ধসলিলা, কোথাও ক্ষীণ কলেবরে বইছে আবার কোথাও বা সম্পূর্ণ শুষ্ক নদীখাতে পরিণত হয়েছে। প্রকৃতির অমোঘ নিয়মে ধীরে ধীরে হারিয়ে যাচ্ছে নদীয়ার নদীরা। দুঃখজনক তবুও এটিই সত্যি যে, নদীর মৃত্যুকে ত্বরান্বিত করা ছাড়া মনুষ্য জাতি নদীর জন্য কোনও সদর্থক ভূমিকা পালন করতে ব্যর্থ হয়েছে।

তথ্যসূত্র ঃ নবদ্বীপের ইতিহাস বিদদের কথানুসারে।

এক নব দিগন্তের উন্মোচন ঃ 'জনগণের ইশতেহার ও আমাদের গণতান্ত্রিক পথ'

গৌতম সাহা, অভিজিৎ রায় এবং ইমিলি কুণ্ডু

'জনগণের ইশতেহার ও আমাদের গণতান্ত্রিক পথ।' এখন রাজ্যে ভোটের মরশুম। বিভিন্ন রাজ নৈতিক দল নিজেদের মতো করে আমাদের মতো সাধারণ মানুষের দ্বারে দিচ্ছে নাড়া । আমাদের সোনালী ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখাচ্ছে তাদের নির্বাচনী ইশতেহারে। পড়ছিলাম বিজেপি, তৃণমূল কংগ্রেস, বামফ্রন্ট ও কংগ্রেসের নির্বাচনী ইশতেহার। এদের মধ্যে কোন কোন রাজনৈতিক দল জনগণের সাথে যোগাযোগ করে তাদের নির্বাচনী ইশতেহার বানিয়েছে বা বানিয়েছে বলে দাবি করেছে।। তার সাথে যোগ করেছে নিজেদের ভোট জয়ের অংক আর কিছুটা রাজনৈতিক আদর্শ। কিন্তু দিনের শেষে ইশতেহারগুলো রাজনৈতিক দলের বিপণনেরই কৌশল। এই রাজনৈতিক ইশতেহারগুলো স্থানীয় মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার ভাষ্য হয়ে ওঠে না। কিছু চটজলদি সমস্যা সমাধানের ওপর জোর থাকে। আমাদের দীর্ঘমেয়াদি জটিল সমস্যা ও তার থেকে উত্তরণের পথ দেখায় না এই ইশতেহার গুলো। যেমন, কোন দলের ইশতেহারেই দেখলাম না আমাদের বাড়ির কাছের পুকুরগুলোর বুজে যাওয়া, নদী গুলো দূষণে নোংরা বা জলের অভাবে মরে যাওয়া রুখতে কি করা উচিত তা নিয়ে কোন বক্তব্য। ভয়ংকর বায়ু দূষণ যে আমাদের তিলে তিলে মারছে , সে প্রসঙ্গে কোন চিন্তা বা তাকে রুখতে কোন পদক্ষেপ বা পরিকল্পনা প্রায় কোন ইশতেহারেই নেই । বর্জ্য পদার্থ গুলোর ব্যবস্থাপনা কিভাবে হবে, কিভাবে সেখান থেকে নতুন ব্যবসার উদ্ভাবন বা জীবিকা সৃষ্টি করা যাবে, এরকম কোন বক্তব্য পড়লাম না । নির্মাণ শিল্পের বাড়বাড়ন্তে আমাদের ছোট বড় শহরের সবুজ যে একেবারে শেষ হয়ে যাচ্ছে, তাকে রক্ষা করতে কোন বিকল্প ভাবনা দেখা গেল না । বিষয়.গত ভাবনার বৈচিত্র্যহীনতার নিরিখে প্রায় সব ইশতেহারই একই রকম। আর প্রচারের সময় এই ইশতেহার গুলো হয়ে ওঠে ভীষণ একমুখী। বিভিন্ন সভা সমিতিতে রাজনৈতিক নেতা-নেত্রীরা অনেক সময় এই ইশতেহার থেকেই তাদের বক্তব্য রাখেন, আমরা শুনি। কিন্তু

তবু বলতে হয় ভোটের এই রঙ্গমঞ্চে রাজনৈতিক দলগুলো তাদের ইশতেহার নিয়ে ক্ষমতা দখলের প্রতিযোগিতায় কম বেশি অনেকটাই তৈরি।

কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে আমরা যারা সাধারণ ছাপোষা মানুষ, যারা জীবন ও জীবিকার লড়াইয়ে ব্যস্ত থাকি, তারা একটুও তৈরি হই না গণভোটের জন্য। অথচ এই ভোট অনেকার্থেই আমাদের মত সাধারন মানুষের জীবনের অনেক কিছু নিয়ন্ত্রণ করে। সত্যিই কি আমরা কি পারি না সামাজিক মাধ্যমে অবান্তর রিল না ঘেঁটে, আশেপাশের প্রতিবেশীদের সাথে কথা বলে, আমাদের নিজে এলাকার শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পানীয় জল, পরিবেশ, জীবিকার দাবিগুলোকে নিয়ে একটা ব্লক ভিত্তিক নির্বাচনী ইশতেহার ভোটের ছ'মাস আগে তৈরি করতে? এই ইশতেহার আমরা কি স্থানীয় রাজনৈতিক দলের প্রার্থীদের হাতে ধরিয়ে দিতে পারি না। ? এই ব্লক ভিত্তিক ইশতেহারগুলো প্রত্যেকটি রাজ নৈতিক দলই ব্যবহার করতে পারে তাদের নিজেদের ইশতেহার নির্মাণে। আসলে আমাদের এলাকার বা এলাকার মানুষের যা সমস্যা, আমাদের জীবন জীবিকার প্রতিদিনকার কষ্ট, সেগুলোর মধ্যে কোন রাজনৈতিক দলের রং নেই, সেগুলো নির্ভেজাল বাস্তব, আমাদের প্রতি দিনকার জীবনের মত ক্লান্তিদায়ক নিদারুণ সত্য। তথ্যভিত্তিক ইস্তাহার তৈরিতে স্থানীয় মানবী বিদ্যার উচ্চতর স্নাতক বা শিক্ষক শিক্ষিকারা সাহায্য করতে পারে। এই তথ্যনিষ্ঠ ইশতে হারে কোন রাজ নৈতিক রং লাগানোর প্রয়োজন পড়বে না। এর তথ্য ও সত্যনিষ্ঠাই একে স্থানীয় মানুষের কাছে জনপ্রিয় করবে, রাজনৈতিক মত নির্বিশেষে স্থানীয় মানুষ এই দাবির পেছনে সামিল হওয়ার ভরসা পাবে।

এরকম রাজনৈতিক দলহীন সংগঠন কিন্তু অলীক, অসম্ভব ব্যাপার নয়। ভারতবর্ষের মহিলাদের বৃহত্তম ট্রেড ইউনিয়ন (SEWA(Self Employed Women Association) কিন্তু ভারতবর্ষের কোন রাজ নৈতিক দলের পৃষ্ঠপোষকতা বিহীন ট্রেড ইউনিয়ন। ৩৭ লক্ষ সদস্য নিয়ে SEWA ভারত বর্ষের কুড়িটি রাজ্যের প্রান্তিক মেয়েদের জীবিকা,স্বনির্ভরতা ও সামাজিক স্বনির্ভরতার ওপর ৫৫ বছর ধরে কাজ করে চলেছে। SEWA এক সত্যিকারের অরাজ নৈতিকভাবে মানুষকে সংগঠিত করার জ্ঞান আহরণের বিশ্ব বিদ্যালয়। আগের কিছু বছরের মতো ২০২৬ সালেও SEWA ভারতের অর্থমন্ত্রীর কাছে অসংগঠিত ক্ষেত্রে মেয়েদের দাবী দেওয়া নিয়ে দাবি পত্র পেশ করেছিল। অসংগঠিত শ্রমিকদের সামাজিক সুরক্ষা আইন (২০০৮), রাস্তার হকারদের জীবিকা ও অধিকার রক্ষার্থে আইন(২০১৪) প্রণয়নে SEWA -র দীর্ঘদিনের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

আসলে আমাদের মত সাধারন জনগনের মনে বিভিন্ন দলের স্থানীয় রাজনৈতিক নেতৃত্বের প্রতি এক দূরত্ব সৃষ্টি হয়েছে। আমরা ভেবেই নিয়েছি আমরা যে রাজনৈতিক আদর্শের বা দলের বিরোধী তারা অত্যন্ত দুর্নীতিপরায়ণ, ক্ষমতালোভী আর খুবই পরাক্রমী। কিন্তু তারাও তো আমাদের মত একই সমাজের লোক। তাদের নৈতিকতাও আমাদেরই মত। তাই রাজনৈতিক নেতৃত্ব আর সাধারণ মানুষের মধ্যে এক সেতু হতে পারে জনগণের ইস্তেহার। যা রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে জনগণের সত্যিকারের উন্নয়নে সামিল করতে পারে।এই ইশতেহার রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে স্থানীয় মানুষের প্রতি দায়বদ্ধ করবে। আদর্শ মূলক আবেগধর্মী প্রচার করে রাজনৈতিক নেতাদের ভোট নিয়ে নেওয়ার প্রবণতাকে প্রতিহত করবে । ভাবতে ভালো লাগে, স্থানীয় জনগণের নির্বাচনের ইশতেহার বাংলার প্রতিটি ব্লকে সম্পন্ন হলে আর স্থানীয় মানুষ আর একটু সংগঠিত হলে SIR নিয়ে দুই যুযুধান রাজনৈতিক দলের তরজাও হয়তো অনেক কম হতো স্থানীয় ইশতেহার নির্মিত হবে, সেই ব্লকের পাড়ার গৃহবধূ, শিশু যুবক, যুবতী বৃদ্ধ-বৃদ্ধা,চাকরিজীবী , ছোট ব্যবসায়ী, সবার সাথে কথা বলে মোটামুটি ভাবে গবেষকের দৃষ্টিভঙ্গিতে। এই ইশতেহার নতুন দিশা, নতুন চিন্তা, নতুন তথ্য নিয়ে আসতে পারে, যা গতানুগতিক রাজনৈতিক ইশতেহারগুলোর থেকে বেশি বাস্তব তথ্য নির্ভর, সমস্যা সমাধানে অভিনব অথচ বাস্তবধর্মী। যেমন আমাদের নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, যক্ষা রোগীর চিকিৎসা বর্ধমানের সরকারি হাসপাতালে তুলনামূলকভাবে ভালো হলেও স্বাস্থ্যবিধি মেনে পরিচ্ছন্নতায় হাসপাতাল অনেক পিছিয়ে। কিংবা আমাদের যে বন্ধু বর্ধমান থেকে দূরে গ্রামে চাষবাস করে, তার সবচেয়ে বড় ভয় নিকটস্থ স্বাস্থ্য কেন্দ্রে সাপে কাটার ওষুধ না থাকা। আমাদের বাঁকা নদীকে সংস্কার করে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করলে পরিবেশের যেমন সুরক্ষা হতো, ঠিক তেমনি ভ্রমণ ও বিনোদন ব্যবসার সুযোগ বাড়তো। আমার যোগ শিক্ষিকা দিদির কথা পাড়ায় পাড়ায় যোগশিক্ষা কেন্দ্র আর একটা সর্বধর্ম প্রার্থনা কক্ষ আমাদের সুস্বাস্থ্য রক্ষায় ও ধর্মীয় ভুল বোঝাবুঝির দ্বন্দ্ব থেকে সম্প্রীতির পরিবেশ রক্ষায় সাহায্য করবে। দিল্লি এয়ারপোর্টে সর্বধর্ম প্রার্থনা কক্ষে চমকে গিয়ে দেখেছি এক হিন্দু ও এক মুসলমান প্রার্থনার পর খুব সুন্দর ধর্ম আলোচনা করছেন। পাড়ার শিক্ষিকা বোন বলছেন সরকারি স্কুলে মিড ডে মিলের ব্যবস্থাপনা যদি সরকারি নিয়ন্ত্রণাধীন তৃতীয় কোন সংস্থা করে, তাহলে স্কুলে পড়ানোর গুণমান ভালো হয় ।আমাদের ছোট ব্যবসায়ী ভাইয়ের কথায় কম সুদে ঋণ, প্রতি জেলায় একটা পরিবেশবান্ধব বড় শিল্প, স্থানীয় সমাজবিরোধী দমনকারী দৃঢ় প্রশাসন ছোট ব্যবসার হাল ফিরিয়ে দেবে । স্থানীয় স্তরে এইভাবেই বহুমাত্রিক উন্নয়নের নানান পথ উঠে আসতে পারে, যা আমাদের উন্নয়ন চিন্তা অনেক বেশি উদ্ভাবনমূলক ও সর্বব্যাপী করে তুলবে।

আসলে আমাদের উন্নতির চাবিকাঠি সবটুকুই রাষ্ট্রকে, রাজনৈতিক দলগুলোকে কিংবা বৃহৎ বাণিজ্যগোষ্ঠীকে দিয়ে দেওয়া আমাদেরই অক্ষমতার পরিচয়। রাষ্ট্র ও রাজনৈতিক শাসক ও কর্পোরেটকে বাদ দিয়ে এক বড় শক্তি হলো কমিউনিটি। চাণক্য উনার বিখ্যাত অর্থশাস্ত্রে শক্তি শালী মৌর্য সাম্রাজ্যের যুগেও উল্লেখ করছেন স্বাধীন, স্বশাসিত গ্রামের কথা ।

এখনো ভারতের আদিবাসী সমাজে গ্রাম সভার মাধ্যমে সর্বসম্মতিক্রমে গ্রাম শাসনের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। তাই শুধুমাত্র ভোট ভিত্তিক গণতন্ত্র থেকে অংশগ্রহণকারী গণতন্ত্রের রাস্তা নেওয়ার সিদ্ধান্ত কিন্তু ভীষণভাবে ভারতীয়, যা আমাদের গণতান্ত্রিক ভিত্তিকে মজবুত করবে। জনগণের ইশতেহার সেই পথে হাঁটার এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হতে পারে। সদ্য প্রয়াত সারা জীবন ট্রেড ইউনিয়ন করা সংস্কৃতে পন্ডিত আমাদের পাড়ার জেঠুর এই কথাটা আমাদের অন্তর্গত রক্তের ভিতর যেন বাজে সংঘ শক্তি কলৌযুগে।

লেখক পরিচিতি

ড.গৌতম সাহা ,শিক্ষক, ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ফ্যাশন টেকনোলজি, ভুবনেশ্বর। ড. অভিজিৎ রায়, শিক্ষক, ডক্টর ভুপেন্দ্রনাথ দত্ত স্মৃতি মহা বিদ্যালয়,পূর্ব বর্ধমান। এমিলি কুন্ডু শিক্ষক ও গবেষক, বর্ধমান। (প্রবন্ধের বক্তব্য লেখকদের নিজস্ব। এর সঙ্গে সম্পাদক বা সম্পাদকমণ্ডলীর কোনও প্রত্যক্ষ যোগ নেই। তবে বলা যেতে পারে যে লেখকেরা প্রত্যেকেই শিক্ষিক। তাঁদের ইশতেহার নিয়ে তাদের মত লেখনীতে প্রকাশ করেছেন।)

সুরক্ষিত ও বাধাহীন ট্রেন পরিষেবা নিশ্চিত করতে বর্ষাকালীন প্রস্তুতি মজবুত করেছে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

মালিগাঁও, ২৮ এপ্রিল ঃ উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে বর্ষাকালে সুরক্ষিত ও বাধাহীন ট্রেন চলাচল নিশ্চিত করতে একাধিক কৌশলগত প্রস্তুতিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। এই অঞ্চলে ভারী বৃষ্টিপাত, ভূমিধস ও বন্যার প্রবল ঝুঁকির জন্য, রেললাইনের অবস্থার ওপর নিরবচ্ছিন্ন নজরদারি এবং কোনো বিপদ শনাক্ত হলে তাৎক্ষণিক সতর্কতা অবলম্বন করার লক্ষ্যে ঝুঁকিপূর্ণ স্থানগুলোতে কৌশলগতভাবে স্থায়ী প্রহরী মোতায়েন করা হয়েছে। ধসপ্রবণ ও বন্যা-সংবেদনশীল এলাকাগুলিকে বাঁধ শক্তিশালীকরণ, উন্নত নিষ্কাশন ব্যবস্থা এবং প্রাকৃতিক জলপ্রবাহের পথ পরিষ্কার করার মাধ্যমে সুদৃঢ় করা হয়েছে। এছাড়াও, জলের স্তর বৃদ্ধি রিয়েল-টাইমে পর্যবেক্ষণ করার লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলিতে-বিশেষ করে পাহাড়ি এলাকাগুলিতে-জলের স্তর পরিমাপক গেজ স্থাপন করা হয়েছে। জরুরি পরিস্থিতিতে দ্রুত প্রতিক্রিয়া নিশ্চিত করার লক্ষ্যে, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহে পাথর, বালির বস্তা এবং তারের জালের মতো ত্রাণসামগ্রী মোতায়েন করেছে। 'ইমার্জেন্সি অন হুইলস' ট্রেনগুলি সম্পূর্ণরূপে সুসজ্জিত থাকে এবং যেকোনো পরিস্থিতিতে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ার জন্য কারিগরি কর্মী ও প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতিসহ প্রস্তুত রাখা হয়। ভূমিধস, রেললাইনে ধস এবং জলাবদ্ধতার মতো ঘটনাগুলি ন্যূনতম সময়ে মোকাবিলা করার লক্ষ্যে সমস্ত ডিভিশনে রেপিড রেসপন্স টীমও গঠন করা হয়েছে। এই টীমগুলিকে স্বাভাবিক কার্যক্রম শীঘ্রই বাহাল রাখার জন্য প্রশিক্ষিত করা হয়েছে, যাতে যাত্রী ও পণ্যবাহী পরিষেবার বিঘ্ন ন্যূনতম পর্যায়ে থাকে। ২০২৬ সালের বর্ষাকালীন প্রস্তুতির অংশ হিসেবে, সমস্ত ডিভিশনে কৌশলগতভাবে বিপুল পরিমাণ সামগ্রী মজুদ করা হয়েছে। লামডিং ডিভিশনে প্রায় ১০,০০০-১২,০০০ ঘনমিটার বোল্ডার এবং ২,০০০-৩,০০০ ঘনমিটার বালি। কোয়ারি ডাস্ট মজুত রয়েছে, যার পাশাপাশি ৪০,০০০-এরও বেশি সিমেন্টের বস্তা রয়েছে অন্যদিকে তিনসুকিয়া ডিভিশনে প্রায় ৪০০-৬০০ ঘনমিটার বোল্ডার, ১০০-১৫০ ঘনমিটার বালি / কোয়ারি ডাস্ট এবং ৭,০০০-এরও বেশি সিমেন্টের বস্তা রয়েছে। রঙিয়া ডিভিশন প্রায় ৬,০০০-৮,০০০ ঘনমিটার বোল্ডার এবং ১,০০০ ঘনমিটারেরও বেশি বালি / কোয়ারি ডাস্ট, সেই সাথে ৫,০০০-এরও বেশি সিমেন্টের বস্তা মজুদ করেছে। আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে ২০,০০০ ঘনমিটারেরও অধিক বোল্ডার এবং উল্লেখযোগ্য পরিমাণে অন্যান্য সামগ্রী মজুত রয়েছে অন্যদিকে, কাটিহার ডিভিশনে প্রায় ৩,০০০-৫,০০০ ঘনমিটার বোল্ডার, ৮০০-১,২০০ ঘনমিটার বালি / কোয়ারি ডাস্ট এবং ২০,০০০-এরও বেশি সিমেন্টের বস্তা রয়েছে। সামগ্রিকভাবে, সমস্ত ডিভিশনে পর্যাপ্ত স্টক উপলব্ধ রয়েছে এবং বর্ষা মৌসুমের জন্য পূর্ণ প্রস্তুতি নিশ্চিত করতে সামান্য ঘাটতিগুলি পূরণ করা হচ্ছে। এছাড়াও, সমস্ত ডিভিশনে বিভিন্ন ধারণক্ষমতার উইঞ্চ ক্রেন, জ্যাক, টিরফর এবং ট্রাইপড উপলব্ধ রয়েছে, যা উদ্ধার বা পুনরুদ্ধার অভিযানের জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকার বিষয়টি নিশ্চিত করে। অতিরিক্তভাবে, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে রিয়েল-টাইম ওয়েদার এলার্ট ও পূর্বাভাস পাওয়ার লক্ষ্যে ইন্ডিয়া মেটিওরোলজিক্যাল ডিপার্টমেন্ট (আইএমডি)-এর সাথে সমন্বিতভাবে কাজ করছে। এই সময়ে রেলওয়ের নিয়ন্ত্রণ কক্ষগুলিকে সহায়তা প্রদান করে-যা ২৪ x ৭ ঘণ্টাই সক্রিয় হয়ে থাকে-যার ফলে তারা ট্রেনের চলাচল এবং ফিল্ডে কর্মী মোতায়েন সংক্রান্ত বিষয়ে অগ্রিম সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে। যাত্রীদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে যে, অফিসিয়াল যোগাযোগ মাধ্যমগুলির মাধ্যমে হালনাগাদ তথ্য সম্পর্কে অবগত থাকে এবং রেল কর্তৃপক্ষের সাথে সহযোগিতা করে। এই ব্যাপক পদক্ষেপসমূহ কার্যকর থাকার ফলে, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে বর্ষাকালে সুরক্ষা, পরিচালনগত দক্ষতা এবং যাত্রীদের সুবিধা সুনিশ্চিত করার জন্য পূর্ণাঙ্গভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

নিরাপত্তা নিশ্ছিদ্র করতে কমিশনের নির্দেশে স্ট্রংরুমে হাজির জেলাশাসক থেকে রিটার্নিং অফিসার সকলেই

নিজস্ব প্রতিনিধি, তমলুক, ২৮ এপ্রিল ঃ প্রথম দফায় রাজ্যে ১৫২ টি আসনে ভোট হয়েছে। যার মধ্যে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার ১৬ টি বিধানসভা কেন্দ্র রয়েছে। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার ১৬ টি বিধানসভার জনতার রায় এখন ইভিএম বন্দি। আর সেই ইভিএম কেন্দ্রীয় বাহিনীর কড়া নিরাপত্তার মাধ্যমে রয়েছে স্ট্রংরুমে। চলছে সিসিটিভি নজরদারি। এসবের মাঝেই নির্বাচন কমিশনের নির্দেশে মতই স্ট্রংরুম পরিদর্শনে জেলাশাসক থেকে রিটার্নিং অফিসারেরা। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার ১৬ টি বিধানসভার ভোট গননা হবে চারটি কেন্দ্রে। তমলুক, হলদিয়া, কাঁথি ও এগরায়। চারটি মহকুমাতে একটি করে গননা কেন্দ্র রাখা হয়েছে। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার তমলুক মহকুমায় রয়েছে ছ'টি বিধানসভা। তমলুক, নন্দকুমার, চণ্ডীপুর, ময়না, পূর্ব এবং পশ্চিম পাঁশকুড়া। হলদিয়া মহকুমায় রয়েছে তিনটি বিধানসভা, মহিষাদল হলদিয়া ও নন্দীগ্রাম। কাঁথি মহকুমায় রয়েছে কাঁথি উত্তর ও দক্ষিণ এবং খেজুরি বিধানসভা কেন্দ্র। এগরা মহকুমায় রয়েছে, ভগবানপুর পটাশপুর ও এগরা বিধানসভা কেন্দ্র। তমলুক মহকুমার ভোট গণনা কেন্দ্র জেলাশাসকের অদূরে শহীদ মাতঙ্গিনী হাজরা সরকারি মহিলা কলেজ। অন্যদিকে হলদিয়া মহকুমার ভোট গণনা হবে হলদিয়া গভর্নমেন্ট স্পন্সর্ড হাইস্কুলে। কাঁথি মহাকুমায় কাঁথি প্রভাত কুমার কলেজে হবে ভোট গণনা। আর এগরা মহকুমায় এগরা ঝাটুলাল হাইস্কুলে ভোট গণনা হবে। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার জেলাশাসক নিরঞ্জন কুমার প্রতিটি গণনা কেন্দ্রের স্ট্রং রুম পরিদর্শনে যাচ্ছেন। তমলুক হলদিয়া কাঁথি এগরার গণনা কেন্দ্রে স্ট্রং রুম পরিদর্শন করেন। তিনি বলেন, নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ মতই সমস্ত পদক্ষেপ করা হচ্ছে। স্ট্রং রুমের সব ব্যবস্থা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। সেই অনুযায়ী রিপোর্ট তৈরি করা হচ্ছে। তমলুকের ভোট গণনা কেন্দ্রটি জেলা শাসক কার্যালয় চত্বরে হওয়ায় জেলা প্রশাসনের কড়া নজরদারির মধ্যে রয়েছে। এর পাশাপাশি অন্যান্য গণনা কেন্দ্রগুলিতে জেলাশাসক ও রিটার্নিং অফিসারেরা পরিদর্শন করেছেন। গণনা কেন্দ্রের পর্যাপ্ত বিদ্যুতের ব্যবস্থা, বিদ্যুতের বিকল্প ব্যবস্থা কি রয়েছে সিসিটিভি ফুটেজ রাজনৈতিক কর্মীরা পর্দায় দেখতে পাচ্ছেন কিনা সমস্ত কিছু খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

ট্রেনের কামরায় ভোট! মঙ্গলকোটে অভিনব বুথে বাড়ছে ভোটারদের আগ্রহ

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ২৮ এপ্রিল ঃ পূর্ব বর্ধমানের মঙ্গলকোটে ভোট মানেই এবার একেবারে অন্যরকম অভিজ্ঞতা। বুথে ঢুকলেই মনে হবে যেন ট্রেনের কামরায় উঠে পড়েছেন! সাগীরা গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৫৯

নম্বর বুথকে এমনভাবেই সাজিয়ে তোলা হয়েছে, যা ইতিমধ্যেই এলাকায় ব্যাপক চর্চার বিষয় হয়ে উঠেছে। নির্বাচনকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলতে এই অভিনব উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। যে ঘরে ভোটগ্রহণ হবে, সেটিকে আধুনিকভাবে সাজিয়ে ট্রেনের কামরার আদল দেওয়া হয়েছে। দূর থেকে দেখলে সত্যিই মনে হবে একটি ট্রেন দাঁড়িয়ে আছে। এই উদ্যোগের পেছনে রয়েছেন বিদ্যালযের প্রধান শিক্ষক দীপাঞ্জন সরকার। তাঁর কথায়, ভোটারদের আগ্রহ বাড়াতেই এই বিশেষ সাজসজ্জা। শুধু থিম নয়, বুথে রাখা হয়েছে বিভিন্ন পরিষেবার ব্যবস্থাও, যাতে ভোটাররা স্বাচ্ছন্দ্যে ভোট দিতে পারেন। ভোটের আগে থেকেই এই বুথ দেখতে ভিড় জমাচ্ছেন এলাকার বাসিন্দারা। অনেকেই কৌতূহল নিয়ে এসে দেখে যাচ্ছেন 'ট্রেন বুথ'। ফলে ভোটের দিন এই কেন্দ্রে ভোটারদের উপস্থিতি বাড়বে বলেই মনে করা হচ্ছে। নির্বাচন কমিশনের এই ধরনের থিম-ভিত্তিক বুথ উদ্যোগ ভোটকে আরও উৎসবমুখর করে তুলছে বলে মত স্থানীয়দের।

বাঁকুড়া মেডিক্যাল কলেজে জুনিয়র চিকিৎসকদের বিক্ষোভ, আলোচনায় মিটল অচলাবস্থা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাঁকুড়া, ২৮ এপ্রিল ঃ কর্মরত অবস্থায় এক সিনিয়র চিকিসকের বিরুদ্ধে জুনিয়র চিকিৎসককে হেনস্থার অভিযোগকে কেন্দ্র করে বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে উত্তেজনা ছড়ায়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে জুনিয়র চিকিৎসকদের একাংশ কর্মবিরতি শুরু করলে সাময়িকভাবে চিকিৎসা পরিষেবায় ব্যাঘাত ঘটে। অভিযোগ, সোমবার রাতে এক সিনিয়র চিকিৎসক দায়িত্ব পালনকালে এক জুনিয়র চিকিৎসককে মারধর করেন। এই ঘটনার প্রতিবাদে জুনিয়র চিকিৎসকেরা জরুরি বিভাগের সামনে বিক্ষোভে সামিল হন এবং অবস্থান ধর্মঘট শুরু করেন। তাঁদের দাবি ছিল, অভিযুক্ত চিকিৎসককে প্রকাশ্যে ক্ষমা চাইতে হবে। বিক্ষোভের জেরে হাসপাতালের পরিষেবায় কিছুটা প্রভাব পড়ে এবং এলাকায় উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। মঙ্গলবার সকালেও সেই উত্তেজনার রেশ ছিল। তবে পরে কলেজ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। এই বিষয়ে কলেজের অধ্যক্ষ ডা. পঞ্চানন কুন্ডু জানান, গত রাতের ঘটনাকে কেন্দ্র করে যে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল, তা মিটে গেছে। সব চিকিৎসক কাজে ফিরে গিয়েছেন এবং বর্তমানে পরিস্থিতি স্বাভাবিক।

দুর্গাপুরে বাসের অভাবে ক্ষোভে ভোটকর্মীরা, সিটি সেন্টারে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, দুর্গাপুর, ২৮ এপ্রিল ঃ পর্যাপ্ত বাসের অভাবে চরম ভোগান্তির শিকার হলেন ভোটকর্মীরা। দ্বিতীয় দফার ভোটের ডিউটিতে যাওয়ার আগে দুর্গাপুরের সিটি সেঃটার বাসস্ট্যান্ডে মঙ্গলবার ক্ষোভে ফেটে পড়েন তাঁরা। সূত্রের খবর, কমিশনের নির্দেশে ভোর পাঁচটার মধ্যে ভোটকর্মীদের বাসস্ট্যান্ডে পৌঁছাতে বলা হয়েছিল। কিন্তু সেখানে এসে দেখা যায় পর্যাপ্ত বাস নেই। কারও ডিউটি বারাসাত, কারও ক্যানিং-ডিসিআরসি কেন্দ্রে পৌঁছানোর জন্য দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করতে হয় তাঁদের। নির্ধারিত সময় পেরিয়ে যাওয়ায় উদ্বেগ বাড়তে থাকে ভোটকর্মীদের মধ্যে। অভিযোগ, আসানসোল- দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চল থেকে প্রায় ৪,৭৮১ জন ভোটকর্মীকে বিভিন্ন জেলায় পাঠানোর জন্য যথেষ্ট পরিবহণের ব্যবস্থা করা হয়নি। এর জেরে সকাল থেকেই বাসস্ট্যান্ডে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। একাংশ ভোটকর্মী রাস্তায় বসে বিক্ষোভও দেখান। ক্ষুব্ধ ভোটকর্মী সমীর দাস বলেন, সকাল নটা পেরিয়ে গেলেও বুঝতে পারছি না কীভাবে ডিসিআরসি কেন্দ্রে পৌঁছাব। ক্যানিংয়ে ডিউটি পড়েছে, কিন্তু যাওয়ার ব্যবস্থা নেই। এভাবে ডিউটি করা অত্যন্ত কঠিন। পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হয় সকাল প্রায় দশটার পর, যখন ধীরে ধীরে সব ভোটকর্মীদের নিয়ে বাস ছাড়তে শুরু করে।

তাজা বোমা উদ্ধার, চাঞ্চল্য সাগরদিঘির চাঁদপাড়ায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুর্শিদাবাদ, ২৮ এপ্রিল ঃ ব্যাগভর্তি তাজা বোমা উদ্ধারের ঘটনাকে কেঃদ্র করে চাঞ্চল্য ছড়াল মুর্শিদাবাদের সাগরদিঘি থানার চাঁদপাড়া এলাকায়। মঙ্গলবার সকালে স্থানীয় বাসিন্দারা একটি সন্দেহজনক ব্যাগ রাস্তার ধারে পড়ে থাকতে দেখে আতঙ্কিত হয়ে পুলিশে খবর দেন। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় সাগরদিঘি থানার পুলিশ।পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ব্যাগটি পরীক্ষা করে তার ভিতর থেকে একাধিক তাজা বোমা উদ্ধার হয়। এরপরই নিরাপত্তার স্বার্থে গোটা এলাকা ঘিরে ফেলে পুলিশ। সাধারণ মানুষকে নিরাপদ দূরত্বে সরিয়ে দেওয়া হয় এবং এলাকায় নজরদারি আরও জোরদার করা হয়। ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, উদ্ধার হওয়া বোমাগুলি নিষ্ক্রিয় করার জন্য বোম স্কোয়াডকে খবর দেওয়া হয়েছে। বিশেষজ্ঞ দল এসে বোমাগুলি নিরাপদে নিষ্ক্রিয় করার কাজ করবে। প্রাথমিকভাবে অনুমান, দুষ্কৃতীরা কোনও অসৎ উদ্দেশ্যে বোমাগুলি সেখানে মজুত করে রেখে গিয়েছিল। তবে কারা এই ঘটনার সঙ্গে জ।তি এবং কী উদ্দেশ্যে ওই এলাকায় বোমা রাখা হয়েছিল, তা খতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। ঘটনার পর এলাকায় পুলিশি টহল বাড়ানো হয়েছে।

পরিবেশ-বান্ধব বায়ো-গ্যাস উদ্যোগের মাধ্যমে 'বর্জ্যহীন' মাইলফলক অর্জন করল শিয়ালদহ বিভাগ

কলকাতা, ২৮ এপ্রিল ঃ পরিবেশগত স্থায়িত্ব এবং 'বর্জ্যহীন' ব্যবস্থাপনার দিকে এক উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ হিসেবে, শিয়ালদহ বিভাগ সফলভাবে নারকেলডাঙ্গায় একটি অত্যাধুনিক বায়ো-গ্যাস প্ল্যান্ট চালু করেছে। বর্তমানে পরীক্ষামূলক পর্যায়ে থাকা এই পরিবেশ-বান্ধব বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সমাধানটি, প্রতিদিনের জৈব বর্জ্যকে পরিচ্ছন্ন শক্তিংতে রূপান্তরিত করার মাধ্যমে একটি 'বৃত্তাকার অর্থনীতির' দিকে এক বিশাল অগ্রগতির প্রতিনিধিত্ব করছে। এই প্ল্যান্টটি প্রতিদিন ২৫০ কেজি জৈব বর্জ্য প্রক্রিয়াজাত করার উপযোগী করে তৈরি করা হয়েছে এই বর্জ্য মূলতঃ আরপিএফ মেস, নারকেলডাঙ্গা কলোনি এবং শিয়ালদহ স্টেশন থেকে সংগ্রহ করা হয়। 'অ্যানারোবিক ডাইজেশন' বা অবাত পচন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে, প্ল্যান্টটি খাবারের উচ্ছিষ্ট ও সবজির খোসাকে ১০-১২ কেজি মিথেন- সমৃদ্ধ বায়ো-গ্যাসে রূপান্তরিত করে, যা প্রচলিত জ্বালানির একটি টেকসই বিকল্প হিসেবে কাজ করে। সর্বোচ্চ দক্ষতা নিশ্চিত করতে এই প্ল্যান্টটি একটি সুবিন্যস্ত ও গন্ধহীন কার্যপদ্ধতি অনুসরণ করেঃ ১. প্রাক-প্রক্রিয়াজাতকরণ (Pre-processing)- খাবারের বর্জ্যকে পিষে একটি মিহি মণ্ড বা পাল্পে পরিণত করা হয়। ২. স্লারি তৈরি- মণ্ডটির সাথে জল মিশিয়ে একটি সমসত্ত্ব তরল তৈরি করা হয়। ৩. গাঁজন (Fermentation)- একটি বায়ুরোধী 'ডাইজেস্টার ট্যাঙ্কে' বিশেষ ধরণের ব্যাকটেরিয়া অক্সিজেনের অনুপস্থিতিতে জৈব পদার্থগুলোকে ভেঙে গ্যাস উৎপাদন করে। ৪. দ্বৈত উৎপাদন- এটি রান্নার চুলার জন্য নবায়নযোগ্য জ্বালানি এবং কলোনির বাগানের জন্য তরল জৈব সার-উভয়ই উৎপাদন করে। ৫. ব্যয়-সাশ্রয়- এর ফলে এলপিজি বাবদ খরচ এবং বাগানের সারের খরচ উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পায়। শুধুমাত্র খরচ সাশ্রয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ না থেকে, এই প্রকল্পটি দেশের 'বৃত্তাকার অর্থনীতির' জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গির সাথেও সামঞ্জস্যপূর্ণ। প্রতিদিন ২৫০ কেজি বর্জ্যকে ভাগাড় বা ল্যান্ডফিল থেকে সরিয়ে নিয়ে শিয়ালদহ বিভাগ তাদের 'কার্বন ফুটপ্রিন্ট' বা কার্বন পদচিহ্ন ব্যাপকভাবে হ্রাস করছে এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় ১০০ শতাংশ প্রাকৃতিক মানদণ্ড নিশ্চিত করছে। এই উদ্যোগটি রেলওয়ে পরিচালনার ক্ষেত্রে পরিবেশ- বান্ধব প্রযুক্তিকে একীভূত করার বিষয়ে শিয়ালদহ বিভাগের কৌশলগত গুরুত্বকেই তুলে ধরে এর মাধ্যমে নিশ্চিত করা হয় যে, বর্জ্য আর কোনো বোঝা বা দায় নয়, বরং একটি মূল্যবান সম্পদ।

পূর্ব রেলের স্বচ্ছতা মহোৎসবঃ রেললাইনকে আবর্জনামুক্ত করার সংকল্পে পূর্ব রেল

কলকাতা, ২৮ এপ্রিল ঃ রেললাইনের ওপর চাকার ছন্দবদ্ধ আওয়াজের সাথে এই মাসে যুক্ত হয়েছে এক নতুন শক্তিশালী সুরঃ

'এক কদম স্বচ্ছতার দিকে' স্লোগান এবং হাজার হাজার স্বেচ্ছাসেবীর দৃঢ় সংকল্প। গত ১৫ এপ্রিল থেকে শুরু হওয়া মাসব্যাপী এক বিশাল স্বচ্ছতা অভিযান এখন মধ্যগগনে, যা চলবে আগামী ১৪ মে পর্যন্ত। পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার মিলিন্দ দেউসকর-এর প্রত্যক্ষ নেতৃত্বে এই মহৎ মিশন এগিয়ে চলেছে, যার দূরদর্শী চিন্তাভাবনা সংগঠনের প্রতিটি স্তরকে সচল করে তুলেছে। উচ্চপদস্থ দপ্তর থেকে শুরু করে প্ল্যাটফর্ম পর্যন্ত-শিয়ালদহ, হাওড়া, আসানসোল এবং মালদার ডিআরএম-রা ২৪ ঘণ্টা এই অগ্রগতির ওপর নজর রাখছেন। এই কাজে তাঁদের নিরলসভাবে সহায়তা করছে এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড হাউসকিপিং ম্যানেজমেন্ট (EnHM) এবং চারটি ডিভিশনের বিভিন্ন বিভাগ। এই অভিযানের প্রকৃত চালিকাশক্তি হলো পূর্ব রেল ভারত স্কাউটস অ্যান্ড গাইডস, যারা পরিচ্ছন্নতাকে একটি পারিবারিক আলোচনায় পরিণত করতে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছে। গত ২৭ ও ২৮ এপ্রিল বিভিন্ন স্থানে এই উদ্দীপনা তুঙ্গে পৌঁছায়। শিয়ালদহ জেলায়, বারাকপুর গ্রুপ বারাকপুর হনুমান মন্দির এবং স্থানীয় স্টেশন চত্বরে সচেতনতা অভিযান চালিয়ে স্বাস্থ্যবিধি ও নাগরিক কর্তব্যের প্রচার সফলভাবে সম্পন্ন করেছে। কাছেই বিবেকানন্দ গ্রুপের আট সদস্যের একটি দল বি.বি.ডি. বাগ রেলওয়ে স্টেশনে গিয়ে যাত্রীদের সাথে ট্র্যাক বা রেললাইন আবর্জনামুক্ত রাখার গুরুত্ব নিয়ে কথা বলেন। একইসঙ্গে বারাসত গ্রুপ এবং নৈহাটি গ্রুপ সরাসরি সাধারণ মানুষের কাছে বার্তা পৌঁছে দিয়েছে নৈহাটি গ্রুপ চলন্ত ট্রেনে সচেতনতামূলক সেশনের আয়োজন করে যাত্রীদের কাছে এই বার্তা পৌঁছে দিয়েছে। কাঁচরাপাড়া জেলা অ্যাসোসিয়েশনও একইভাবে রূপান্তরমূলক কাজ করেছে। সাউথ গ্রুপের ৫৫ জন সদস্য দিনটি শুরু করেন কাঁচরাপাড়া ওয়ার্কশপ এলাকা পরিস্কার করে এবং প্লাস্টিক বর্জ্য পৃথকীকরণের মাধ্যমে। এরপর গাইড সেকশন রেল নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যবিধির ওপর একটি আকর্ষণীয় পথনাটিকা পরিবেশন করে। অফিসার্স কলোনি গ্রুপ ৪৬ জন সদস্য ও দুই ইউনিট লিডারকে নিয়ে এই অভিযানকে সৃজনশীলতার এক অন্য মাত্রায় নিয়ে যায়। তারা রোভার এবং রেঞ্জারদের জন্য পোস্টার তৈরির প্রতিযোগিতার আয়োজন করে স্বচ্ছতাকে শিল্পের রূপ দেয়। এরপর কল্যাণী প্ল্যাটফর্মে থুতু ফেলা এবং অবহেলার কুফল নিয়ে ব্যঙ্গাত্মক পথনাটিকা প্রদর্শন করা হয়। চিত্তরঞ্জন ও মধুপুর জংশনের মধ্যবর্তী পথে ৬৩৫০৯ নম্বর ট্রেনের কামরাগুলোকে স্বেচ্ছাসেবীরা 'ভ্রাম্যমাণ শ্রেণীকক্ষে' পরিণত করেন, যাতে 'স্বচ্ছ ভারত, সবুজ ভারত'-এর বার্তা লোকোমোটিভের মতোই দ্রুত গতিতে ছড়িয়ে পড়ে। পুরো উদ্যোগটি যাত্রীদের স্বার্থকে কেন্দ্র করেই তৈরি করা হয়েছে, কারণ একটি পরিচ্ছন্ন স্টেশন এবং স্বাস্থ্যকর কামরা সরাসরি ভ্রমণ অভিজ্ঞতাকে আরও উন্নত ও মর্যাদাপূর্ণ করে তোলে। তবে রেল প্রশাসন স্পষ্ট করে জানিয়েছে যে, উন্নত প্রযুক্তিও সাধারণ মানুষের সচেতনতার বিকল্প হতে পারে না। একটি 'স্বচ্ছ রেল' একটি যৌথ স্বপ্ন যা তখনই সফল হবে যখন যাত্রীরা কোচ এবং ট্র্যাককে নিজেদের বাড়ির মতো সম্মান করবেন। ডাস্টবিনের সঠিক ব্যবহার এবং প্লাস্টিক বর্জনে যাত্রীদের সক্রিয় সহযোগিতা ছাড়া এই লক্ষ্য পূরণ অসম্ভব। বিগত দুই দিনের সাফল্যের কথা উল্লেখ করে পূর্ব রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক শিবরাম মাঝি জনসাধারণের উদ্দেশ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ বার্তা দিয়েছেন। তিনি জানান যে, জেনারেল ম্যানেজার মিলিন্দ দেউসকর-এর নির্দেশনায় রেলকর্মী এবং ভারত স্কাউটস অ্যান্ড গাইডস দিনরাত কাজ করলেও, এই মাসব্যাপী ম্যারাথনের চূড়ান্ত সাফল্য নির্ভর করছে যাত্রীদের হাতেই। তিনি জোর দিয়ে বলেন যে, রেলওয়ে একটি জাতীয় সম্পদ। যাত্রীদের সম্মিলিত দায়িত্ববোধ এবং সচেতনতার মাধ্যমেই আমরা আমাদের স্টেশনগুলোকে একটি উন্নত দেশ গঠনের লক্ষ্যে বিশ্বমানের ও স্বাস্থ্যকর কেন্দ্রে রূপান্তরিত করতে পারি।

মন্তেশ্বরে পথ দুর্ঘটনায় মৃত মহিলা, আহত এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, মন্তেশ্বর, ২৮ এপ্রিল ঃ পূর্ব বর্ধমান জেলার মন্তেশ্বরে এক মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন স্ত্রী, আর হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন স্বামী। মঙ্গলবার সকালে মন্তেশ্বরের কুসুমগ্রাম- মালডাঙ্গা রোডের ঘোষপাড়া এলাকায় এই দুর্ঘটনাটি ঘটে। জানা গিয়েছে, মৃতের নাম শুভ্রা মণ্ডল। তাঁর স্বামী সুমিত মণ্ডল গুরুতর জখম অবস্থায় বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। দম্পতির আদি বাড়ি মন্তেশ্বরে হলেও কর্মসূত্রে তাঁরা হিন্দমোটরে থাকতেন। বুধবার দ্বিতীয় দফার নির্বাচনে ভোট দেওয়ার জন্যই এদিন সকালে বাইকে চেপে কলকাতা থেকে গ্রামের বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছিলেন তাঁরা। দীর্ঘ পথ অতিক্রম করার পর বাড়ির খুব কাছেই কুসুমগ্রাম- মালডাঙ্গা রোডে তাঁদের বাইকটি দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। স্থানীয় বাসিন্দা ও পুলিশ তাঁদের উদ্ধার করে মন্তেশ্বর ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে গেলে চিকিৎসক শুভ্রা মণ্ডলকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। সুমিত মণ্ডলের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাঁকে দ্রুত বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়।

জিপিএস নজরদারিতে ভোটযান! পূর্ব বর্ধমানে নজিরবিহীন পদক্ষেপ নির্বাচন কমিশনের

নিজস্ব প্রতিনিধি, বর্ধমান, ২৮ এপ্রিল ঃ ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনকে অবাধ ও শান্তিপূর্ণ করতে একাধিক কড়া পদক্ষেপ নিয়েছে নির্বাচন কমিশন। রাজ্যে দ্বিতীয় দফার ভোটের আগে মঙ্গলবার প্রশাসনিক তৎপরতা ছিল তুঙ্গে। বিশেষ করে ভোটকর্মীদের নিরাপত্তা এবং ইভিএম ও ভিভিপ্যাট মেশিনের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে নেওয়া হয়েছে এক অভিনব উদ্যোগ। এবার ডিসিআরসি থেকে বুথে ভোটকর্মীদের নিয়ে যাওয়া এবং ভোট শেষে তাদের ফেরানোর কাজে ব্যবহৃত প্রতিটি যানবাহনে জিপিএস ট্র্যাকার বসানো বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। কমিশনের এই সিদ্ধান্তের ফলে যাতায়াতের পথে কোনও অনিয়ম বা অপ্রীতিকর ঘটনা রোধ করা সহজ হবে বলে মনে করা হচ্ছে। পূর্ব বর্ধমান জেলায় ২৭ এপ্রিল থেকেই এই প্রযুক্তি বসানোর কাজ শুরু হয়। বর্ধমানের ইউআইটি সংলগ্ন ডিসিআরসি সেন্টারে ২৮ এপ্রিল সকাল থেকে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে থাকা গাড়িগুলিতে জিপিএস ডিভাইস ইনস্টল করা হয়। কেন্দ্রীয় বাহিনীর গাড়ি থেকে শুরু করে সেক্টর অফিসার এবং ভোটকর্মীদের বহনকারী সব যানই এখন সরাসরি নজরদারির আওতায়। প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, কন্ট্রোল রুম থেকে প্রতিটি গাড়ির অবস্থান রিয়েল- টাইমে পর্যবেক্ষণ করা যাবে। ডিভাইসগুলিতে সিম কার্ড যুক্ত থাকছে এবং কিউআর কোড স্ক্যান করে একটি নির্দিষ্ট মোবাইল অ্যাপের সঙ্গে সংযুক্ত করা হচ্ছে। সেখানে গাড়ির নম্বর, চালকের নামসহ যাবতীয় তথ্য নথিভুক্ত থাকছে। ফলে কোনও গাড়ি নির্ধারিত রুট থেকে সরে গেলে বা দীর্ঘক্ষণ কোথাও দাঁড়িয়ে থাকলে সঙ্গে সঙ্গেই সতর্কবার্তা পৌঁছে যাবে কমিশনের কাছে। এতে ভোটকর্মীদের নিরাপত্তা যেমন বাড়বে, তেমনই নির্বাচনী সরঞ্জাম নিয়ে কারচুপির আশঙ্কাও অনেকটাই কমবে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্ট মহল। জেলা নির্বাচন দপ্তর সূত্রে খবর, প্রায় ২৯০০টি গাড়িতে এই জিপিএস ডিভাইস বসানো হয়েছে। ভোটের পর ইভিএম ও ভিভিপ্যাট স্ট্রং রুমে নিয়ে যাওয়ার সময়ও প্রতিটি গাড়ির গতিবিধি নজরে রাখা হবে। কোনও দুর্ঘটনা বা যান্ত্রিক ত্রুটি ঘটলেও দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব হবে। রাজনৈতিক মহলের মতে, এত কড়া প্রযুক্তিনির্ভর নজরদারি আগে খুব একটা দেখা যায়নি। বিরোধীদের দীর্ঘদিনের নিরাপত্তা সংক্রান্ত অভিযোগের প্রেক্ষিতেই এই পদক্ষেপ কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন থাকলেও-সাধারণ মানুষের কাছে এই উদ্যোগ ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে।

বিজেপি কর্মীর মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, পশ্চিম মেদিনীপুর, ২৮ এপ্রিল ঃ পশ্চিম মেদিনীপুরের মোহনপুর এলাকায় রাজনৈতিক সংঘর্ষে আহত এক বিজেপি কর্মীর মৃত্যু হয়েছে। বিজেপির অভিযোগ, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবেই এই হামলা চালানো হয়েছিল। মৃত কর্মীর নাম নগেন গিরি। তিনি পূর্ব মেদিনীপুর জেলার এগরা এলাকার বরিদা গ্রাম পঞ্চায়েতের বর্তমানা গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন। জানা গেছে, গত ২১ এপ্রিল একটি বাইক মিছিলে অংশ নিতে গিয়েছিলেন তিনি। অভিযোগ, সেই সময় একদল দুষ্কৃতী ওই মিছিলে অস্ত্র ব্যবহার করে বলে জানা গেছে, যার ফলে নগেন গিরি সহ বেশ কয়েকজন গুরুতর আহত হন। আহত অবস্থায় তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। দীর্ঘ কয়েকদিন চিকিৎসাধীন থাকার পর সোমবার রাতে তাঁর মৃত্যু হয়।

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে - টেন্ডার

টেন্ডার বাতিল

সিনিয়ার ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার (কো.), দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, আদ্রা কর্তৃক পূর্বে প্রকাশিত **এনআইটি নংঃ ই-ডিআরএম-ইএনজিজি-আদ্রা-২০-২৬, তারিখঃ ২০.০৪.২০২৬,** যেটি বন্ধের তারিখ ১৮.০৫.২০২৬। প্রশাসনিক কারণে উপরোক্ত টেন্ডার **বাতিল** করা হল। মূল টেন্ডার বিজ্ঞপ্তির অন্যান্য নিয়ম ও শর্তাবলী অপরিবর্তিত থাকবে। **(PR-97C)**

NIQ& NIT, Govt. of West Bengal.

Tender is hereby invited by the Executive Engineer, PWD, Kolkata IT Division, Main Block, Ground Floor, Writers' Buildings, Kolkata-700001 from the eligible contractors for the following works.
1. Name of Work: "Provision for temporary IT infrastructure arrangement for the programme to be attended by VVIP in connection with the celebration programme of Bengali New Year and State Foundation Day of Himachal Pradesh to be held on 15th April 2026 and 18th April, 2026 respectively at Lok Bhavan, Kolkata" **[Job No. KIT/RW/020 of 26-27] SHORT NOTICE INVITING QUOTATION (No-008/KIT/Q of 26-27)** Bid Submission Closing : **30.04.2026 up to 05.00 PM**
2. Name of Work: "Provision for temporary High Speed internet service for the programme to be attended by VVIP in connection with the celebration programme of Bengali New Year and State Foundation Day of Himachal Pradesh to be held on 15th April 2026 and 18th April, 2026 respectively at Lok Bhavan, Kolkata" **[Job No. KIT/RW/021 of 26-27] SHORT NOTICE INVITING QUOTATION (No-009/KIT/Q of 26-27)** Bid Submission Closing : **30.04.2026 up to 05.00 PM**
3. Name of Work: "Renewal of annual bandwidth charges for Dedicated Internet Leased Line Connectivity for PWD Building complex, Deshbandhunagar, Baguiati, Kolkata-700 059. **[Job No: KIT/OW/005 of 26-27]" e-TENDER No. WBPWD/EEKIT/E-NIT-015/T/26-27 Tender ID: 2026_WBPWD_5013815_1** Bid Submission Closing : **14.05.2026 up to 03.00 PM**
4. Name of Work: "Renewal of annual bandwidth charges for Dedicated Internet Leased Line Connectivity for The PWD Offices at KIT & KIT Annexe Building, p-16, India Exchange Place (Extn) Kolkata-700 073 : Primary Feed. **[Job No: KIT/OW/006 of 26-27]" e-TENDER No. WBPWD/EEKIT/E-NIT-016/T/26-27 Tender ID: 2026_WBPWD_5013816_1** Bid Submission Closing : **14.05.2026 up to 03.00 PM**
5. Name of Work: "Renewal of annual bandwidth charges for Dedicated Internet Leased Line Connectivity for The PWD Offices at KIT & KIT Annexe Building, p-16, India Exchange Place (Extn) Kolkata-700 073 : Backup Feed. **[Job No: KIT/OW/007 of 26-27]" e-TENDER No. WBPWD/EEKIT/E-NIT-017/T/26-27 Tender ID: 2026_WBPWD_5013817_1** Bid Submission Closing : **14.05.2026 up to 03.00 PM**
6. Name of Work: "Annual Maintenance of CCTV Surveillance System Installed at State Archives at 6, Bhawani Dutta Lane, Kolkata - 700 073 and 43, Shakespeare, Sarani, Kolkata- 700 017 for 01(One) Year. **[Job No: KIT/OW/008 of 26-27]" e-TENDER No. WBPWD/EEKIT/E-NIT-018/T/26-27 Tender ID: 2026_WBPWD_5013818_1** Bid Submission Closing : **14.05.2026 up to 03.00 PM** . Corrigendum or Addendum if issued will be published only on website.

Sd/-
Executive Engineer, PWD
Kolkata IT Division

এম. কে. জে. ডেভেলপারস লিমিটেড

নিবন্ধিত কার্যালয়ঃ 'সাগর এস্টেট', ৪র্থ তলা, ২, ক্লাইভ ঘাট স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০০১
ফোনঃ০৩৩-২২৩০-৪৫৭১ /৭২ /৭৩, ফ্যাক্সঃ ০৩৩-২২৪৮-৭৬৬৯, ২২৪৩-৪৭৩৬
ই-মেইলঃ mkjrls@keventer.com, ওয়েবসাইটঃ www.mkjdevelopers.in,
CIN No: L45209WB1983PLC035740

ডাক ব্যালট এবং ই- ভোটিং-এর ফলাফল

এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ১১০ এবং এর সাথে পঠিত কোম্পানি (ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন) বিধিমালা, ২০১৪ (সংশোধিত)-এর বিধান অনুযায়ী, কলকাতা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড থেকে MKJ Developers Ltd.-এর ইকুইটি শেয়ারসমূহের স্বেচ্ছামূলক তালিকাচ্যুতির লক্ষ্যে একটি বিশেষ প্রস্তাবের মাধ্যমে ডাক-ভোটের মাধ্যমে শেয়ারহোল্ডারদের অনুমোদন চাওয়া হয়েছিল এ বিষয়ে ১৮ মার্চ, ২০২৬ তারিখের একটি ডাক-ভোট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে অবহিত করা হয়েছিল। ডাক-ভোট ফর্ম গ্রহণ এবং ই-ভোটিং-এর শেষ তারিখ ছিল ২৫ এপ্রিল, ২০২৬।

এতদ্বারা আরও জানানো যাচ্ছে যে, স্ক্রুটিনাইজার ২৭ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে ডাক-ভোট সংক্রান্ত তাঁর প্রতিবেদন জমা দিয়েছেন কোম্পানির পরিচালক শ্রী হরিকিশ্বর সাহ (DIN: 00214759) উক্ত প্রতিবেদনটি গ্রহণ ও পর্যালোচনা করেছেন। স্ক্রুটিনাইজারের প্রতিবেদনের ওপর ভিত্তি করে, কোম্পানির পরিচালক শ্রী হরিকিশ্বর সাহ (DIN: 00214759) ২৮ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে সকাল ১১.০০ ঘটিকায় কোম্পানির নিবন্ধিত কার্যালয়ে ডাক-ভোটের ফলাফল ঘোষণা করেছেন। ঘোষণায় তিনি উল্লেখ করেন যে, শেয়ারহোল্ডারগণ কলকাতা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড-যা ছিল একমাত্র স্টক এক্সচেঞ্জ যেখানে কোম্পানির ইকুইটি শেয়ারসমূহ তালিকাভুক্ত ছিল-সেখান থেকে কোম্পানির ইকুইটি শেয়ারসমূহের স্বেচ্ছামূলক তালিকাচ্যুতির বিশেষ প্রস্তাবটিতে তাঁদের সম্মতি প্রদান করেছেন।

২৭ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখের স্ক্রুটিনাইজারের প্রতিবেদনের ওপর ভিত্তি করে, চেয়ারম্যান ডাক-ভোটের ফলাফল নিম্নরূপভাবে ঘোষণা করেছেনঃ -

আইটেম নং	বিশেষ প্রস্তাবের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	মোট বৈধ ভোটের সংখ্যা	মোড	পক্ষে প্রদত্ত মোট ভোট		বিপক্ষে প্রদত্ত মোট ভোট	
				শেয়ার সংখ্যা	ভোটের হার	শেয়ার সংখ্যা	ভোটের হার
১	SEBI (ইক্যুইটি শেয়ারের তালিকাভুক্তি বাতিলকরণ) প্রবিধানমালা, ২০২১ (সংশোধিত)-এর বিধান অনুযায়ী, দ্য ক্যালকাটা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড-যেখানে কোম্পানির শেয়ারসমূহ তালিকাভুক্ত রয়েছে-সেখান থেকে কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ারসমূহের স্বেচ্ছাকৃত তালিকাভুক্তি বাতিলের লক্ষ্যে বিশেষ প্রস্তাব।	৩৬	ভৌত	--	--	শূণ্য	শূণ্য
			ইলেকট্রনিক	২২,৭৭,১৬৪	১০০ শতাংশ	শূণ্য	শূণ্য
			মোট	২২,৭৭,১৬৪	১০০ শতাংশ	শূণ্য	শূণ্য

তদনুসারে, উপরোক্ত বিশেষ প্রস্তাবটি প্রয়োজনীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতায় গৃহীত হয়েছে। স্ক্রুটিনাইজার কর্তৃক ডাক-ভোট এবং ই-ভোটিং-এর ফলাফল ঘোষণার তারিখ হলো ২৭ এপ্রিল, ২০২৬ তবে বিশেষ প্রস্তাবটি ২৫ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে-যা ডাক-ভোট বা ই-ভোটিং গ্রহণের সর্বশেষ দিন-গৃহীত হয়েছে বলে গণ্য করা হবে। ডাক-ভোট এবং ই-ভোটিং-এর ফলাফল স্ক্রুটিনাইজারের প্রতিবেদনের সাথে NSDL-এর ওয়েবসাইটে প্রদর্শন করা হয়েছে এবং যে স্টক এক্সচেঞ্জে কোম্পানির শেয়ার তালিকাভুক্ত রয়েছে, সেখানে তা অবহিত করা হয়েছে।

বোর্ডের আদেশনুসারে,
এমকেজে ডেভেলপারস লিমিটেড
স্বাক্ষর /- হরিকেশ্বর সাহ
পরিচালক
DIN: 00214759

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ২৮ ।০৪ ।২০২৬

ইউনিটি স্মল ফাইন্যান্স ব্যাঙ্ক লিমিটেড

UNITY Small Finance Bank

কর্পোরেট অফিসঃ সেন্ট্রাম হাউজ, বিদ্যানগরী মার্গ, কালিনা, সান্তাক্রুজ (পূর্ব) মুম্বই-৪০০০৯৮

প্রতীকী দখলের নোটিশ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য) বিধি ৮(১) দেখুন

যদিও, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর বিধি ৩ এর সাথে পঠিত ধারা ১৩(১২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে, ইউনিটি স্মল ফাইন্যান্স ব্যাংক লিমিটেডের অনুমোদিত কর্মকর্তা হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী, এখানে উল্লেখিত তারিখে ডিমান্ড নোটিশ জারি করেছেন, যেখানে নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা/জামিনদারদের নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করার আহ্বান জানানো হয়েছে। নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা/জামিনদারগণ অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা/জামিনদারগণ এবং জনসাধারণকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ধারা ১৩(৪) এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর বিধি ৮ এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন। ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা/জামিনদারগণ বিশেষ করে জনসাধারণকে সতর্ক করা হচ্ছে যে, নিম্নে বর্ণিত সম্পত্তির সাথে লেনদেন না করার জন্য এবং উক্ত সম্পত্তির সাথে যেকোনো লেনদেনের জন্য ইউনিটি স্মল ফাইন্যান্স ব্যাংক লিমিটেডকে এখানে উল্লেখিত পরিমাণ এবং তার উপর সুদের জন্য চার্জ করা হবে। ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা/জামিনদারগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে যে, আইনের ধারা-১৩ এর উপ-ধারা ৮ এর বিধানাবলী, উপলব্ধ সময়ের সাথে সাথে, সুরক্ষিত সম্পদ উদ্ধার করার জন্য।

ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা/জামিনদারের নাম এবং ঋণ অ্যাকাউন্ট নম্বর	চাহিদা বিজ্ঞপ্তি এবং বকেয়া পরিমাণের তারিখ
১. জয় মা কালী শঙ্খ ভান্ডার (ঋণগ্রহীতা) দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করেছেন স্বপন দাস গ্রাম- আম্বৌলা, পাড়া- আম্বৌলা, থানা- গাইঘাটা, পোস্ট- নাটাগ্রাম, উত্তর ২৪ পরগণা পশ্চিমবঙ্গ ৭৪৩২৪৯ এছাড়াও মৌজা- আম্বৌলা, জে. এল. নং- ১৭, এল.আর. খতিয়ান নং- ৭৯০, ৫৫৩, ২৪৮, ১৩৪৭/২, আর.এস. দাগ নং- ২৪৭৫, থানা- গাইঘাটা, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, ধর্মপুরের অধীনে (i) গ্রাম পঞ্চায়েত, কোড- ৭৪৩২৪৯, উত্তর ২৪ পরগণা পশ্চিমবঙ্গ ৭৪৩২৪৯ এছাড়াও মৌজা- আম্বৌলা, জে.এল. নং ১৭ এলআর খতিয়ান নং ১৩৪৭/২ আরএস এবং এলআর এর অধীনে সম্পর্কিত দাগ নং ২৪৭৫ ধর্মপুর নং ১ গ্রাম পঞ্চায়েতের স্থানীয় সীমার মধ্যে, গাইঘাটা থানার অধীনে, উত্তর ২৪ পরগনা জেলায়, পিন- ৭৪৩২৪৯। ২. স্বপন দাস (সহ-ঋণগ্রহীতা ও বন্ধক) নাটাগ্রাম আম্বৌলা গাইঘাটা উত্তর ২৪ পরগনা, আম্বৌলা ইন্ডিয়ান অয়েল পাম্প উত্তর ২৪ পরগনা পশ্চিমবঙ্গ। ৩. ডালি দাস (সহ-ঋণগ্রহীতা) আম্বৌলা, উত্তর ২৪ পরগনা, আম্বৌলা ইন্ডিয়ান অয়েল পাম্প উত্তর ২৪ পরগনা পশ্চিমবঙ্গ ৭৪৩২৪৯। ৪. জয় মা কালী লটারি কেন্দ্র (সহ-ঋণগ্রহীতা) অফিস ব্যবসার ঠিকানা গ্রাম- কালাসিমা বাজার, পাড়া- পাতাবুকা, থানা- গাইঘাটা, নৌগ্রাম, নৌগ্রাম দাগ-২৪৭৫, কালাসিমা বাজার উত্তর ২৪ পরগণা পশ্চিমবঙ্গ ৭৪৩২৪৯। লোন অ্যাকাউন্ট নম্বরঃ USFBKOLLOAN000005012295। প্রতীকী দখল গ্রহণের তারিখ- ২৭-০৪-২০২৬	তারিখ ০৭.১১.২০২৫-এর দাবিনামা, যার পরিমাণ ২৬,৭৭,০৪০.৭৪/- টাকা (ছাব্বিশ লক্ষ সাতাত্তর হাজার চল্লিশ টাকা চুয়াত্তর পয়সা)-যা ০৫.১১.২০২৫ তারিখের হিসাব অনুযায়ী প্রযোজ্য সুদ ও অন্যান্য চার্জসহ ধার্য।

বন্ধককৃত/নিরাপত্তা হিসেবে রাখা সম্পত্তি(সমূহ)-এর বিবরণঃ মৌজা-আম্বৌলা, জে.এল. নং ১৭, তৌজি নং ১৭-এর অন্তর্গত এবং আর.এস. ও এল.আর. দাগ নং ২৪৭৫-এর অধীনস্থ এল.আর. খতিয়ান নং ৭৯০, ৫৫৩ এবং ২৪৮-এর সাথে সংশ্লিষ্ট, উত্তর ২৪ পরগনা জেলার গাইঘাটা থানার অন্তর্গত ধর্মপুর নং ১ গ্রাম পঞ্চায়েতের স্থানীয় সীমানার মধ্যে অবস্থিত, ২ কাঠা ৬ ছটাক ৩৪ বর্গফুট (যা ৪ ডেসিমেলের সমতুল্য-পরিমাপে সামান্য কম বা বেশি হতে পারে) আয়তনের দালান-কোঠাসহ সম্পূর্ণ জমিটি যার চারদিকের সীমানা নিম্নরূপ-উত্তরেঃ আর.এস. দাগ নং ২৪৭৩-এর অন্তর্গত সম্পত্তি দক্ষিণেঃ ৬ ফুট চওড়া সাধারণ যাতায়াতের পথ পূর্বেঃ প্লট নং 'বি' এবং পশ্চিমেঃ আর.এস. দাগ নং ২৪৭৪-এর অন্তর্গত সম্পত্তি। এবং মৌজা-আম্বৌলা, জে.এল. নং ১৭-এর অন্তর্গত এবং আর.এস. ও এল.আর. দাগ নং ২৪৭৫-এর অধীনস্থ এল.আর. খতিয়ান নং ১৩৪৭/২-এর সাথে সংশ্লিষ্ট, উত্তর ২৪ পরগনা জেলার গাইঘাটা থানার অন্তর্গত ধর্মপুর নং ১ গ্রাম পঞ্চায়েতের স্থানীয় সীমানার মধ্যে অবস্থিত, ২.৫ ডেসিমেল আয়তনের (পরিমাপে সামান্য কম বা বেশি হতে পারে) দালান-কোঠাসহ সম্পূর্ণ জমিটি যার চারদিকের সীমানা নিম্নরূপ-উত্তরেঃ সুশীল পালের সম্পত্তি দক্ষিণেঃ তপন দাসের সম্পত্তি পূর্বেঃ রাজু দাসের সম্পত্তি এবং পশ্চিমেঃ স্বপন দাসের সম্পত্তি।

তারিখঃ ২৯.০৪.২০২৬, স্থানঃ কলকাতা

স্বা/- অনুমোদিত অফিসার - ইউনিটি স্মল ফাইন্যান্স ব্যাঙ্ক লিমিটেড

দেশ-বিদেশ

ইউএই-তে 'ডোম' মোতায়েন ইজরায়েলের, ইরানকে ঘিরে মধ্যপ্রাচ্যে ফের কি যুদ্ধের আশঙ্কা?

জেরুজালেমআবুধাবি, ২৮ এপ্রিল ঃ মধ্যপ্রাচ্যের ক্রমবর্ধমান উত্তেজনার মধ্যে এক ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত নিলক্রুঞ্জ্বঞ্চড়। নিজেদের সবচেয়ে শক্তিশালী আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ' ডোম' এবার প্রথমবারের মতো দেশের বাইরে মোতায়েন করতে চলেছে তারা। গন্তব্য United Arab Emirates (ইউএই)। ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলার আশঙ্কা মাথায় রেখে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। এই সিদ্ধান্তকে ঘিরে আন্তর্জাতিক মহলে জোর চর্চা শুরু হয়েছে। প্রশ্ন উঠছে-এটি কি শুধুই প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা, নাকি মধ্যপ্রাচ্যে আরও ব। সংঘাতের পূর্বাভাস? সম্প্রতি ইরান-কে কেন্দ্র করে উত্তেজনা তীব্র আকার ধারণ করেছে। গত ২৮ ফেব্রুয়ারি, বিভিন্ন সূত্র অনুযায়ী, ইরানের একাধিক লক্ষ্যবস্তুতে যৌথভাবে হামলা চালায় ইজরায়েল এবং আমেরিকা। এই হামলার জবাবে ইরান অঞ্চলজুড়ে ইজরায়েল ও আমেরিকার মিত্র দেশগুলিকে নিশানা করে পাল্টা আক্রমণ শুরু করে। রিপোর্ট অনুযায়ী, সংঘাত শুরুর পর থেকে ইউএই-এর দিকে প্রায় ৫৫০টি ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র এবং ২০০০-র বেশি ড্রোন নিক্ষেপ করেছে ইরান। এই লাগাতার হামলার ফলে আমিরশাহীর আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ফলে দেশটির নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ বেড়েছে। এই পরিস্থিতিতে Benjamin Netanyahu সরাসরি আলোচনা করেন ইউএই প্রেসিডেন্ট -এর সঙ্গে। দুই দেশের শীর্ষ নেতৃত্বের এই উচ্চপর্যায়ের বৈঠকের পরই ' ডোম' মোতায়েনের সিদ্ধান্ত

চূড়ান্ত হয়। ইতিমধ্যেই এই প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা পাঠানোর কাজ শুরু করেছে বলে জানা গেছে। শুধু প্রযুক্তি নয়, এর সঙ্গে ইজরায়েলি সেনাও পাঠানো হচ্ছে ইউএই-তে। তারা এই ব্যবস্থার স্থাপন, পরিচালনা এবং সমন্বয়ের দায়িত্ব নেবে। ফলে এটি শুধু একটি প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম স্থানান্তর নয়, বরং একটি পূর্ণাঙ্গ সামরিক সহযোগিতা উদ্যোগ হিসেবে দেখা হচ্ছে। এই ঘটনাকে অনেকেই মধ্যপ্রাচ্যের নিরাপত্তা কাঠামোয় একটি ব। পরিবর্তন হিসেবে দেখছেন। এতদিন ' ডোম' শুধুমাত্র ইজরায়েলের নিজস্ব প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার অংশ ছিল। পরে এই প্রযুক্তির কিছু অংশ ব্যবহার করে। এবার ইউএই তৃতীয় দেশ হিসেবে এই উন্নত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার আওতায় আসছে। ' ডোম' বিশ্বের অন্যতম আধুনিক স্বল্প-পাল্লার আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা। এটি ৪ কিলোমিটার থেকে ৭০ কিলোমিটার দূরত্বের মধ্যে নিক্ষিপ্ত রকেট, আর্টিলারি শেল এবং ক্ষেপণাস্ত্র শনাক্ত করে মাঝ আকাশেই ধ্বংস করতে সক্ষম। উন্নত রাডার প্রযুক্তি এবং নির্ভুল লক্ষ্যভেদী ইঃটারসেপ্টরের মাধ্যমে এটি সম্ভাব্য হুমকির গতিপথ বিশ্লেষণ করে এবং জনবহুল এলাকা বা গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনার দিকে এগোলে তা ধ্বংস করে দেয়। বিশেষ করে হামাসের মতো গোষ্ঠীর রকেট হামলা থেকে ইজরায়েলের শহরগুলিকে রক্ষা করতে এই ব্যবস্থা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। ফলে ইউএই-তে এর মোতায়েন দেশটির নিরাপত্তা অনেকটাই জোরদার করবে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। তবে এই পদক্ষেপের রাজনৈতিক তাৎপর্যও কম নয়। বিশ্লেষকদের মতে, এটি শুধুমাত্র প্রতিরক্ষা নয়, বরং একটি কৌশলগত বার্তা। এর মাধ্যমে ইজরায়েল স্পষ্ট করে দিল যে, তারা তাদের মিত্র দেশগুলির নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সরাসরি ভূমিকা নিতে প্রস্তুত। এটি কার্যত একটি নতুন আঞ্চলিক নিরাপত্তা জোটের ইঙ্গিত দিচ্ছে, যা ইরানের প্রভাবকে চ্যালেঞ্জ জানাতে পারে। এই সম্পর্কের পেছনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে Abraham Accords-এর, যার মাধ্যমে ইজরায়েল ও ইউএই-র মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্বাভাবিক হয়। সেই চুক্তির পর থেকেই দুই দেশের মধ্যে সামরিক ও কৌশলগত সহযোগিতা ক্রমশ গভীর হয়েছে। তবে এই পরিস্থিতি নতুন করে উদ্বেগও তৈরি করেছে। প্রশ্ন উঠছে, এটি কি আসন্ন বৃহত্তর যুদ্ধের প্রস্তুতি? নাকি বর্তমান উত্তেজনা নিয়ন্ত্রণে রাখার একটি কৌশলগত পদক্ষেপ? সামরিক বিশেষজ্ঞদের মতে, এত ব। প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা অন্য দেশে মোতায়েন করার সিদ্ধান্ত সাধারণত তখনই নেওয়া হয়, যখন সম্ভাব্য হুমকি দীর্ঘস্থায়ী বা তীব্র হওয়ার আশঙ্কা থাকে। ফলে এই পদক্ষেপ ইঙ্গিত দিচ্ছে যে পরিস্থিতি এখনও স্থিতিশীল নয়। ইউএই-র জন্য ' ডোম'-এর আগমন নিঃসন্দেহে স্বস্তির খবর। সাম্প্রতিক হামলার ফলে তাদের গুরুত্বপূর্ণ পরিকাঠামো এবং জনবহুল এলাকা হুমকির মুখে প।ছিল। এই প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সেই ঝুঁকি অনেকটাই কমাতে পারে। অন্যদিকে, ইজরায়েলের জন্য এটি একটি কৌশলগত বার্তা-তারা শুধু নিজেদের সুরক্ষা নয়, বরং মিত্রদের রক্ষাতেও সক্রিয়ভাবে এগিয়ে আসছে। সব মিলিয়ে, মধ্যপ্রাচ্যের পরিস্থিতি এখনো অস্থির। যুদ্ধ ঘোষণা না হলেও উত্তেজনা অব্যাহত রয়েছে। ' ডোম' মোতায়েন সেই অস্থিরতারই প্রতিফলন। আগামী দিনে এই পদক্ষেপ পরিস্থিতিকে শান্ত করবে, নাকি আরও জটিল করে তুলবে-সেদিকেই এখন নজর আন্তর্জাতিক মহলের।

আরএসএস নেতার মন্তব্যে বিতর্ক, কংগ্রেসের কটাক্ষ- রাষ্ট্রীয় স্যারেন্ডার সংঘ, তীব্র রাজনৈতিক সংঘাত

নয়াদিল্লি, ২৮ এপ্রিল ঃ ভারতের রাজনৈতিক মহলে নতুন করে উত্তেজনা ছড়িয়েছে রাম মাধব-এর একটি মন্তব্য ঘিরে। আরএসএস-এর এই শীর্ষ ভাবনেতা ও বিজেপি-ঘনিষ্ঠ নেতা বিদেশে এক আলোচনায় ভারতের তেল আমদানি নীতির প্রসঙ্গে এমন কিছু মন্তব্য করেন, যা বিরোধীরা ' চাপের কাছে নতি স্বীকার'-এর ইঙ্গিত হিসেবে ব্যাখ্যা করেছে। এর জেরেই শাসক বিজেপি এবং বিরোধী কংগ্রেস-এর মধ্যে তীব্র রাজনৈতিক সংঘাত শুরু হয়েছে। বিতর্কের সূত্রপাত ওয়াশিংটন ডিসির Hudson Institute-এ আয়োজিত এক আলোচনাসভা থেকে। সেখানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাম মাধব জানান বলে দাবি করা হচ্ছে যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চাপের মুখে ভারত ইরান থেকে তেল আমদানি বন্ধ করতে সম্মত হয়েছিল। পাশাপাশি তিনি রাশিয়া থেকে অপরিশোধিত তেল আমদানি কমানো বা পুনর্বিবেচনার কথাও উল্লেখ করেন। এমনকি যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য শুল্ক বৃদ্ধির ক্ষেত্রেও ভারত তেমন আপত্তি তোলেনি বলেও তাঁর বক্তব্যে উঠে আসে। এই মন্তব্যগুলি প্রকাশ্যে আসতেই রাজনৈতিক মহলে তীব্র প্রতিক্রিয়া শুরু হয়। কংগ্রেস দ্রুত এই ইস্যু তুলে ধরে এবং বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে বক্তব্যের ভিডিও ও অংশবিশেষ ছড়িয়ে দেয়। তাদের দাবি, এই মন্তব্য আসলে প্রমাণ করে যে ভারতের গুরুত্বপূর্ণ নীতি নির্ধারণে বিদেশি প্রভাব কাজ করছে। এই প্রসঙ্গে কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী তীব্র আক্রমণ শানান। তিনি সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম স্ন-এ এক পোস্টে আরএসএস-এর মতাদর্শকে ' আত্মসমর্পণ'-এর সঙ্গে তুলনা

করেন। যদিও প্রথমে তিনি সরাসরি রাম মাধবের নাম নেননি, তবুও তাঁর বক্তব্যে স্পষ্ট ছিল যে তিনি কেঃদ্রীয় সরকারের নীতির ক।। সমালোচনা করছেন। তাঁর দাবি, এই ধরনের সিদ্ধান্ত ভারতের সার্বভৌমত্ব এবং কৌশলগত স্বাধীনতাকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। রাহুল গান্ধী আরও বলেন, এই নীতির ফলে ভারতের প্রায় ৪০ শতাংশ অপরিশোধিত তেল আমদানির ওপর প্রভাব প।তে পারে, যা দীর্ঘমেয়াদে দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা এবং অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার জন্য ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে। কংগ্রেস নেতৃত্ব এই ইস্যুকে আরও জোরালোভাবে তুলে ধরছে। তাদের অভিযোগ, বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকার স্বাধীন পররাষ্ট্র নীতি বজায় রাখতে ব্যর্থ হয়েছে। বরং তারা সীমিত কয়েকটি আন্তর্জাতিক অংশীদারের ওপর নির্ভরশীল হয়ে প।ছে, যা ভবিষ্যতে দেশের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে। এই বিতর্কের মধ্যেই ভারতের জ্বালানি কূটনীতি নিয়ে নতুন করে আলোচনা শুরু হয়েছে। যদিও সরকারিভাবে এখনও কোনও প্রতিক্রিয়া জানানো হয়নি, সূত্রের খবর-ভারতের তেল আমদানি নীতি এখনও বহুমুখী এবং বাজার পরিস্থিতি, দীর্ঘমেয়াদি চুক্তি ও জাতীয় স্বার্থের ভিত্তিতেই নির্ধারিত হয়। কোনও একতরফা বিদেশি চাপের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় না বলেই দাবি করা হচ্ছে। ক্রমবর্ধমান সমালোচনার মুখে ঙ্জ্বড্ড গ্বজ্ঞঞ্জ্বত্ত পরে নিজের বক্তব্য স্পষ্ট করতে বাধ্য হন। তিনি স্ন-এ এক পোস্টে জানান, তাঁর মন্তব্য ভুলভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। তিনি স্পষ্টভাবে অস্বীকার করেন যে ভারত রাশিয়া থেকে তেল আমদানি বন্ধ করতে সম্মত হয়েছে বা মার্কিন চাপের কাছে নতি স্বীকার করেছে। তাঁর মতে, তিনি কেবল বৈশ্বিক জ্বালানি কূটনীতির জটিলতা তুলে ধরতে চেয়েছিলেন, কোনও নির্দিষ্ট নীতিগত পরিবর্তনের কথা বলেননি।

তবে এই ব্যাখ্যা বিতর্ক থামাতে পারেনি। কংগ্রেস এখনও এই ইস্যুতে সরব এবং তারা সরকারের কাছ থেকে বিস্তারিত ব্যাখ্যা দাবি করছে। বিরোধী শিবিরের কৌশলবিদরা এই বিষয়টিকে বৃহত্তর রাজনৈতিক প্রচারের অংশ করার পরিকল্পনাও করছেন, যেখানে অর্থনৈতিক সার্বভৌমত্ব এবং স্বাধীন পররাষ্ট্র নীতির প্রশ্নকে সামনে আনা হবে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, এই ঘটনা ভারতের রাজনীতিতে জ্বালানি কূটনীতির গুরুত্ব আরও বা।য়ে তুলেছে। ভারত যেহেতু বিপুল পরিমাণ তেল আমদানির উপর নির্ভরশীল, তাই রাশিয়া, ইরান এবং মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য দেশ থেকে তেল সংগ্রহের বিষয়টি অত্যন্ত সংবেদনশীল হয়ে উঠেছে। এর সঙ্গে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক এবং ভূরাজনৈতিক ভারসাম্যও জ।য়ে রয়েছে। অন্যদিকে, বিজেপি নেতৃত্ব এই অভিযোগ সম্পূর্ণভাবে খারিজ করেছে। তাদের দাবি, বিরোধীরা ইচ্ছাকৃতভাবে তথ্য বিকৃত করছে। তাদের মতে, ভারতের পররাষ্ট্র নীতি সবসময়ই জাতীয় স্বার্থ এবং বাস্তব অর্থনৈতিক প্রয়োজনের ভিত্তিতে পরিচালিত হয়। জটিল আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির মধ্যেও ভারত সফলভাবে তার জ্বালানি চাহিদা মেটাতে পেরেছে বলেও তারা দাবি করছে। সব মিলিয়ে, একটি বিদেশি থিঙ্ক ট্যাঙ্কে হওয়া আলোচনা এখন দেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতির ব। ইস্যুতে পরিণত হয়েছে। সার্বভৌমত্ব, পররাষ্ট্র নীতি এবং অর্থনৈতিক কৌশল-এই তিনটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নকে কেঃদ্র করে রাজনৈতিক সংঘাত আরও তীব্র হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। আগামী দিনে এই বিতর্ক ভারতের রাজনৈতিক আলোচনায় ব। প্রভাব ফেলতে পারে।

মুম্বাইয়ে 'কালমা পড়তে অস্বীকার করায় নিরাপত্তারক্ষীর ওপর হামলা

মুম্বাই, ২৮ এপ্রিল ২০২৬ঃ শহরের শান্ত পরিবেশকে না।য়ে দেওয়া এক চাঞ্চল্যকর ঘটনায, ' পাঠ করতে অস্বীকার করায এক ব্যক্তি দুই নিরাপত্তারক্ষীকে ছুরিকাঘাত করেছে বলে অভিযোগ উঠেছে। রবিবার গভীর রাতে মুম্বাইয়ের পশ্চিম উপশহরের একটি আবাসিক কমপ্লেক্সে এই ঘটনা ঘটে। ঘটনার পর থেকেই এলাকাজুড়ে উত্তেজনা ছড়িয়েছে এবং পুলিশ দ্রুত তদন্ত শুরু করেছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, অভিযুক্ত ব্যক্তি ওই আবাসনের গেটের সামনে এসে কর্তব্যরত দুই নিরাপত্তারক্ষীর সঙ্গে কথা বলতে শুরু করে। প্রথমে কথোপকথন স্বাভাবিক থাকলেও হঠাৎ করেই তা তর্কাতর্কিতে রূপ নেয়। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, অভিযুক্ত ব্যক্তি নিরাপত্তারক্ষীদের 'কালমা পাঠ করার জন্য চাপ দিতে থাকে। তারা তা করতে অস্বীকার করলে পরিস্থিতি দ্রুত উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এবং অভিযুক্ত ব্যক্তি হঠাই ধারালো অস্ত্র বের করে তাদের ওপর আক্রমণ চালায়। আহত দুই নিরাপত্তারক্ষীকে দ্রুত নিকটবর্তী একটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। চিকিৎসকদের মতে, তাদের মধ্যে একজন গুরুতরভাবে আহত হলেও দু'জনই বর্তমানে বিপন্মুক্ত এবং স্থিতিশীল অবস্থায় চিকিৎসাধীন। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, আহতদের উপর নিবিড় পর্যবেক্ষণ রাখা হয়েছে এবং প্রয়োজনীয় সব চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। ঘটনার পর অভিযুক্ত পালানোর চেষ্টা করলেও স্থানীয় বাসিন্দা এবং নিরাপত্তা কর্মীদের সহায়তায় পুলিশ দ্রুত তাকে আটক করতে সক্ষম হয়। তার কাছ থেকে হামলায় ব্যবহৃত অস্ত্রও উদ্ধার করা হয়েছে। পুলিশ ইতিমধ্যেই ভারতীয় দণ্ডবিধির বিভিন্ন ধারায় মামলা দায়ের করেছে, যার মধ্যে হত্যার চেষ্টা এবং বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে শত্রুতা উস্কে দেওয়ার অভিযোগ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। একজন সিনিয়র পুলিশ কর্মকর্তা জানিয়েছেন, আমরা ঘটনাটির প্রতিটি দিক খতিয়ে দেখছি। অভিযুক্তের ব্যক্তিগত পটভূমি, মানসিক অবস্থা এবং কোনও চরমপন্থী সংগঠনের সঙ্গে তার যোগ রয়েছে কি না, সব কিছুই তদন্তের আওতায় রয়েছে। তিনি আরও জানান, প্রাথমিকভাবে কিছু সূত্রের ভিত্তিতে সম্ভাব্য জঙ্গি সংযোগ নিয়েও তদন্ত চলছে, যদিও এখনই এ বিষয়ে নিশ্চিত করে কিছু বলা সম্ভব নয়। ঘটনার পর এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে যাতে কোনও ধরনের অপ্রীতিকর পরিস্থিতি সৃষ্টি না হয়। পুলিশ সাধারণ মানুষকে শান্ত থাকার এবং গুজবে কান না দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে। পাশাপাশি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভুয়ো তথ্য ছড়ানো থেকে বিরত থাকার জন্যও অনুরোধ করা হয়েছে। আবাসনের বাসিঃদারা এই ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। তাদের মতে, এতদিন এই এলাকা শান্ত ও নিরাপদ হিসেবেই পরিচিত ছিল, সেখানে হঠা এমন একটি সহিংস ঘটনা সকলকে আতঙ্কিত করে তুলেছে। আবাসন সমিতির পক্ষ থেকে নিরাপত্তা আরও জোরদার করার দাবি জানানো হয়েছে। প্রবেশপথে কঠোর নজরদারি, সিসিটিভি ক্যামেরার সংখ্যা বৃদ্ধি এবং দর্শনার্থীদের পরিচয় যাচাইয়ের প্রক্রিয়া আরও কঠোর করার প্রস্তাবও উঠেছে। বিভিন্ন ধর্মীয় ও সামাজিক সংগঠনের নেতারাও এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করেছেন। তারা বলেছেন, ধর্মের নামে জোরজবরদস্তি বা সহিংসতা কোনওভাবেই গ্রহণযোগ্য নয় এবং এটি সমাজে বিভাজন সৃষ্টি করে। মুম্বাই বহু বছর ধরে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এক উজ্জ্বল উদাহরণ হিসেবে পরিচিত, তাই এই ধরনের ঘটনা সেই ঐতিহ্যের পরিপন্থী বলেই মত তাদের। নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিরাও সতর্ক করেছেন যে, এ ধরনের বিচ্ছিন্ন ঘটনা নিয়ে অযথা উত্তেজনা সৃষ্টি করা উচিত নয়। তারা প্রশাসনের কাছে দ্রুত এবং নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি জানিয়েছেন যাতে সত্য দ্রুত সামনে আসে এবং কোনও ভুল বোঝাবুঝি না ছড়ায়।

কলম্বিয়ায় বাসে ভয়াবহ বিস্ফোরণ! প্রাণ হারাল ১৪

২৮ এপ্রিল ঃ দক্ষিণ আমেরিকার দেশ কলম্বিয়া-তে আবারও ভয়াবহ সন্ত্রাসী হামলার ঘটনা ঘটল। শনিবার দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের কাওকা অঞ্চলে যাত্রীবাহী একটি বাসে শক্তিশালী বিস্ফোরণে অন্তত ১৪ জন নিহত হয়েছেন এবং আহত হয়েছেন আরও ৩৮ জন। বিস্ফোরণের তীব্রতা এতটাই বেশি ছিল যে বাসটি মাঝখান থেকে দ্বিখণ্ডিত হয়ে যায়, ছড়িয়ে পড়ে আতঙ্ক ও ধ্বংসের চিহ্ন। ঘটনাটি ঘটে কাওকা অঞ্চলের কাজিবিও এলাকার প্যান আমেরিকান হাইওয়েতে। প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, বাসটি স্বাভাবিক গতিতে চলছিল, হঠাৎ করেই বিকট বিস্ফোরণে চারপাশ কেঁপে ওঠে। মুহূর্তের মধ্যে আগুনে ভস্মীভূত হয়ে যায় যানটি। উদ্ধারকারী দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে বহু মৃতদেহ এবং আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠায়। কাওকা অঞ্চলের গভর্নর অক্টাভিও গুজমান জানান, নিহতদের মধ্যে নারী ও শিশুও রয়েছে। তাঁর ভাষায়, এটি একটি ভয়াবহ ট্র্যাজেডি। নিরীহ সাধারণ মানুষকে লক্ষ্য করে এমন হামলা মানবিকতার উপর সরাসরি আঘাত। আহতদের মধ্যে অনেকের অবস্থাই আশঙ্কাজনক বলে জানা গেছে, ফলে মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। এই ঘটনার পরই কড়া প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে দেশের সেনাবাহিনী। সেনা কমান্ডার জেনারেল হুগো লোপেজ এই হামলাকে সরাসরি সন্ত্রাসী হামলা বলে অভিহিত করেছেন। তাঁর অভিযোগ, এই ঘটনার পেছনে সক্রিয় রয়েছে কুখ্যাত অপরাধী গোষ্ঠী ইভান মোরডিস্কো এবং জাইমে মার্টিনেজ গ্যাং। এই দুই গোষ্ঠী দীর্ঘদিন ধরে ওই অঞ্চলে মাদক পাচার ও সশস্ত্র সহিংসতার সঙ্গে যুক্ত বলে অভিযোগ রয়েছে।উল্লেখ্য, এই দুই সংগঠনের সঙ্গে ২০১৬ সালে কলম্বিয়া সরকারের শান্তি চুক্তি হয়েছিল। উদ্দেশ্য ছিল দীর্ঘদিনের সশস্ত্র সংঘাতের অবসান ঘটানো। কিন্তু বাস্তবে সেই চুক্তি কার্যকর হয়নি। অভিযোগ, এই গোষ্ঠীগুলি চুক্তি মানেনি এবং এখনও বিভিন্ন অঞ্চলে তাদের সশস্ত্র কার্যকলাপ চালিয়ে যাচ্ছে।এই ঘটনার পর কড়া ভাষায় প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন গুস্তাভো পেত্রো। তিনি নিহতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়ে বলেন, যারা নিরীহ মানুষ, বিশেষ করে আদিবাসী ও সাধারণ নাগরিকদের হত্যা করেছে, তারা সন্ত্রাসী, ফ্যাসিস্ট এবং মাদক চক্রের অংশ। তাঁর এই মন্তব্যে স্পষ্ট, সরকার এখন এই গোষ্ঠীগুলির বিরুদ্ধে আরও কঠোর অবস্থান নিতে প্রস্তুত। স্থানীয় প্রশাসনের তথ্য অনুযায়ী, সাম্প্রতিক সময়ে এই অঞ্চলে সহিংসতা মারাত্মকভাবে বেড়েছে। গত ৪৮ ঘণ্টায় দক্ষিণ-পশ্চিম কলম্বিয়ায় অন্তত ১১৬টি সহিংস ঘটনার খবর পাওয়া গেছে। যার মধ্যে রয়েছে বিস্ফোরণ, গুলিবর্ষণ এবং সশস্ত্র সংঘর্ষ। এই পরিসংখ্যানই প্রমাণ করে যে পরিস্থিতি কতটা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে।বিশেষজ্ঞদের মতে, কলম্বিয়ার এই অঞ্চল দীর্ঘদিন ধরেই মাদক পাচার চক্র এবং সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলির সংঘাতের কেন্দ্রবিন্দু। ভৌগোলিক অবস্থান এবং সীমান্তবর্তী এলাকা হওয়ায় এখানে অবৈধ কার্যকলাপ সহজে বিস্তার লাভ করে। ফলে সাধারণ মানুষ প্রায়ই এই সহিংসতার শিকার হচ্ছেন। এই ভয়াবহ ঘটনার পর আন্তর্জাতিক মহলেও উদ্বেগ ছ।য়েছে। মানবাধিকার সংগঠনগুলি সাধারণ নাগরিকদের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে এবং দ্রুত তদন্তের দাবি জানিয়েছে। তারা বলছে, শান্তি চুক্তি থাকলেও বাস্তবে তার প্রয়োগ না থাকায় সাধারণ মানুষ বারবার এমন হামলার শিকার হচ্ছেন। সব মিলিয়ে, কাওকার এই বাস বিস্ফোরণ শুধু একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, বরং কলম্বিয়ার দীর্ঘদিনের নিরাপত্তা সংকটেরই প্রতিফলন। এখন দেখার, সরকার এই সহিংসতা দমন করতে কতটা কার্যকর পদক্ষেপ নিতে পারে এবং সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সক্ষম হয় কি না।

ভোটের প্রাক্কালে সিকিমে ফুটবলে 'কিক প্রধানমন্ত্রীর

গ্যাংটক, ২৮ এপ্রিল ঃ ভোটের আগের উত্তেজনাপূর্ণ সময়ে প্রতিবেশী রাজ্য সিকিমে হঠাই ফুটবল মাঠে নেমে পড়লেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তাঁর এই অনানুষ্ঠানিক ' ঘিরে তৈরি হয়েছে নতুন রাজনৈতিক জল্পনা-এ কি শুধুই সৌজন্যমূলক মুহূর্ত, নাকি এর আড়ালে রয়েছে বাঙালি আবেগকে স্পর্শ করার সূক্ষ্ম প্রচেষ্টা? সোমবার সিকিম সফরে গিয়ে একাধিক উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন ও পর্যালোচনার পাশাপাশি গ্যাংটকের একটি ক্রীড়াঙ্গনে তরুণ ফুটবলারদের সঙ্গে হঠাৎই খেলায় যোগ দেন প্রধানমন্ত্রী। উপস্থিত ছাত্রছাত্রী, কোচ এবং সাধারণ মানুষ প্রথমে কিছুটা বিস্মিত হলেও মুহূর্তের মধ্যেই তা উচ্ছ্বাসে পরিণত হয়। মাঠে নেমে মোদি যখন ফুটবলে হালকা পাস খেলেন, তখন করতালির ঢেউ ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে। এই সফরের মূল উদ্দেশ্য ছিল সিকিমে পরিকাঠামো উন্নয়ন, সংযোগ বৃদ্ধি এবং যুবসমাজকে আরও বেশি সুযোগ করে দেওয়ার লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা। তবে আনুষ্ঠানিক কর্মসূচির বাইরেও তাঁর এই ফুটবল খেলা অংশগ্রহণই হয়ে উঠেছে দিনের সবচেয়ে আলোচিত ঘটনা। প্রধানমন্ত্রী ঐতিহ্যবাহী পোশাকে উপস্থিত থাকলেও মাঠে নামার সময় তাঁকে বেশ স্বতঃস্ফূর্ত এবং স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ মনে হয়েছে। খেলায় অংশ নেওয়ার সময় তিনি তরুণদের উৎসাহিত করেন এবং হাসিমুখে তাদের সঙ্গে পাস আদান-প্রদান করেন। উপস্থিত শিক্ষকদের মতে, এই দৃশ্য শুধু আনন্দদায়কই নয়, বরং অনুপ্রেরণাদায়কও। পরবর্তীতে সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে মোদি খেলাধুলার গুরুত্ব তুলে ধরেন। তিনি বলেন, খেলাধুলা শুধু শরীরচর্চার মাধ্যম নয়, এটি চরিত্র গঠন, শৃঙ্খলা এবং দলগত মনোভাব তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিশেষ করে উত্তর-পূর্ব ভারতের মতো অঞ্চলে ক্রীড়া প্রতিভার বিকাশের জন্য কেঃদ্র সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বলেও তিনি জানান। সিকিম ইতিমধ্যেই ক্রীড়া উন্নয়নের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি করেছে। আধুনিক ক্রীড়া অবকাঠামো এবং তৃণমূল স্তরে প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মাধ্যমে রাজ্যটি নতুন প্রজন্মের খেলোয়াড় তৈরি করতে উদ্যোগী হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর এই অংশগ্রহণকে অনেকেই সেই প্রচেষ্টার প্রতি সমর্থন হিসেবে দেখছেন। তবে রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একাংশ এই ঘটনাকে অন্য দৃষ্টিতে দেখছেন। তাদের মতে, পশ্চিমবঙ্গের ভোটের প্রাক্কালে সিকিমে ফুটবল খেলার এই ছবি নিছক কাকতালীয় নয়। বাংলায় ফুটবল শুধু একটি খেলা নয়, এটি এক গভীর আবেগের নাম। সেই আবেগকে স্পর্শ করার জন্যই কি এই কৌশলী পদক্ষেপ-এই প্রশ্ন উঠছে রাজনৈতিক মহলে। বিশেষজ্ঞদের মতে, সরাসরি রাজনৈতিক ভাষণ না দিয়ে এ ধরনের সাংস্কৃতিক বা ক্রীড়া সংযোগের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করা বর্তমান রাজনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশল হয়ে উঠেছে। এতে একদিকে যেমন নেতার মানবিক ও সহজ-সরল ভাবমূর্তি তৈরি হয়, অন্যদিকে তা ভোটারদের মনে প্রভাব ফেলতেও পারে। সোশ্যাল মিডিয়াতেও এই ঘটনার ব্যাপক প্রতিক্রিযা দেখা গেছে। প্রধানমন্ত্রীর ফুটবল খেলার ভিডিও ও ছবি দ্রুত ভাইরাল হয়ে পড়ে। সমর্থকরা একে ইতিবাচক এবং অনুপ্রেরণামূলক পদক্ষেপ হিসেবে প্রশংসা করেছেন। অনেকেই বলেছেন, দেশের সর্বোচ্চ নেতৃত্বকে এভাবে মাঠে নেমে তরুণদের সঙ্গে মিশতে দেখা সত্যিই বিরল। অন্যদিকে সমালোচকদের একাংশ মনে করছেন, এটি একটি সুচিন্তিত ইমেজ-বিল্ডিং উদ্যোগ, যা ভোটের আগে জনমত প্রভাবিত করার লক্ষ্যেই করা হয়েছে।

অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপক, উত্তর পূর্ব রেলওয়ে, শ্রী বিনোদ কুমার শুক্লা কলোনিগুলো পরিদর্শন করছেন।

পছন্দের বালিশ ভোটের ডিউটিতে জগন্নাথ

বনস্পতি দে, চুঁচুড়া, ২৮ এপ্রিল ঃ জগন্নাথ ঘাটালের স্কুলের শিক্ষক। চুঁচুড়ায় তাঁর ভোটের ডিউটি পড়েছে। তবে শুধু বালিশ নয়, জগন্নাথের ব্যাগে রয়েছে মুড়ি, শসা আর চানাচুরও। রাজ্যে দ্বিতীয় দফার ভোট। আর ভোটের ডিউটি মানেই টেনশন, ছোটাছুটি। নাজেহাল অবস্থা। এই পরিস্থিতিতেও পছন্দের বালিশ কাছ ছাড়া করতে রাজি নন শিক্ষক জগন্নাথ কুণ্ডু।

NAME CHANGE

I, Ajadul Rahama (old name) S/o- Ainal Haque residing at Khojardanga, Dahapara, Murshidabad, Dist-Murshidabad, Pin-742149 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from AJADUL RAHAMA to AJADUL RAHAMAN and henceforth I shall be known as AJADUL RAHAMAN (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 28/04/2026. AJADUL RAHAMA (old name) and AJADUL RAHAMAN (new name) both are same and one identical person

NAME CHANGE

I Sumanta Kr Koley S/O Jatindranath Koley residing at Vill-Kulai, P.O.-Bikihakola, P.S.-Panchla, Howrah-711322, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Sumanta Koley as declared before the Ld. Executive Magistrate 1st Class at Howrah vide affidavit No 11807/26, Dated 06/04/2026. Sumanta Kr Koley and Sumanta Koley both are same and identical person.

NAME CHANGE

I Rahaman Seikh Abdul S/O Sk Chaman Ali residing at Vill-Joykrishnapur, P.O.-Panskura, P.S.-Panskura, East Medinipur-721139, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Sk Abdul Rahaman as declared before the Ld. Chief Judicial Magistrate (1st Class) at Tamluk, East Medinipur vide affidavit No 7670, Dated 21/04/2026. Rahaman Seikh Abdul and Sk Abdul Rahaman both are same and identical person.

NAME CHANGE

I Shaikh Maidul Islam S/O Sk Abdul Rahaman residing at Vill-Joykrishnapur, P.O.-Panskura, P.S.-Panskura, East Medinipur-721139, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Sk Maidul Islam as declared before the Ld. Chief Judicial Magistrate (1st Class) at Tamluk, East Medinipur vide affidavit No 7670, Dated 21/04/2026. Shaikh Maidul Islam and Sk Maidul Islam both are same and identical person.

NAME CHANGE

I Aktar Uddin Laskar S/O- Atiar Rahaman Laskar Vill- Dakshin Kashi, P.O- Khankar Bazar, P.S- Magrahat, Dist- South 24 Parganas, Pin-743355. That my wife's actual name Rezina Khatun. That in my passport No: M7091210 my said wife's name is recorded as Rajina Bibi, in place of Razina Khatun. as sworn before the 1st Class Judicial Magistrate at Alipore, South 24 Pargaans Vide Affidavit No - 36482 Dated 20/04/2026. Rezina khatun and Rajina Bibi both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Noor Alam S/O Tepua Munsi alias Tepuia Munsi alias Tepuya Munsi alias Tepu Munsi alias Tepu, resident of Vill. Brahmapur, P.O. Padamati, P.S. Maynaguri, Dist. Jalpaiguri West Bengal, henceforth my father will be known as Tepua Munsi as declared before the Ld. 1st class Judicial Magistrate Jalpaiguri, vide affidavit No. 1912 dated 21.01.2026 that Tepua Munsi alias Tepuia Musi alias Tepu Munsi, Tepu and Tepuya Munsi all are the same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Md. Ramjan Ali S/O Md.Tepu Munshi alias Md. Tepua Munshi alias Tepu Munsi alias Tepu, resident of Vill. Brahmapur, P.O. Padamati, P.S. Maynaguri, Dist. Jalpaiguri West Bengal, henceforth my father will be known as Md. Tepua Munshi as declared before the Ld. 1st class Judicial Magistrate at Jalpaiguri, vide affidavit No. 1909, dated 21.01.2026 that Md. Tepua Munshi alias Md. Tepu Munshi aliasTepu Munsi alias Tepuya Munsi aliasTepu all are the same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Kohinur Begam W/O Serajul Md., resident of Barakamat, P.S. Maynaguri, Dist. Jalpaiguri West Bengal, henceforth my father will be known as Tepua Munsi alias Tepuya Munsi alias Tepu Munsi alias Tepu as declared before the Ld. 1st class Judicial Magistrate at Jalpaiguri, vide affidavit No. 1911 dated 21.01.2026 that Tepua Munsi, Tepu Munsi, Tepu and Tepuya Munsi all are the same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Nur Md. S/O Tepua Munsi alias Tepu Munsi alias Tepu, resident of Vill. Brahmapur, P.O. Padamati, P.S. Maynaguri, Dist. Jalpaiguri West Bengal, henceforth my father will be known as Tepua Munsi as declared before the Ld. 1st class Judicial Magistrate at Jalpaiguri, vide affidavit No. 1910 dated 21.01.2026 that Tepua Munsi, Tepu Munsi, Tepu and Tepuya Munsi all are the same and one identical person.

দ্বিতীয় দফার আগে কড়া বার্তা নির্বাচন কমিশনের, ভয় দেখালেই গ্রেপ্তার-দক্ষিণবঙ্গের ১৪২ আসনে জোরদার নিরাপত্তা

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদা, ২৮ এপ্রিল ঃ প্রথম দফার ভোট শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হওয়ার পর দ্বিতীয় তথা শেষ দফা ভোটের আগে আরও কড়া অবস্থান নিল নির্বাচন কমিশন। বুধবার দক্ষিণবঙ্গের সাতটি জেলার মোট ১৪২টি বিধানসভা কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ হবে। এর মধ্যে বেশ কয়েকটি কেন্দ্র স্পর্শকাতর ও রাজনৈতিকভাবে উত্তপ্ত বলে চিহ্নিত হয়েছে। ফলে ভোট যাতে নির্বিঘ্নে এবং শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হয়, তা নিশ্চিত করতে প্রশাসনের উপর বাড়তি চাপ তৈরি হয়েছে। মঙ্গলবার কমিশনের তরফে প্রতিটি জেলা প্রশাসন এবং পুলিশ কমিশনারেটকে বিশেষ নির্দেশ পাঠানো হয়েছে। সেখানে স্পষ্টভাবে জানানো হয়েছে, ভোটারদের ভয় দেখানো বা প্রভাবিত করার কোনও অভিযোগ পাওয়া গেলে তাৎক্ষণিকভাবে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে। প্রয়োজন হলে কেন্দ্রীয় বাহিনীকে সঙ্গে নিয়ে অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কমিশন সূত্রে জানা গেছে, ইতিমধ্যেই সোমবার রাত পর্যন্ত ৮০৯ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। সব মিলিয়ে দ্বিতীয় দফা ভোটের আগে প্রায় ২৩০০ জনকে বিভিন্ন অভিযোগে আটক বা গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। দ্বিতীয় দফার আগে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে রাজনৈতিক হিংসার অভিযোগ সামনে এসেছে। জগদ্দল ও ভাটপাড়া এলাকায় বোমাবাজির ঘটনা, বিজেপি প্রার্থীর উপর হামলার অভিযোগ, আবার আরামবাগ ও গোঘাটে তৃণমূল সাংসদের উপর আক্রমণের অভিযোগ কমিশনের কাছে জমা পড়েছে। পাশাপাশি, ভোটের আগে ভোটারদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভয় দেখানোর অভিযোগও এসেছে একাধিক জায়গা থেকে। এই সমস্ত অভিযোগকে গুরুত্ব দিয়েই কমিশন আরও কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিত করতে কমিশন কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশিকা জারি করেছে, যা ভোটের অন্তত ৭২ ঘণ্টা আগে এবং পরে কঠোরভাবে কার্যকর রাখতে বলা হয়েছে। দুষ্কৃতীদের চিহ্নিত করে তাদের বিরুদ্ধে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া, ভোটারদের অর্থ বা অন্য কোনও প্রলোভন দেখিয়ে প্রভাবিত করার চেষ্টায় 'জিরো টলারেন্স' নীতি গ্রহণ, এবং 'সাইলেন্ট পিরিয়ড'-এ অর্থাৎ ভোটের আগের ৪৮ ঘণ্টায় কঠোর নজরদারি বজায় রাখার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও, কোনও অপরাধের ক্ষেত্রে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে দ্রুত ভারতীয় ন্যায় সংহিতার নির্দিষ্ট ধারায় মামলা দায়ের করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এদিকে দ্বিতীয় দফার ভোটের আগে নিউটাউনে খোলা হয়েছে কেন্দ্রীয় বাহিনীর একটি বিশেষ কন্ট্রোল রুম। সেখানে বিভিন্ন স্তরের আধিকারিকদের দায়িত্ব ভাগ করে দেওয়া হয়েছে, যাতে যে কোনও অশান্তির খবর পেলেই দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া যায়। কোথাও গোলমালের খবর মিললে যাতে দ্রুত বাহিনী পৌঁছাতে পারে, সেই লক্ষ্যে বিশেষ পর্যবেক্ষণ চালানো হবে। পাশাপাশি সোশ্যাল মিডিয়াতেও কড়া নজর রাখা হচ্ছে। কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে ভুয়ো বা উত্তেজনাপূর্ণ ভিডিও ছড়িয়ে অশান্তি তৈরির চেষ্টা করছে কি না, তা খতিয়ে দেখতে সাইবার টিমকে সক্রিয় রাখা হয়েছে। সব মিলিয়ে দ্বিতীয় দফার ভোটকে ঘিরে প্রশাসনের প্রস্তুতি যথেষ্ট কড়া এবং সুসংগঠিত বলেই মনে করা হচ্ছে। কমিশনের এই সক্রিয় ভূমিকার ফলে ভোটারদের মধ্যে আস্থা বাড়বে বলেই আশা করা হচ্ছে। এখন দেখার, এই সমস্ত পদক্ষেপের ফলে ভোট কতটা শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হয়।

দশ দিনের ব্যবধানে ফের আইআইটি খড়্গপুরের পড়ুয়ার অস্বাভাবিক মৃত্যু!

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৮ এপ্রিল ঃ মাত্র দশ দিনের ব্যবধানে ফের খড়্গপুর আইআইটির পড়ুয়ার অস্বাভাবিক মৃত্যু। মৃত ছাত্রের নাম সোহম হালদার। বছর বাইশের ওই পড়ুয়া ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড ইলেকট্রিক্যাল কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং- এর ছাত্র ছিলেন। তাঁর বাড়ি উত্তর ২৪ পরগনার বারাসতে। থাকতেন খড়্গপুর আইআইটির মদনমোহন মালব্য হলে। মঙ্গলবার সকাল এগারোটা নাগাদ নিজের রুম থেকেই তাঁর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করে পুলিশ। পরে আইআইটির হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। ঘটনা ঘিরে থমথমে পরিবেশ খড়্গপুর আইআইটিতে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে খড়্গপুর টাউন থানার অধীন হিজলি ফাঁড়ির পুলিশ। ১৮ এপ্রিল খড়্গপুর আইআইটির মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এর তৃতীয় বর্ষের পড়ুয়া জয়বীর সিং দোডিয়ার দেহ উদ্ধার হয়েছিল অটলবিহারী বাজপেয়ী হলের নিচ থেকে। গুজরাটের আমেদাবাদের ওই পড়ুয়া ছাদ থেকে ঝাঁপ দিয়ে আত্মঘাতী হয়েছিলেন বলে পুলিশ সূত্রে জানা যায়। মাত্র দশ দিনের ব্যবধানে ফের এক পড়ুয়ার দেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল। এই নিয়ে গত ১৬ মাসে আইআইটি খড়্গপুরের ৯ জন পড়ুয়ার অস্বাভাবিক মৃত্যু হল। গতবছর (২০২৫) আইআইটি খড়গপুরের সাত ছাত্রের অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছিল। এর মধ্যে ৫ জনেরই ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়েছিল। প্রতিটি ক্ষেত্রেই আত্মহত্যার তত্ত্বে শিলমোহর দেয় পুলিশ। চলতি মাসে দশ দিনের মধ্যে ফের দুই পড়ুয়ার অস্বাভাবিক মৃত্যু ঘিরে উঠে গেল নানা প্রশ্ন! গতবছর জুলাই মাসে দায়িত্ব নেওয়ার পরই পড়ুয়াদের মানসিক স্বাস্থ্যের কথা ভেবে সেতু অ্যাপ, মাদার ক্যাম্পাস, নিয়মিত পরিদর্শনের উদ্যোগ নিয়েছিলেন ডিরেক্টর সুমন চক্রবর্তী। তারপরও এই ধরনের ঘটনায় হতাশ কর্তৃপক্ষ।

ভোট মিটতেই ছন্দে ফিরছে দিঘা-মন্দারমণি! আবার পর্যটকে ভরছে সৈকত, হোটেল বুকিং শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, দিঘা, ২৮ এপ্রিল ঃ এদিকে ২৯ এপ্রিল রাজ্যে দ্বিতীয় দফার ভোট রয়েছে। তার জন্য কি আবার নতুন করে কোনও নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছে? জেলা প্রশাসন ও হোটেল মালিক সূত্রে জানা গেছে, আপাতত নতুন করে কোনও বিধিনিষেধ নেই। পূর্ব মেদিনীপুরে প্রথম দফার ভোট শেষ হওয়ায় পরিস্থিতি স্বাভাবিক হচ্ছে। হোটেলগুলিতে বুকিং নেওয়া শুরু হয়েছে। মোটের ওপর শান্তিপূর্ণ ভোট হয়েছে জেলায়। বৃহস্পতিবার ভোট মিটে যাওয়ার পর পরিস্থিতি ধীরে বদলাতে শুরু করে। শুক্রবার সকাল থেকেই দিঘায় আবার স্বাভাবিকতার ইঙ্গিত মিলতে থাকে। দোকানপাট খুলতে শুরু করে। তবে প্রথম দিনে পর্যটকের সংখ্যা আশানুরূপ নয়। আগের মত ভিড় ফেরেনি। প্রথম দফার ভোটের রেশ কাটিয়ে স্বাভাবিক ছন্দে ফিরছে দিঘা, মন্দারমণি। গত ২৩ এপ্রিল পূর্ব মেদিনীপুরে প্রথম দফার নির্বাচন ছিল। ভোটকে ঘিরে প্রশাসনের তরফে কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হয়। অশান্তি এড়াতে বহিরাগতদের হোটেলে থাকা নিয়ে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছিল। কমিশনের নির্দেশ মেনে হোটেল ব্যবসায়ীরাও সতর্ক ছিলেন। সৈকতের পর্যটন শিল্পে সাময়িক মন্দা নেমে আসে। পর্যটকের অভাব ও ভোটের কারণে বন্ধ করে দেওয়া হয় সমুদ্র তীরের বেশিরভাগ হোটেল, লজ ও গেস্ট হাউস। চেনা ভিড়ের সেই ছবি একেবারেই উধাও হয়ে যায়। ব্যবসায়ীরা বাধ্য হন দোকানপাট বন্ধ রাখতে। পর্যটকদের আনাগোনা না থাকায় সৈকত কার্যত ফাঁকা হয়ে পড়ে। এই নীরবতা যেন করোনা সময়ের সেই কথা মনে করিয়ে দেয়। দিঘা-শঙ্করপুর হোটেলিয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি সুশান্ত পাত্র বলেন, প্রথম দফার নির্বাচনের কয়েক দিন আগে কমিশনের তরফে বহিরাগতদের হোটেলে থাকা নিয়ে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছিল। দ্বিতীয় দফা নির্বাচনের জন্য এখনও পর্যন্ত কোনও নির্দেশিকা আসেনি। আমরা বুকিং নিচ্ছি। কয়েকদিনের মধ্যে ছবিটা বদলাতে শুরু করে। মঙ্গলবার থেকে ধীরে ধীরে দিঘায় পর্যটকদের দেখা মিলছে। সমুদ্র সৈকতে যেন প্রাণ ফিরে এসেছে। ব্যবসায়ীদের মুখে হাসি ফিরতে শুরু করেছে। শান্তিপূর্ণভাবে ভোট সম্পন্ন হওয়ায় স্বস্তি ফিরেছে। পর্যটন ব্যবসায় আবার গতি পেতে চলেছে বলে মনে করছেন হোটেল মালিকরা।

ভোট মিটতেই ফ্ল্যাগ-ফেস্টুন খোলার হিড়িক দক্ষিণ দিনাজপুরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, দক্ষিণ দিনাজপুর, ২৮ এপ্রিল ঃ রাজ্যে বিধানসভা ভোটের প্রথম দফা সম্পন্ন হয়েছে। গত ২৩ এপ্রিল, রাজ্যে প্রথম দফায় ১৬ টি জেলার ১৫২ টি বিধানসভা আসনে ভোটগ্রহণ হয়েছে। এদিন উত্তরবঙ্গের সমস্ত জেলাতেই ভোট সম্পন্ন হয়েছে। ভোট মিটতে না মিটতেই দক্ষিণ দিনাজপুরের বিভিন্ন প্রান্তে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে ফ্ল্যাগ-ফেস্টুন খোলার হিড়িক চোখে পড়ল। শহরের সমস্ত রাস্তাঘাট, অলিগলি কয়েকদিন আগেও দলীয় পতাকায় ঢেকে ছিল। এবার তা সরানোর পালা। ফ্ল্যাগ-ফেস্টুন সরিয়ে দৃশ্যদূষণ দূর করার উদ্যোগ নিয়েছে জেলার রাজনৈতিক দলগুলো। দক্ষিণ দিনাজপুরের হিলি মোড়, বিশ্বাসপাড়া, মঙ্গলপুর, ডানলপ মোড়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ব্যানার- পোস্টার লাগানো রয়েছে। জেলার সর্বত্রই রাজনৈতিক প্রচারের আধিক্য। ভোট আসলেই বিদ্যুতের খুঁটি, রাস্তার মোড়, দেওয়াল, সাধারণ মানুষের বাড়ির পাঁচিল ছেয়ে যায় প্রার্থীদের পোস্টারে। আর ভোট মিটতেই শুরু হয় প্রচারের চিহ্ন মুছে ফেলার কাজ। এই বিষয়ে বালুরঘাটের তৃণমূল প্রার্থী অর্পিতা ঘোষ বলেন, নির্বাচনী পতাকা, ব্যানার খুলে ফেলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কাজ শুরু হয়েছে। অন্যদিকে প্রতিদ্বন্দ্বী বিজেপি প্রার্থী বিদ্যুৎকুমার রায় বলেন, শুক্রবারই এই নিয়ে কথা হয়েছে। নির্বাচনী প্রচারের জন্য লাগানো ব্যানার, পোস্টার ও পতাকা খুলা হয়েছে। কয়েক দিনের মধ্যেই সব খুলে ফেলা হবে। আরএসপি প্রার্থী অর্ণব চৌধুরী বলেন, সব খোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তবে তিনি জানান, গণনা পর্যন্ত কিছু পতাকা থাকবে। তার পরে সেগুলোও খুলে ফেলা হবে।

নিরাপত্তাই প্রথমঃ পূর্ব রেলওয়ের নতুন ডিজিটাল গার্ডিয়ান ট্রেন ভ্রমণকে করল আগের চেয়েও নিরাপদ

কলকাতা, ২৮ এপ্রিল ঃ পূর্ব রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার মিলিন্দ দেওস্করের দূরদর্শী নেতৃত্বে যাত্রী সুরক্ষার ক্ষেত্রে এক বিশাল মাইলফলক অর্জিত হয়েছে। অত্যাধুনিক 'কবচ ৪.০' (Kavach ৪.০) সিস্টেমটি এখন হাওড়া থেকে বর্ধমান হয়ে ছোট আম্বানা পর্যন্ত

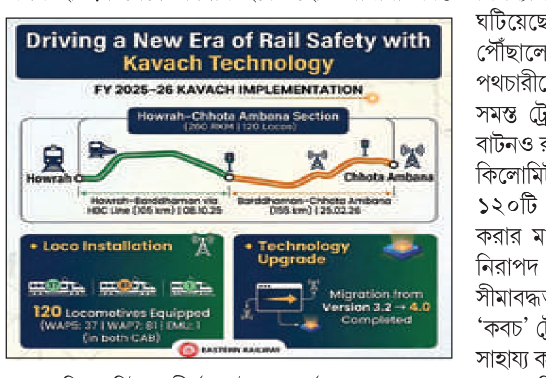

২৬০ কিলোমিটার দীর্ঘ রুটে সম্পূর্ণভাবে চালু করা হয়েছে। 'কবচ'-যার আক্ষরিক অর্থ হলো 'বর্ম', এটিকে একটি ডিজিটাল অভিভাবক বা ইলেকট্রনিক মস্তিষ্ক হিসেবে ভাবা যেতে পারে, যা আপনার যাত্রার প্রতি সেকেন্ডে ট্রেনের ওপর নজর রাখে। সম্পূর্ণ দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি এই সিস্টেমটি নিশ্চিত করে যে, মানুষের কোনো সামান্য ভুলেও যেন কোনো দুর্ঘটনা না ঘটে এটি প্রতিটি যাত্রীর জন্য একটি উচ্চ- প্রযুক্তিগত সুরক্ষা কবচ প্রদান করে। এই রুটে ভ্রমণকারী যাত্রীদের জন্য 'কবচ' একটি নিরন্তর রক্ষাকর্তা হিসেবে কাজ করে। যদি কোনো ট্রেন খুব দ্রুত গতিতে চলে বা ভুলবশত স্টপ সিগন্যাল অতিক্রম করে, তবে চালক ব্রেক না কষলেও এই সিস্টেমটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে ট্রেনের নিয়ন্ত্রণ নেয় এবং ব্রেক প্রয়োগ করে। এটি বিশেষ করে মুখোমুখি সংঘর্ষ বা পেছন থেকে আসা ট্রেনের ধাক্কার মতো মারাত্মক দুর্ঘটনা রোধ করার জন্য তৈরি করা হয়েছে। এছাড়া, ভারী বৃষ্টি বা ঘন কুয়াশার কারণে যখন দৃশ্যমানতা কমে যায়, তখন এটি চালকের ইঞ্জিন কেবিনের ভেতরেই রিয়েল-টাইম সিগন্যাল পৌঁছে দেয়, যা পরিস্থিতির আমূল পরিবর্তন ঘটিয়েছে। এমনকি লেভেল ক্রসিং-এর কাছাকাছি পৌঁছালে এটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে ট্রেনের বাঁশি বাজিয়ে পথচারীদের সতর্ক করে এবং জরুরি অবস্থায় আশপাশের সমস্ত ট্রেনকে সতর্ক করার জন্য এতে একটি 'Sos বাটনও রয়েছে। হাওড়া-নয়াদিল্লি ব্যস্ত রুটের এই ২৬০ কিলোমিটার অংশটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইতিমধ্যে ১২০টি লোকোমোটিভে (ইঞ্জিন) এই সিস্টেম স্থাপন করার মাধ্যমে পূর্ব রেলওয়ে আপনার ভ্রমণকে কেবল নিরাপদ নয়, বরং আরও মসৃণ করে তুলেছে। গতির সীমাবদ্ধতার ওপর ক্রমাগত নজরদারি রাখার মাধ্যমে 'কবচ' ট্রেনকে একটি স্থির ও নিরাপদ গতি বজায় রাখতে সাহায্য করে, যা ম্যানুয়াল চেকিংয়ের কারণে হওয়া ঝাঁকুনি বা আকস্মিক স্টপ কমিয়ে দেয়। এই মাইলফলকটি একটি নতুন যুগের সূচনা করল যেখানে 'মেক ইন ইন্ডিয়া' প্রযুক্তি লক্ষ লক্ষ জীবন রক্ষা করছে এবং আন্তর্জাতিক মানের সর্বোচ্চ নিরাপত্তা নিশ্চিত করছে। এই বিশাল সাফল্যের প্রতিফলন ঘটিয়ে পূর্ব রেলওয়ের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক শিবরাম মাঝি জানান যে, রেলওয়ের প্রতিটি উদ্যোগের মূলে থাকেন যাত্রীরাই। তিনি জোর দিয়ে বলেন যে, 'কবচ ৪.০' চালুর মাধ্যমে পূর্ব রেলওয়ে রেলপথে বিশ্বমানের নিরাপত্তা নিয়ে আসছে এবং 'শূণ্য সংঘর্ষ' (Zero Collision)-এর লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছে। এটি পর্দার আড়ালে অক্লান্ত পরিশ্রম করা এক 'নীরব নায়ক' হিসেবে কাজ করবে, যাতে ভ্রমণকারীরা নিশ্চিন্তে তাঁদের পরিবারের সাথে সম্পূর্ণ দুশ্চিন্তামুক্ত যাত্রা উপভোগ করতে পারেন।

প্রথম দফার ভোটপর্ব শেষ হতেই ভিন রাজ্যে পাড়ি দিচ্ছে পরিযায়ী শ্রমিকরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদা, ২৮ এপ্রিল ঃ প্রথম দফার ভোটপর্ব শেষ হতেই আবারও ভিনরাজ্যের পথে পাড়ি দিচ্ছেন হাজার হাজার পরিযায়ী শ্রমিক। এদিন মালদা টাউন স্টেশনে দেখা গেল শ্রমিকদের উপচে পড়া ভিড়। কেউ যাচ্ছেন মহারাষ্ট্র, কেউ কেরালা, কেউ আবার পাড়ি দিচ্ছেন হায়দ্রাবাদ, রাজস্থান বা কর্ণাটকের বেঙ্গালুরু। কিছুদিন আগেই ভোটে অংশগ্রহণের জন্য বাড়িমুখো হয়েছিলেন এই পরিযায়ী শ্রমিকরা। এবারের ভোটকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করে অনেকেই কাজ ফেলে রাজ্যে ফিরে এসেছিলেন। তবে ভোট শেষ হতেই আবার জীবিকার টানে ভিনরাজ্যে ফিরতে শুরু করেছেন তাঁরা। ট্রেন ধরতে স্টেশনে স্টেশনে আসা এক পরিযায়ী শ্রমিক জানান, ভোট দেওয়া জরুরি ছিল বলেই বাড়ি এসেছিলাম। এর আগে গুজরাতে কাজ করতাম। ভোটের একদিন আগে ফিরেছিলাম। এখন আবার কাজের জন্য রাজস্থান যাচ্ছি। অন্য আর এক শ্রমিক জানান, প্রতিবারই ৬-৮ মাসের জন্য বাইরে কাজে যেতে হয়। এবার ভোট দিতে এসেছিলাম। এখন বেঙ্গালুরুতে কাজে যাচ্ছি। পরিযায়ী পাখির মতোই জীবিকার টানে এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে ঘুরে বেড়ান রাজ্যের বহু মানুষ। বিশেষ করে মালদা, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর ও মুর্শিদাবাদ জেলা থেকে বিপুল সংখ্যক মানুষ প্রতিবছর কাজের সন্ধানে ভিনরাজ্যে পাড়ি দেন। স্থানীয়ভাবে কর্মসংস্থানের অভাব এবং তুলনামূলক বেশি আয়ের আশায় এই প্রবণতা বাড়ছে বলে মত অনেকের।

হাওড়া বিভাগে উন্নয়নমূলক কাজের জন্য ট্রেনের সময়সূচি পরিবর্তন

কলকাতা, ২৮ এপ্রিল ঃ বাঁশবেড়িয়ায় একটি 'রোড ওভার ব্রিজ' (Road Over Bridge) নির্মাণের লক্ষ্যে, হাওড়া বিভাগের বাঁশবেড়িয়া ও ত্রিবেণী স্টেশনের মধ্যবর্তী অংশে ৩০.০৪.২০২৬ থেকে ০৪.০৫.২০২৬ তারিখ পর্যন্ত ১৮০ মিনিটের (১৩.৪৫ টা থেকে ১৬.৪৫ টা পর্যন্ত) এবং ০৫.০৫.২০২৬ থেকে ০৯.০৫.২০২৬ তারিখ পর্যন্ত ১৮০ মিনিটের (০১.০০ টা থেকে ০৪.০০ টা পর্যন্ত) জন্য 'ট্রাফিক ও পাওয়ার ব্লক'-এর পরিকল্পনা করা হয়েছে। এর ফলস্বরূপ, নিম্নলিখিত ট্রেনগুলির সময়সূচি পরিবর্তন করা হবেঃ ৩০.০৪.২০২৬ থেকে ০৪.০৫.২০২৬ তারিখের মধ্যে ট্রেনের সময়সূচি পরিবর্তন- ৩৭৭৪৮ কাটোয়া - ব্যান্ডেল লোকাল ট্রেনটির সময়সূচি পরিবর্তন করে ১৩.০০ টার পরিবর্তে ১৩.৫০ টায় নির্ধারণ করা হয়েছে এরপর যাত্রাপথে এটিকে উপযুক্তভাবে ৭০ মিনিট নিয়ন্ত্রণ (নিয়ন্ত্রিত গতিতে চালানো বা থামিয়ে রাখা) করা হবে। ০৩০২৪ কাটোয়া - ব্যান্ডেল EMU স্পেশাল ট্রেনটির সময়সূচি পরিবর্তন করে ১৩.৪৫ টার পরিবর্তে ১৪.৪৫ টায় নির্ধারণ করা হয়েছে এরপর যাত্রাপথে এটিকে উপযুক্তভাবে ১৫ মিনিট নিয়ন্ত্রণ করা হবে-শুধুমাত্র ৩০.০৪.২০২৬ তারিখের জন্য। এছাড়া, ৩৭৯২৪ কাটোয়া - হাওড়া লোকাল ট্রেনটিকে ১৫ মিনিট নিয়ন্ত্রণ করা হবে। এও উল্লেখ্য যে, ব্লক শুরু হওয়ার আগে শেষ ট্রেন হবে ৩৭৭৪৬ এবং ব্লক শেষ হওয়ার পর প্রথম ট্রেন হবে ৩৭৭৪৮। ০৫.০৫.২০২৬ থেকে ০৯.০৫.২০২৬ তারিখের মধ্যে ট্রেনের সময়সূচি পরিবর্তন- ৩৭৭৪১ ব্যান্ডেল - কাটোয়া লোকাল ট্রেনটির সময়সূচি পরিবর্তন করে ০৩.০৫ টার পরিবর্তে ০৪.০৫ টায় নির্ধারণ করা হয়েছে। এও উল্লেখ্য যে, ব্লক শুরু হওয়ার আগে শেষ ট্রেন হবে ১৩০৩৩ এবং ব্লক শেষ হওয়ার পর প্রথম ট্রেন হবে ৩৭৭৪১।

দার্জিলিং চিড়িয়াখানা ও বেঙ্গল সাফারিতে নতুন অতিথির আগমনের প্রস্তুতি, উত্তরবঙ্গে খুশির হাওয়া

নিজস্ব প্রতিনিধি, দার্জিলিং, ২৮ এপ্রিল ঃ পর্যটন মরসুমের মাঝেই পাহাড় ও তরাই অঞ্চল থেকে এক বড় সুখবর সামনে এসেছে। পদ্মজা নাইডু হিমালয়ান জুলজিক্যাল পার্ক এবং বেঙ্গল সাফারিতে বেশ কিছু বিরল বন্যপ্রাণী শীঘ্রই জন্ম নিতে চলেছে, যা নিয়ে বন্যপ্রাণ প্রেমীদের মধ্যে প্রবল উৎসাহ দেখা দিয়েছে। দার্জিলিং চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষের তথ্য অনুযায়ী, বর্তমানে এখানে সিলভার ফিজেন্ট এবং অত্যন্ত বিরল প্রজাতির মিশমি টাকিন অন্তঃসত্ত্বা। বিশেষত, মিশমি টাকিনের মতো বিলুপ্তপ্রায় প্রজাতির সফল প্রজননকে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের দিশায় এক বড় সাফল্য হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে। বর্তমানে এই চিড়িয়াখানায় ৭ টি মিশমি টাকিন এবং ২৩ টি সিলভার ফিজেন্ট রয়েছে। এই প্রাণীদের জন্য বিশেষ ডায়েট চার্ট তৈরি করা হয়েছে, যেখানে তাদের ভিটামিন ও খনিজ সমৃদ্ধ খাবার দেওয়া হচ্ছে। চিড়িয়াখানা প্রশাসন অন্তঃসত্ত্বা প্রাণীদের জন্য অত্যন্ত শান্ত পরিবেশ নিশ্চিত করেছে। সিসিটিভি ক্যামেরার মাধ্যমে ২৪ ঘণ্টা তাদের প্রতিটি গতিবিধির ওপর নজর রাখা হচ্ছে। কোনো প্রকার সমস্যা এড়াতে পশুচিকিৎসকরা প্রতিদিন তাদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করছেন। অন্যদিকে, শিলিগুড়ির বেঙ্গল সাফারিতেও ভালো খবর পাওয়া গেছে। এখানকার একটি স্ত্রী হিমালয়ান ব্ল্যাক বিয়ার বা কালো ভাল্লুক অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার ইঙ্গিত মিলেছে। সাফারির অধিকর্তার মতে, ভাল্লুকের গর্ভাবস্থা সাধারণত আট থেকে নয় মাস হয়, তবে জন্ম না হওয়া পর্যন্ত কোনো পরিস্থিতি নিয়ে নিশ্চিত হওয়া সম্ভব নয়। বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন যে, যদি এই প্রজনন সফল হয় তবে এটি কেবল জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের ক্ষেত্রেই বড় সাফল্য হবে না, বরং উত্তরবঙ্গের পর্যটনকেও এক নতুন গতি প্রদান করবে।

ভোট মিটতেই ডুয়ার্সে পর্যটকদের ঢল

নিজস্ব প্রতিনিধি, জলপাইগুড়ি, ২৮ এপ্রিল ঃ ঘন সবুজ জঙ্গলের ফাঁক দিয়ে উঁকি দিচ্ছে কে? বোঝা মাত্রই রোমাঞ্চকর অনুভূতি পর্যটকদের। ভোটের আগে ডুয়ার্সে ভাটা থাকলেও ভোটের পরে সেই ছবিতে খানিক বদল এসেছে। প্রকৃতির ক্যানভাসে সবুজের ছোঁয়ায় যেন নতুন গল্প লিখছে ডুয়ার্স। প্রথম দফার ভোট মিটতেই পর্যটকের ঢল ডুয়ার্সের জঙ্গলে। উত্তরবঙ্গের এখন মনোরম পরিবেশ। বর্ষার প্রথম ছোঁয়া পড়তেই যেন নতুন করে প্রাণ ফিরে পেয়েছে প্রকৃতি। তাজা বৃষ্টির জলে ধুয়ে- মুছে একেবারে সবুজে ঢেকে গিয়েছে জঙ্গল। সেই সবুজের মাঝেই হঠাৎ উঁকি দিচ্ছে গজরাজ। এই দৃশ্য নিঃসন্দেহে পর্যটকদের জন্য

বাড়তি আকর্ষণ হয়ে উঠেছে। কেউ দূর থেকে দাঁড়িয়ে মোবাইলে সেলফি তুলছেন, কেউ আবার ক্যামেরাবন্দি করছেন এই বিরল মুহূর্ত। ডুয়ার্সের জঙ্গলে এখন নতুন পাতার সমারোহ। গাছের ফাঁক গলে কখনও হাতি, কখনও হরিণ বা অন্যান্য বন্যপ্রাণীর দেখা মিলছে। প্রকৃতির এই অপরূপ রূপে মুগ্ধ হচ্ছেন পর্যটকেরা। বিশেষ করে ভোট পরবর্তী সময়ে এখানে বেড়াতে আসা মানুষের সংখ্যা বেড়েছে চোখে পড়ার মতো। অনেকেই বিদেশ থেকে বাড়িতে ভোট দিতে এসে ডুয়ার্স ঘুরতে চলে এসেছেন। আবার কেউ ভিনরাজ্য থেকে ছুটি কাটাতে পাড়ি দিয়েছেন ডুয়ার্সে। চাপড়ামারী জঙ্গল, গরুমারা বনাঞ্চল কিংবা নেওরা নদীর তীর। সব জায়গাতেই এখন ভিড় জমাচ্ছেন পর্যটকেরা। সকাল-বিকেল জঙ্গলের পথ যেন জীবন্ত হয়ে উঠছে মানুষের কোলাহলে। প্রকৃতির নিস্তব্ধ সৌন্দর্য মুগ্ধ করছে সকলকে। পর্যটকদের এই বাড়তি ভিড় স্থানীয় বাসিন্দাদের মুখেও হাসি ফোটাচ্ছে। বিকেলের দিকে লোকসংস্কৃতির নাচ-গানের আয়োজন করে তারা কিছুটা অতিরিক্ত আয় করছেন। ফলে পর্যটনের এই জোয়ার এলাকার অর্থনীতিকেও নতুন করে চাঙ্গা করে তুলছে।

দৃশ্য দূষণ রোধে উদ্যোগ নিয়েছে শহরের সমস্ত রাজনৈতিক দলের কর্মী, সমর্থকরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, জলপাইগুড়ি, ২৮ এপ্রিল ঃ সাদা রং এর ছোঁয়ায় সাজছে শহরের দেওয়াল। ভাবছেন তো কাদের কাজ? ২৩ এপ্রিল প্রথম দফা বিধানসভা নির্বাচনী শেষ হয়েছে জলপাইগুড়িতে। আর ভোট পর্ব মিটে যাওয়ার পরেই দেওয়াল পরিষ্কারে নেমেছে রাজনৈতিক দলগুলি। যা দেখে শহরের মানুষ আপ্লুত। জলপাইগুড়িতে দৃশ্য দূষণ রোধে উদ্যোগ নিয়েছেন শহরের সমস্ত রাজনৈতিক দলের কর্মী সমর্থকেরা। যেই তৎপরতার সঙ্গে প্রচারের কাজ শুরু হয়েছিল দেওয়াল লিখনের মধ্য দিয়ে, তেমনভাবেই শহরের স্বাভাবিক সৌন্দর্য ফিরিয়ে আনতে কর্মী সমর্থকদের উদ্যোগ নজর কাড়ছে। নির্বাচনী উত্তাপের পর এবার দেওয়াল মোছা ও ব্যানার-পোস্টার সরানোর কাজে নেমেছে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল। লক্ষ্য একটাই জল শহরের সৌন্দর্য বজায় রাখা এবং দৃশ্য দূষণ রোধ। শহরের অলিগলি জুড়ে ছড়িয়ে থাকা বিভিন্ন দলের ব্যানার ও পোস্টারও সরানোর

কাজ চলছে। শুধু তথাকথিত রাজনৈতিক দল নয়, এই কাজে এগিয়ে এসেছে হিন্দু জাগরণ মঞ্চের সদস্যরাও। তাঁদের বক্তব্য, ভোট শেষ হলেও এভাবে পোস্টার -ব্যানার পড়ে থাকলে শহরের সৌন্দর্য নষ্ট হয় এবং তা দৃশ্য দূষণের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। শহরের বিভিন্ন প্রান্তে নির্বাচনের আগে দেওয়াল জুড়ে ছিল প্রচারের ছাপ। শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী কৃষ্ণ দাসের সমর্থনে লেখা দেওয়াল যেমন মুছে ফেলা হচ্ছে, তেমনই সিপিএম প্রার্থী দেবরাজ বর্মন ও কংগ্রেস প্রার্থী সুদীপ্ত মোহন্তের প্রচার লিখনও সরানোর কাজ শুরু হয়েছে। রাজনৈতিক ভিন্নতা ভুলে এই উদ্যোগে যেন এক ধরনের সৌজন্যের ছবি ফুটে উঠেছে। এ বিষয়ে তৃণমূলের মুখপাত্র শুভঙ্কর মিশ্র এরও মত একই। তিনি জানান, দৃশ্য দূষণমুক্ত করতে বিভিন্ন এলাকার প্রচারের ব্যানার ও পোস্টার সরানো হচ্ছে। পাশাপাশি বিজেপির সদস্যরা বলেন, প্রচারের জন্য ব্যবহৃত বাড়ির দেওয়ালগুলি এখন পরিষ্কার করে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। সিপিএমের পক্ষ থেকেও একই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। রাজনৈতিক মতাদর্শ যাই হোক না কেন শহরকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার দায়িত্ব সাধারণ নাগরিকদেরই। তাই রাজনৈতিক ভেদাভেদ ভুলে শহরের সৌন্দর্য রক্ষায় সকলে একযোগে নাগরিক হিসেবেই কাজ করছে সকলে। নির্বাচনের পর এমন উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাচ্ছেন জলপাইগুড়িবাসী।

জাতীয় সড়কের সার্ভিস রোড ধসে বিপত্তি, বড় দুর্ঘটনার আশঙ্কা

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৮ এপ্রিল ঃ ২৭ নম্বর জাতীয় সড়কের সার্ভিস রোডটি বর্তমানে সাধারণ মানুষের জন্য মরণফাঁদ হয়ে দাঁড়িয়েছে। লাগাতার বৃষ্টির ফলে রাস্তার তলার মাটি ধসে যাওয়ায় বড়সড় দুর্ঘটনার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। শিলিগুড়ি মহকুমার ফাঁসিদেওয়া ব্লকের গোয়ালটুলি মোড় সংলগ্ন কান্তিভিটা এলাকায় ফোরলেন রাস্তার এই বেহাল দশা দেখে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছে। নিচু জমি হওয়ার কারণে বৃষ্টির জল রাস্তার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে, যার ফলে মাটি আলগা হয়ে ধসে যাচ্ছে। বর্তমানে ধসে যাওয়া অংশটিকে ঘিরে রাখা হয়েছে। তবে একে সাময়িক ব্যবস্থা বলেই মনে করছেন স্থানীয়রা। বাসিন্দাদের অভিযোগ, সংশ্লিষ্ট আধিকারিকরা রাস্তার মেরামতির জন্য এখনও পর্যন্ত কোনও পদক্ষেপ গ্রহণ করেননি। বাঁশগাঁও গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান অনিমা রায় জানান, সার্ভিস রোডের অন্য অংশের অবস্থাও অত্যন্ত খারাপ। বর্ষার শুরুতেই এই পরিস্থিতি যথেষ্ট উদ্বেগজনক। তিনি সতর্ক করে দিয়ে বলেন যে, যেকোনও সময় বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটতে পারে, বিশেষ করে শিশু এবং পথচারীদের জন্য বিপদ সবচেয়ে বেশি। প্রশাসন এবং জাতীয় সাক কর্তৃপক্ষকে দ্রুত লিখিত অভিযোগ জানানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। তাঁদের দাবি, সময় থাকতে মেরামত করা না হলে যেকোনও দিন ব। কোনও বিপর্যয় নেমে আসতে পারে।

কেতুগ্রামে ডায়ারিয়ার থাবায় শতাধিক আক্রান্ত, মৃত ছাত্রী! আতঙ্কে গ্রামবাসী

নিজস্ব প্রতিনিধি, পূর্ব বর্ধমান, ২৮ এপ্রিল ঃ ভোটের ঠিক আগের দিনেই বড়সড় স্বাস্থ্যসঙ্কট দেখা দিল পূর্ব বর্ধমান জেলার কেতুগ্রামে। ডায়ারিয়ায় আক্রান্ত হয়েছেন শতাধিক গ্রামবাসী, আর সেই সংক্রমণেই মৃত্যু হল এক দশম শ্রেণির ছাত্রীর। মৃতের নাম মৌসুমী হাজরা (১৭)। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক আতঙ্ক ছড়িয়েছে। পরিস্থিতি সামাল দিতে তড়িঘড়ি মেডিক্যাল টিম পাঠিয়েছে স্বাস্থ্য দপ্তর। কাটোয়া মহকুমার কেতুগ্রাম-১ ব্লকের মুড়গ্রাম- গোপালপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত কাটুন্দীডাঙা গ্রামে রবিবার থেকে হঠাৎ করেই অসুস্থতার প্রকোপ বাড়তে শুরু করে। গ্রামের একাধিক মানুষ বমি, পাতলা পায়খানা, পেট ব্যথা, মাথা ব্যথা এবং জ্বরের উপসর্গ নিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েন। প্রথমে সংখ্যা কম থাকলেও দ্রুত তা বেড়ে শতাধিক ছাড়িয়ে যায়, যা নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে প্রশাসনিক মহলে। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, শনিবার গ্রামে দেবী সনাতুনী মায়ের পুজো ছিল। সেই পুজোর প্রসাদ খাওয়ার পর থেকেই অনেকের শরীর খারাপ হতে শুরু করে। গ্রামবাসীদের একাংশের সন্দেহ, সেই প্রসাদ থেকেই বিষক্রিয়া ছড়িয়ে থাকতে পারে। যদিও বিষয়টি এখনও নিশ্চিত নয়, তবে প্রশাসন ও স্বাস্থ্য দপ্তর সম্ভাব্য সব দিক খতিয়ে দেখছে। পরিস্থিতি গুরুতর হওয়ায় অসুস্থদের দ্রুত স্থানীয় স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং কাটোয়া মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হচ্ছে। সোমবার রাত থেকেই একের পর এক রোগী হাসপাতালে আসতে শুরু করেন। কেতুগ্রামের কান্দরা স্বাস্থ্যকেন্দ্র, কেতুগ্রাম ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং কাটোয়া হাসপাতাল মিলিয়ে চিকিৎসার চাপ বেড়েছে। গুরুতর অসুস্থদের স্থানান্তরিত করা হচ্ছে বড় হাসপাতালে। এই পরিস্থিতির মধ্যেই মঙ্গলবার সকালে মৃত্যু হয় মৌসুমী হাজরার। অসুস্থ অবস্থায় তাঁকে কাটোয়া হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। চিকিৎসাধীন অবস্থাতেই তাঁর মৃত্যু হয়। এই ঘটনায় গ্রামে শোকের ছায়া নেমে এসেছে, পাশাপাশি আতঙ্ক আরও বেড়েছে। স্বাস্থ্য দপ্তরের তরফে জানানো হয়েছে, দ্রুত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে একাধিক মেডিক্যাল টিম গ্রামে পাঠানো হয়েছে। আক্রান্তদের প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে এবং ওআরএস বিতরণ করা হচ্ছে। পাশাপাশি পানীয় জলের উস এবং খাবারের গুণগত মান পরীক্ষা করা হচ্ছে। নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছে। জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক জয়রাম হেমব্রম জানিয়েছেন, 'সকালে ৩৯ জনের মধ্যে ডায়রিয়া উপসর্গ দেখা গিয়েছে। আমাদের টিম এলাকায় পৌঁছে যা যা করণীয় সমস্ত ব্যবস্থা নিয়েছে। সোমবার ৪৫ জন আরও আক্রান্ত হয়েছেন। কালও আমাদের স্বাস্থ্যকর্মীরা গিয়েছিলেন। আজ আরও ১২ জন অসুস্থ হয়ে ভর্তি হয়েছে। আজ ব্লক থেকে ও জেলা থেকে টিম পাঠানো হয়েছে। তারা সমস্ত বিষয়গুলো খতিয়ে দেখছে এবং নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে।' ভোটের ঠিক আগের দিন এমন পরিস্থিতি তৈরি হওয়ায় প্রশাসন বিশেষভাবে সতর্ক। একদিকে যেমন স্বাস্থ্যসঙ্কট মোকাবিলার চেষ্টা চলছে, অন্যদিকে ভোট যাতে নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়, সেই দিকেও নজর রাখা হচ্ছে। সব মিলিয়ে কেতুগ্রামের এই ঘটনা এলাকায় উদ্বেগ বাড়িয়েছে এবং দ্রুত পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার চ্যালেঞ্জের মুখে প্রশাসন।

ভোটের ছুটির পর খুলল স্কুলের দরজা! উপস্থিতির হার তলানিতে, শিক্ষা মহলে উদ্বেগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, দক্ষিণ দিনাজপুর, ২৮ এপ্রিল ঃ প্রথম দফাতেই উত্তরবঙ্গের সমস্ত জেলায় ভোট সম্পন্ন হয়েছে। ভোটপর্ব চলাকালীন বন্ধ ছিল সমস্ত স্কুল-পাঠশালা। কিন্তু ভোট মিটতেই খুলেছে স্কুলের দরজা। কিন্তু ফাঁকা শ্রেণিকক্ষের টেবিল ও বেঞ্চ। ভোট শেষে স্কুল খোলার পর উল্লেখযোগ্য হারে পড়ুয়াদের উপস্থিতি কম। হাতে গোনা কয়েকজন ছাত্রছাত্রীর দেখা মিলছে ক্লাসে। এই চিত্র রীতিমত উদ্বেগ সৃষ্টি করেছে শিক্ষা মহলে। ভোটের জন্য টানা ১৫ দিনের ছুটির পর সোমবার উত্তরবঙ্গ ও গৌড়বঙ্গের স্কুলগুলির দরজা খুলেছে ঠিকই। কিন্তু পঠনপাঠনে দেখা গেল না চেনা ছন্দ। বিধানসভা নির্বাচনের প্রথম দফার ভোটগ্রহণের জন্য গত ১২ এপ্রিল থেকে স্কুলগুলিতে ছুটি ঘোষণা করা হয়েছিল। সোমবার, ২৭ এপ্রিল স্কুল পুনরায় খোলে। কিন্তু টানা ছুটির পর স্কুল খুলতে দেখা গেল এক নজিরবিহীন চিত্র। ক্লাসরুমের অধিকাংশ বেঞ্চই ফাঁকা। পড়ুয়াদের উপস্থিতির হার তলানিতে। ২-৩ জন ছাত্রছাত্রীকে স্কুলে আসতে দেখা গিয়েছে। এই মর্মে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার তপন ব্লকের তপন গার্লস হাইস্কুলের চিত্রটি বেশ হতাশাজনক। স্কুলের প্রতিটি শ্রেণিতে মাত্র ২-৩ জন ছাত্রীর উপস্থিত নজর কেড়েছে। একই ছবি ধরা পড়েছে বালাপুর হাইস্কুলেও। সোমবার স্কুলে উপস্থিতির পড়ুয়ার সংখ্যা ১০০-র গণ্ডিও পার করেনি। জেলা জুড়ে প্রায় প্রতিটি স্কুলেই একই দৃশ্য। ভোটপর্ব শেষে স্কুল খোলার পর পড়ুয়াদের এমন স্কুল বিমুখ আচরণ স্বাভাবিকভাবেই শিক্ষা মহলে প্রশ্ন তুলছে। পড়াশোনার প্রতি অনীহা নাকি অন্য কোনও কারণ? অনেকে বলছেন, দীর্ঘ ছুটির মেজাজ কাটিয়ে পড়ুয়ারা এখনও স্কুলের স্বাভাবিক পরিবেশে ফিরতে পারেনি। এছাড়া তীব্র গরম এবং ভোটের আবহে যাতায়াতের সমস্যাও পড়ুয়াদের কম উপস্থিতির কারণ হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। অনেক অভিভাবক হয়তো ভেবেছিলেন প্রথম দিন স্কুলে সেভাবে ক্লাস হবে না, তাই সন্তানদের স্কুলে পাঠাতে দ্বিধাবোধ করেছে তাঁরা। অনীহা কাটিয়ে পড়ুয়াদের স্কুলমুখী হওয়ার পথ চেয়ে শিক্ষক-শিক্ষিকারা।

রতুয়ায় ট্রাক্টরের সঙ্গে টোটোর সংঘর্ষ, মৃত টোটো চালক

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদা, ২৮ এপ্রিল ঃ মালদার রতুয়ায় ট্রাক্টরের সঙ্গে টোটোর মুখোমুখি সংঘর্ষে প্রাণ গেল এক টোটো চালকের। জখম হয়েছেন টোটোর আরও ৪ যাত্রী। মঙ্গলবার সকালের ঘটনা। ঘটনার পরে বাহারাল শিবরামপুরে ৩১ নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান এলাকাবাসী। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, এ দিন মাটি-বোঝাই ট্রাক্টরের সঙ্গে সংঘর্ষে টোটোটি দুমড়ে মুচড়ে যায়। আহতদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে টোটো চালকের মৃত্যু হয়। এর পরেই রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ শুরু করেন স্থানীয় লোকজন। বেআইনি ভাবে ট্রাক্টরে মাটি বহনের পরেও পুলিশ ব্যবস্থা নিচ্ছে না বলে অভিযোগ তোলা হয়। পরে পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি সামাল দেয়।

UNITY Small Finance Bank

Unity Small Finance Bank Limited

কর্পোরেট অফিসঃ সেন্ট্রাম হাউস, বিদ্যানগরী মার্গ, কালিনা, সান্তাক্রুজ (পূর্ব) মুম্বাই - ৪০০ ০৯৮

প্রতীকী দখলের নোটিশ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য) বিধি ৮(১) দেখুন

যেহেতু, নিম্নস্বাক্ষরকারী, 'সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২'-এর অধীনে '**ইউনিটি স্মল ফাইন্যান্স ব্যাংক লিমিটেড**'-এর একজন অনুমোদিত কর্মকর্তা হিসেবে এবং 'সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২'-এর বিধি ৩-এর সাথে পঠিত উক্ত আইনের ধারা ১৩(১২)-এর অধীনে অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগ করে, নিম্নে উল্লিখিত তারিখে একটি দাবি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিলেন যার মাধ্যমে তিনি নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতা / সহ-ঋণগ্রহীতাগণ/ জামিনদারগণকে উক্ত বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত অর্থ পরিশোধ করার আহ্বান জানিয়েছিলেন। যেহেতু নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতাগণ/ জামিনদারগণ উক্ত অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন, সেহেতু এতদ্বারা নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতা/ সহ-ঋণগ্রহীতাগণ/ জামিনদারগণ এবং সর্বসাধারণকে জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ধারা ১৩(৪)-এর সাথে পঠিত 'সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২'-এর বিধি ৮-এর অধীনে তাঁর ওপর অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগ করে, নিম্নে বর্ণিত সম্পত্তিগুলোর দখল গ্রহণ করেছেন। ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতাগণ/ জামিনদারগণকে বিশেষভাবে এবং সর্বসাধারণকে সাধারণভাবে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, নিম্নে বর্ণিত সম্পত্তিগুলো নিয়ে কোনো প্রকার লেনদেন বা কারবার করা থেকে বিরত থাকুন উক্ত সম্পত্তিগুলো নিয়ে কোনো প্রকার লেনদেন করা হলে তা নিম্নে উল্লিখিত অর্থের পরিমাণ এবং তার ওপর প্রযোজ্য সুদের জন্য 'ইউনিটি স্মল ফাইন্যান্স ব্যাংক লিমিটেড'-এর পাওনার অধীন বলে গণ্য হবে। জামানতকৃত সম্পত্তিগুলো পুনরুদ্ধার বা দায়মুক্ত করার জন্য উপলব্ধ সময়সীমার বিষয়ে, ঋণগ্রহীতা/ সহ-ঋণগ্রহীতা/ জামিনদারের দৃষ্টি উক্ত আইনের ধারা ১৩-এর উপ-ধারা ৮-এর বিধানাবলির প্রতি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

ঋণগ্রহীতা / সহ-ঋণগ্রহীতা/ জামিনদারগণের নাম ও ঋণ হিসাব নম্বর	দাবি নোটিশের তারিখ এবং বকেয়া অর্থের পরিমাণ
১. প্রাচী ফ্যাশন (ঋণগ্রহীতা), প্রতিনিধিত্ব করছেন মনোজ কুমার আগরওয়াল ২. মনোজ কুমার আগরওয়ালা (সহ-ঋণগ্রহীতা ও বন্ধকদাতা) ৩. প্রাচী আগরওয়াল (সহ-ঋণগ্রহীতা)। ইবি- ২১, দেশবন্ধু নগর, বাগুইআটি এসি মার্কেট, দোকান নং- জি ৩৬, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ ৭০০০৫৯। এছাড়াওঃ পোদ্দার বিহার, ভবন নং- এ০৪, ১ম তলা, ফ্ল্যাট নং- ১০০, দক্ষিণ দিক, প্রাঙ্গণ নং-১৩৭, ভিআইপি রোড, ওয়ার্ড নং- ৪, থানা- রাজারহাট, কলকাতা-৭০০০৫২, পশ্চিমবঙ্গ ৭০০০৫২। ঋণ অ্যাকাউন্ট নম্বর- USFBKOLLOAN000005009859। প্রতীকী দখল গ্রহণের তারিখঃ ২৫-০৪-২০২৬।	তারিখ ০৭.০১.২০২৬-এর দাবি নোটিশ যার পরিমাণ ২৯,০০,৯৩৬.১০ /- টাকা (উনত্রিশ লক্ষ নয় শত ছত্রিশ টাকা এবং দশ পয়সা মাত্র)-যা ০৬.০১.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী প্রযোজ্য সুদ ও অন্যান্য চার্জসহ ধার্য করা হয়েছে।

বন্ধককৃত / নিরাপত্তা হিসেবে রাখা সম্পত্তির বিবরণঃ 'পোদ্দার বিহার' আবাসন প্রকল্পের অন্তর্গত, এ০৪ নম্বর ভবনের প্রথম তলায় অবস্থিত, ১০০ নম্বর ইউনিট হিসেবে চিহ্নিত একটি ফ্ল্যাট যার সুপার বিল্ট-আপ এলাকা বা মোট নির্মিত আয়তন প্রায় ১১৪৬ বর্গফুট। এই ফ্ল্যাটটি প্রায় ২.৬৪ একর (যা ৭ বিঘা ১৮ কাঠা ৬ ছটাক ১৮ বর্গফুটের সমতুল্য-পরিমাপে সামান্য কম-বেশি হতে পারে) আয়তনের একটি জমির প্লটের ওপর নির্মিত। উক্ত জমিটি মৌজা-মণ্ডলগাঁথি, জে.আই. নং ৬, আর.এস. নং ১৩২, তৌজি নং ৬৩, ১৬৩, ১৬৪ ও ১৭২-এর অন্তর্ভুক্ত এবং এটি সি.এস. খতিয়ান নং ২৭৯, ২৮০, ১৭১, ২৪৭, ২৩৫, ২৩৪, ৩২৪, ৩৫৫-এর সাথে সম্পর্কিত। এছাড়া আর.এস. খতিয়ান নং ২৪৯, ১৬৮, ২৬৬ এবং এল.আর. খতিয়ান নং ৯৮৬, ৪৩, ৫৭৫ / ১, ৫৯৪ / ২-এর অন্তর্ভুক্ত। জমিটি সি.এস. দাগ নং ২৩২, ৪৫১, ৪৫৪, ৪৫৫, ৪৪৫, ৪৫২, ৪৫৩, ২৩৩, ৪৪৪ এবং আর.এস. দাগ নং ২৪৭, ৪৭৮, ৪৮১, ৪৮২, ৪৭২, ৪৭৯, ৪৮০, ২৪৮, ৪৭১-এর অধীনে অবস্থিত। সম্পত্তির ঠিকানাঃ প্রাঙ্গণ নং ১৩৭, ভি.আই.পি. রোড, থানা-রাজারহাট, ওয়ার্ড নং ৪, রাজারহাট-গোপালপুর পৌরসভার স্থানীয় সীমানার অন্তর্গত, জেলা-উত্তর ২৪ পরগনা, পিন-৭০০০৫২।

তারিখঃ ২৯.০৪.২০২৬। স্থানঃ পশ্চিমবঙ্গ — **স্বা /- অনুমোদিত কর্মকর্তা - ইউনিটি স্মল ফাইন্যান্স ব্যাংক লিমিটেড**

বিশ্ব ব্যাডমিন্টনের প্রশাসনেও দায়িত্বে পি ভি সিন্ধু

সংবাদ সংস্থা, কুয়ালা লমপুর, ২৮ এপ্রিলঃ ভারতের প্রথম মহিলা ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড় হিসাবে বিশ্ব ব্যাডমিন্টন সংস্থার অ্যাথলিট কমিশনে জায়গা করে নিয়েছেন পিভি সিন্ধু। অর্থাৎ, খেলার পাশাপাশি এ বার প্রশাসনে নতুন ভূমিকায় দেখা যাবে তাঁকে। বিশ্ব ব্যাডমিন্টন সংস্থার সদস্য হিসাবে ভোটাধিকারও থাকবে সিন্ধুর। ২০২৫ সালের শেষে সিন্ধুকে বিশ্ব ব্যাডমিন্টন সংস্থায় সদস্য করার প্রক্রিয়া চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছিল। তাতেই সিলমোহর পড়েছে। ইতিমধ্যেই সংস্থার বার্ষিক সাধারণ সভাতেও যোগ দিয়েছেন সিন্ধু। এ বার নতুন দায়িত্ব সামলাতে হবে তাঁকে। গোটা বিশ্বে সুষ্ঠু ভাবে ব্যাডমিন্টন চালানোর নেপথ্যে সবচেয়ে বড় ভূমিকা পালন করে বিশ্ব ব্যাডমিন্টন সংস্থা। আইন তৈরি থেকে শুরু করে প্রতিযোগিতার আয়োজন, সবেতেই শেষ সিদ্ধান্ত থাকে সংস্থার। সেখানে সদস্য হওয়ায় এর পর থেকে সংস্থার সব আলোচনায় যোগ দেওয়ার সুযোগ পাবেন সিন্ধু। খেলোয়াড়দের সুবিধা-অসুবিধা নিয়ে কথা বলতে পারবেন তিনি। খেলোয়াড়দের প্রতিনিধি হওয়ার সুযোগ পাবেন সিন্ধু। খেলোয়াড় থাকাকালীন বিশ্ব ব্যাডমিন্টন সংস্থার সদস্য হওয়ার নজির খুব একটা বেশি নেই। অর্থাৎ, সিন্ধু সেই কয়েক জনের মধ্যে পড়েন, যাঁরা খেলোয়াড় ও প্রশাসক জীবন একসঙ্গে চালিয়েছেন। সিন্ধু শুধুমাত্র ভারতের অন্যতম সেরা ব্যাডমিন্টন তারকা নন, গত কয়েক বছরে তিনি ভারতীয় ব্যাডমিন্টনের মুখ হয়ে উঠেছেন। সেই কারণেই হয়তো তাঁকে এই সুযোগ দেওয়া হয়েছে। নতুন দায়িত্ব পাওয়ার পর অলিম্পিক্সে জোড়া পদকজয়ী সিন্ধু বলেন, ‘‘বিশ্ব ব্যাডমিন্টন সংস্থা আমাকে যে দায়িত্ব দিয়েছে তা অত্যন্ত সম্মানের। এই দায়িত্ব পেয়ে আমি গর্বিত। চিরকাল আমি খেলোয়াড়দের জন্য আওয়াজ তুলেছি। আগামী দিনেও সেটাই করব। ব্যাডমিন্টন আমাকে সব দিয়েছে। সেই খেলার জন্য কিছু করতে পারলে আমি কৃতজ্ঞ থাকব।’’

কাঁধের চোটে ছিটকে গেলেন স্যান্টনার!

মহারাজকে দলে নিল মুম্বই, চেন্নাই শিবিরে তরুণ মুখ

নিজস্ব প্রতিবেদন

একদিকে চোটে ছিটকে গেলেন প্রধান স্পিনার। অন্যদিকে স্কোয়াডে নতুন মুখ যোগ করার তোড়জোড়। আইপিএলের মাঝপথে দুই ফ্র্যাঞ্চাইজির ছবিটা প্রায় এক-যখন মুম্বই ইন্ডিয়ান্স বদলি খেলোয়াড় খুঁজে ফেলেছে, চেন্নাই সুপার কিংস এখনও সমাধানের খোঁজে। একই হয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকার বাঁ-হাতি স্পিনার কেশব মহারাজকে। চলতি মরসুমে স্যান্টনারের ঝুলিতে চার ম্যাচে পাঁচ উইকেট, ইকোনমি ৮.৯২। তাঁর জায়গায় মহারাজকে ভরসা করছে দল। আন্তর্জাতিক টি-২০-তে যথেষ্ট অভিজ্ঞ, খেলেছেন ৫০-এর বেশি ম্যাচ। আইপিএলে সুযোগ সেভাবে জোটেনি-এর আগে মাত্র দুই ম্যাচে মাঠে নেমেছেন আনতেই মহারাজকে ডেকে আনা। সিএসকের সমস্যা বেশ জটিল। মরসুম শুরুর আগেই একাধিক খেলোয়াড় মাঠের বাইরে। ডেওয়াল্ড ব্রেভিস খানকয়েক ম্যাচ মিস করেন, নাথান এলিস পুরো টুর্নামেন্ট থেকেই ছিটকে গিয়েছেন, এমএস ধোনি এখনও হাঁটুর চোট সামলাচ্ছেন। খলিল আহমেদ ও আয়ুষ মাত্রের চোট পরিস্থিতিকে ট্রায়ালের জন্য ডাকা হয়েছে। তিনি মুম্বইয়ের ঘরোয়া ক্রিকেটে খেলেন, অনূর্ধ্ব-১৯ দলেও ছিলেন। নবি মুম্বই টি-২০ লিগে ব্যাট হাতে দ্রুত রান তোলার দক্ষতা দেখিয়েছেন-২৬৪ রান, স্ট্রাইক রেট ১৯০-এর বেশি। সঙ্গে মিডিয়াম পেস বোলিংও করতে পারেন। চেন্নাই চাইলে স্কোয়াডে যোগ করতে পারে। খলিলের বদলি হিসেবেও ভাবা

দিনে দুই দলের দুই আলাদা সিদ্ধান্ত স্পষ্ট করে দিল, চোট-আঘাত এখন টুর্নামেন্টের অন্যতম বড় ফ্যাক্টর। মিচেল স্যান্টনার কাঁধে চোটে বাকি মরসুম থেকে ছিটকে গিয়েছেন। চেন্নাইয়ের বিরুদ্ধে ওয়াংখেড়েতে বাউন্ডারিতে ক্যাচ নিতে গিয়ে আঘাত পান। ম্যাচ চলাকালীন বরফ বেঁধে ড্রেসিংরুমে ফিরতে দেখা যায় কিউয়ি স্পিনারকে। তাঁর বিকল্প খুঁজতে এবার দ্রুত সিদ্ধান্ত মুম্বই ক্যাম্পে। বদলি হিসেবে দলে নেওয়া কেশব। কিন্তু বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন লিগে নিয়মিত খেলার ফলে পরিচিত মুখ। সাম্প্রতিক দক্ষিণ আফ্রিকার টি-২০ লিগে অধিনায়ক হিসেবে দলকে ফাইনালে তুলেছেন, সঙ্গে ১২ উইকেট। সব মিলিয়ে টি-২০ ক্রিকেটে তাঁর শিকার ১৯০-এর বেশি, ইকোনমি ৭-এর কাছাকাছি। মুম্বইয়ের স্কোয়াডে আগে থেকেই একাধিক স্পিন অপশন রয়েছে। তবু নতুন বলে উইকেট নেওয়ার পাশাপাশি মাঝের ওভারে নিয়ন্ত্রণ আরও ঘোরালো করে তুলেছে। বিশেষ করে, মাত্রের অনুপস্থিতি বড়সড় ধাক্কা। ছয় ইনিংসে ২০০-র বেশি রান, স্ট্রাইক রেট প্রায় ১৭৮। মিডল অর্ডারে তাঁর অনুপস্থিতি চেন্নাইয়ের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা। ব্রেভিস, সরফরাজ খান বা উর্বিল প্যাটেল-কেউই তেমন ধারাবাহিক নন। এহেন পরিস্থিতিতে নতুন মুখ খুঁজছে সিএসকে। রিপোর্ট অনুযায়ী, মুম্বইয়ের তরুণ অলরাউন্ডার আয়ুষ ভার্তককে হচ্ছে তাঁকে। ইতিমধ্যে মাত্রের জায়গায় দলে এসেছেন আকাশ মাধওয়াল। দুই শিবিরের সিদ্ধান্তে একটা মিল স্পষ্ট। অভিজ্ঞতার পাশাপাশি কার্যকর অপশন খোঁজা মূল লক্ষ্য। মুম্বই দ্রুত বদলি এনে ফাঁক পূরণ করেছে। চেন্নাই পরীক্ষা-নিরীক্ষার পথে। মরসুম যত এগোবে, এই সিদ্ধান্তগুলোর প্রভাব তত স্পষ্ট হবে। এখন দেখার, নতুন মুখ বা নতুন সমীকরণ-কোনটা আগে ফল দেয়।

আইপিএলের শত ব্যস্ততার মধ্যেও আচমকা ছেলেবেলার কোচের দরবারে বিরাট!

নয়াদিল্লি, ২৮ এপ্রিলঃ একদিকে টানা ম্যাচ, শারীরিক ধকল, মানসিক চাপ। অন্যদিকে ব্যক্তিগত সম্পর্ক। এই দুইয়ের মধ্যে কীভাবে রাখা যায় ভারসাম্য, সেটাই কাজে করে দেখালেন বিরাট কোহলি। দিল্লিতে আইপিএল ম্যাচ জেতার পর সরাসরি পরের গন্তব্যে উড়ে যাননি তিনি। থেকে যান আরও একদিন। কারণ? ছেলেবেলার কোচ রাজকুমার শর্মার নতুন অ্যাকাডেমির উদ্বোধন। তিনিই যে সেখানকার প্রধান অতিথি! দিল্লির অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে সহজে লড়াই জয়ের পর আগামী ম্যাচের প্রস্তুতি শুরু হওয়ার কথা। গুজরাতের বিরুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ লড়াই। তবু কোহলি পরিকল্পনা বদলাতে বাধ্য হন। তাঁর ছেলেবেলার কোচ রাজকুমার শর্মার ওয়েস্ট দিল্লি ক্রিকেট অ্যাকাডেমির নতুন শাখা চালু হল দিল্লি পাবলিক স্কুল, আরকে পুরমে। সেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে নিজের সূচি পালটে ফেলেন কোহলি। ছোট সিদ্ধান্তে স্পষ্ট, পেশাদার জীবনের বাইরেও মানবিক সম্পর্কের জায়গাটা এখনও অটুট রেখেছেন বিরাট। যাঁর হাতে ক্রিকেট শেখা শুরু, তাঁর ডাকে সাড়া দিতে এতটুকু দ্বিধা নেই। উদ্বোধনী আয়োজনে ছাত্রদের সঙ্গে অন্তরঙ্গ সময় কাটান কোহলি। পুরস্কার বিতরণ করেন। একসময় এক ছাত্র তাঁর পা ছুঁতে গেলে থামিয়ে দেন। বদলে হাত মেলানোর আর্জি! সামান্য এই ঘটনায়ই বোঝা যায়, কোহলি কীভাবে নিজেকে মেলে ধরতে চান। অনুরাগীদের চোখে সম্মান থাকবে, কিন্তু তাতে যেন দূরত্ব না আসে! অনুষ্ঠানে দিল্লি ক্রিকেট সংস্থার কর্তাও উপস্থিত। কিন্তু মূল আকর্ষণ একমাত্র বিরাট। যাঁকে ঘিরে উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো। ছাত্রদের উদ্দেশে টিম ইন্ডিয়ার তারকার বার্তা, ‘‘আমি খুব ছোটবেলাতে খেলাধুলাকে বেছে নিয়েছিলাম। সেটা এসেছিল একদম সৎ জায়গা থেকে। নিশ্চিত ছিলাম, ক্রিকেটকে এগিয়ে নিয়ে যাব। তাই নিজের সঙ্গে, পরিবারের সঙ্গে, শিক্ষকদের সঙ্গে সৎ থাকতে হয়েছে-এটাই আমার পথ।’’ নতুন প্রজন্মকে বার্তা পরিষ্কার-‘‘নিজের স্বপ্নের প্রতি সৎ থাকো। তুমি কী করতে চাও, স্পষ্ট করো। আর পুরো দায়বদ্ধতা নিয়ে সেই পথে এগোও। নিজেই জানবে, তুমি কতটা সৎ।’ মাঠে কোহলির সাম্প্রতিক ফর্ম জোর চর্চায়। চলতি মরসুমে আট ইনিংসে ৩৫০-র বেশি রান, গড় প্রায় ৬০। ইতিমধ্যে আইপিএলে ৯ হাজার রান পেরিয়ে গিয়েছেন। যদিও এবার সংখ্যার বাইরে আরও একটা বিষয় উঠে এল-শিকড়ের সঙ্গে যোগ। কোহলির কথায়, ‘‘আমি আট বছর বয়সে এখানে অনুশীলন শুরু করি। এখনও সময় পেলে ফিরে আসি। এটা আমার শৈশবের বড় অংশ।’’ কোচ রাজকুমার শর্মাও জানিয়েছেন, এই উদ্যোগ থেকে আরও নতুন ক্রিকেটার উঠে আসার আশা করছেন। সব মিলিয়ে, ব্যস্ত সূচির মধ্যেও বিরাটের এই সিদ্ধান্ত একটা বার্তা দেয়-কেরিয়ারের শীর্ষে থাকলেও শুরুর জায়গাটা কোনওভাবে ভোলা যায় না।

বিশ্বকাপে হলুদ কার্ড নিষেধাজ্ঞার নিয়ম বদলাতে চলেছে ফিফা

সংবাদ সংস্থা, জুরিখ, ২৮ এপ্রিলঃ ২০২৬ বিশ্বকাপে ফুটবলারদের হলুদ কার্ড পাওয়ার ফলে নিষেধাজ্ঞার নিয়মে বড় ধরনের পরিবর্তনের কথা ভাবছে ফিফা। একাধিক হলুদ কার্ড দেখায় নিষেধাজ্ঞার যে নিয়ম এত দিন ছিল, তা এবার শিথিল হতে পারে। বিবিসি স্পোর্টস জানিয়েছে, ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থা ফিফা কার্ড ক্ষমার দ্বিতীয় ধাপ যুক্ত করার পরিকল্পনা করছে। নতুন নিয়ম অনুযায়ী, বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্ব শেষে ফুটবলারদের দেখা সব হলুদ কার্ড বাতিল হয়ে যাবে। একই নিয়ম কার্যকর হবে কোয়ার্টার ফাইনাল শেষেও। বর্তমান নিয়ম অনুযায়ী, কোয়ার্টার ফাইনাল পর্যন্ত পৌঁছাতে একটি দলকে পাঁচটি ম্যাচ খেলতে হয়। এই সময়ের মধ্যে যেকোনো দুটি ম্যাচে হলুদ কার্ড পেলেই পরবর্তী ম্যাচে নিষিদ্ধ হন সংশ্লিষ্ট খেলোয়াড়। ২০২৬ বিশ্বকাপে ৩২ দলের পরিবর্তে অংশগ্রহণ করছে ৪৮টি দল। ফলে নকআউট পর্বে একটি বাড়তি রাউন্ড যোগ হয়েছে। ফিফা মনে করছে, বাড়তি এই রাউন্ডের কারণে ফুটবলারদের নিষেধাজ্ঞার ঝুঁকি অনেক বেড়ে যাবে। যদি বর্তমান নিয়মে কোনো পরিবর্তন না আনা হয়, তবে সেমিফাইনালের মতো গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে তারকা খেলোয়াড়দের হারানোর আশঙ্কা করছে ফিফা। কারণ, সেমিফাইনাল পর্যন্ত পৌঁছাতে এবার খেলোয়াড়দের ছয়টি ম্যাচ খেলতে হতে পারে। নিষেধাজ্ঞ্যার জন্য প্রয়োজনীয় কার্ডের সংখ্যা দুই থেকে বাড়িয়ে তিন করার প্রস্তাবও এসেছিল। তবে ফিফা মনে করছে, দুই দফায় কার্ড বাতিলের নিয়মটিই বেশি কার্যকর ও যৌক্তিক হবে। এতে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে অহেতুক নিষেধাজ্ঞা এড়ানো সম্ভব হবে। কানাডার ভ্যাঙ্কুভারে আজ ফিফা কাউন্সিলের সভায় বিষয়টি নিয়ে আলোচনার কথা রয়েছে। নতুন প্রস্তাব অনুযায়ী, নিষেধাজ্ঞার জন্য দুটি হলুদ কার্ডের নিয়ম বহাল থাকলেও খেলোয়াড়েরা দুটি ভিন্ন ধাপে সুযোগ পাবেন। অর্থাৎ গ্রুপ পর্বের তিন ম্যাচের মধ্যে দুটিতে কার্ড পেলে অথবা শেষ ৩২, শেষ ১৬ ও কোয়ার্টার ফাইনাল মিলিয়ে তিন ম্যাচের মধ্যে দুটিতে কার্ড পেলেই কেবল পরবর্তী ম্যাচে নিষেধাজ্ঞা কার্যকর হবে। আগামী ১১ জুন শুরু হবে বিশ্বকাপ। এবার আয়োজক যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকো।

ছুটির পর এবার গোয়া ম্যাচের প্রস্তুতিতে মগ্ন টিম মোহনবাগান

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৮ এপ্রিলঃ ঘরের মাঠে পাঞ্জাবকে পরাজিত করার পর গত ১৯শে এপ্রিল অ্যাওয়ে ম্যাচে জয় পেয়েছে মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট। ইন্দিরা গান্ধী স্টেডিয়ামে হুয়ান পেদ্রো বেনালির নর্থইস্ট ইউনাইটেডকে একটি গোলের ব্যবধানে হারিয়ে দিয়েছিল সার্জিও লোবেরার মোহনবাগান। যারফলে বাকিদের পিছনে ফেলে পয়েন্ট টেবিলে অনেকটাই এগিয়ে এসেছে মেরিনার্সরা। বর্তমানে ৯ ম্যাচ খেলে ২০ পয়েন্ট রয়েছে তাঁদের ঝুলিতে। আগামী ৯ই মে পরবর্তী ম্যাচ। তার আগে বেশ কিছুটা সময় রয়েছে দলের ফুটবলারদের কাছে। কাজেই সাময়িক ছুটি ছিল দলের অনুশীলনে। তারপর গত সোমবার থেকে ফের প্রস্তুতি শুরু করে

গোটা দল। যেখানে উপস্থিত থাকতে দেখা গিয়েছিল দলের প্রায় সকল ফুটবলারদের। তবে বিরতি থাকলেও ফিজিক্যাল ফিটনেসের দিকে নজর রেখেছিলেন সকলেই। তারপর সপ্তাহের প্রথম দিন কোচের নির্দেশ মেনেই অনুশীলনে এসেছিলেন ফুটবলাররা। যেখানে ফিজিক্যাল ফিটনেসের পাশাপাশি স্ট্রেচিং এবং সিচুয়েশন প্র্যাকটিসে নজর দিতে দেখা যায় সকলকে। তবে দলের দুই তারকা ফুটবলের তথা আলবার্তো রদ্রিগেজ এবং আপুইয়ার দিকে বিশেষ নজর ছিল সকলের। চোট সমস্যা থাকায় আসন্ন ম্যাচে আদৌ তারা মাঠে নামবেন কিনা সেটা এখনও স্পষ্ট হয়নি। তবে সময়ের সাথে সাথে ম্যাচফিট হয়ে উঠছেন বাগানের এই দুই অস্ত্র। সোমবারের অনুশীলনে অধিকাংশ সময় আপুইয়া সাইট লাইনে থাকলেও তাকে নিয়ে প্রত্যাশা থাকবে সকলের। তবে গোয়া ম্যাচ যে সহজ হবে না সেটা ভালো মতোই বুঝতে পারছেন লোবেরা। বিশেষ করে মুম্বই সিটি এফসির মতো শক্তিশালী দলকে পরাজিত করার পর এখন যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী মানোলোর ছেলেরা।

মেসির হাত ছেড়ে রিয়ালের কোচ হচ্ছেন স্কালোনি!

সংবাদ সংস্থা, মাদ্রিদ, ২৮ এপ্রিলঃ মরশুম শেষ হলে যে আলভারো আরবেলোয়ার চাকরি যাচ্ছে, সেটা একপ্রকার নিশ্চিত। সেই জায়গায় কি রিয়াল মাদ্রিদের কোচ হচ্ছেন লিওনেল স্কালোনি? আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপজয়ী কোচকে নিয়ে জল্পনা তুঙ্গে। এবার বিশ্বকাপেও লিওনেল মেসিদের ডাগআউটে দেখা যাবে স্কালোনিকে। তারপরই স্কালোনিকে স্পেনে নিয়ে আসার জন্য মরিয়া রিয়াল। গত মরশুম ট্রফিশূন্য রিয়াল। এবারও একই অবস্থা হতে আর একটি ম্যাচ বাকি। বার্সেলোনা পরের ম্যাচ জিতলেই লা লিগা হাতছাড়া হয়ে যাবে। মরশুমের মাঝপথে জাবি আলোন্সোকে সরিয়ে দেওয়ার পর আরবেলোয়াকে দায়িত্ব দেওয়া হয়। তাতে লাভের লাভ হয়নি। আগামী মরশুমে হোসে মোরিনহো, ফ্রান্সের কোচ দিদিয়ের দেশঁ থেকে জুর্গেন ক্লপ-সহ অনেকের নামই বেছে রেখেছে কিলিয়ান এমবাপে, ভিনিসিয়াস জুনিয়রের ক্লাব। সেই তালিকায় এবার জুড়ে গেল স্কালোনির নাম। স্পেনের বিখ্যাত সাংবাদিক মানোলো লামা নিশ্চিত করেছেন, আর্জেন্টিনার কোচের সঙ্গে রিয়াল মাদ্রিদ যোগাযোগ করেছে। তবে স্কালোনি এখনও কোনও উত্তর দেননি। আর্জেন্টিনার সঙ্গে এবারের বিশ্বকাপ পর্যন্তই চুক্তি রয়েছে। আর ৪৭ বছর বয়সি কোচকে দায়িত্ব দেওয়ার ক্ষেত্রে বারবার উঠে আসছে একটাই নাম- লিওনেল মেসি। রিয়াল প্রেসিডেন্ট ফ্লোরেন্তিনো পেরেজ নাকি চাইছেন, ‘হাই প্রোফাইল’ কাউকে কোচ করতে। আর যিনি লিওনেল মেসিকে সামলেছেন একটি বিশ্বকাপ, দু’টো কোপা আমেরিকা জিতেছেন, তাঁর থেকে ‘হাই প্রোফাইল’ আর কে হবেন?

বিশ্বকাপের আগেই ৪৮টি দেশের জন্য সুখবর, বাড়ছে পুরস্কারের অর্থ!

নিজস্ব প্রতিবেদন

সামনেই ফুটবল বিশ্বকাপ। আগামী ১১ জুন থেকে ১৯ জুলাই পর্যন্ত আমেরিকা, কানাডা, মেক্সিকোতে হতে চলেছে বিশ্বকাপের আসর। ইতিমধ্যেই জানা গিয়েছে, এই বিশ্বকাপের খরচ প্রচুর। যাতায়াতের খরচ, থাকা-খাওয়া, সবকিছুর দাম চরমে। এই কারণে বিভিন্ন দেশের ‘পার্টিসিপেশন ফি’ ইতিমধ্যেই বাড়িয়ে দিয়েছে ফিফা। ভ্যাঙ্কুভারে ফিফার বৈঠকে পাশ করা হয়েছে সেই প্রস্তাব। বৈঠকে বিভিন্ন দেশের মত ছিল, যেভাবে জিনিসপত্রের দাম অগ্নিমূল্য, সেভাবে বিশ্বকাপ চললে লাভ নয়, ক্ষতি হবে ফিফার। তাই পুরস্কার অর্থ বাড়ানোর প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। গত বছর মত ৭২৭ মিলিয়ন ডলার পুরস্কারের ঘোষণা করেছিল ফিফা। এবার সেই

টাকা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ফিফার তরফে। যেহেতু ফিফা একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, তাই ইতিমধ্যেই তাদের টিকিট মূল্য বাড়ানো নিয়ে তাদের সমালোচনার মুখে পড়তে হয়েছিল। ফিফা জানিয়েছিল, যে অতিরিক্ত দাম নেওয়া হয়েছে, সেটা খেলার স্বার্থেই ব্যবহার হবে। ফিফা প্রেসিডেন্ট ইনফান্তিনো ইতিমধ্যেই জানিয়েছেন এই খবর। এর সঙ্গে আরও বদল ঘটতে চলেছে। ফিফার ডেভেলপমেন্ট ফান্ডের অর্থও বাড়ানো হচ্ছে। মোট ২১১টি দেশের মধ্যে প্রায় ৩ বিলিয়ন অর্থ বন্টন করার কথা ছিল। কিন্তু এবার সেই অর্থ বাড়ানোর কথা শোনা যাচ্ছে। একটি বিবৃতি দিয়ে ফিফা জানিয়েছে, ‘‘ফিফা কাউন্সিল বৈঠকে আমরা ঠিক করে রেখেছিলাম যে এই অর্থের ভাগ বাড়ানো হবে। এর মধ্যেই বাড়ছে পুরস্কার অর্থ ও ডেভেলপমেন্ট ফান্ডের অর্থ।৷ ২০২৬ বিশ্বকাপ বিশ্ব ফুটবলের ক্ষেত্রে একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে চলেছে। ফিফা বর্তমানে ইতিহাসের সবথেকে শক্তিশালী আর্থিক অবস্থানে রয়েছে ও আমাদের ‘ফিফা ফরোয়ার্ড’ প্রোগ্রামের মাধ্যমে বিশ্ব ফুটবলের এই উপকারে কাজে লাগতে পেরে আমরা গর্বিত।’’ এই বিশ্বকাপে অংশগ্রহণ করবে মোট ৪৮টি দেশ। প্রত্যেকটি দেশের পুরস্কার মূল্য পাওয়ার কথা ছিল সাড়ে ১০ মিলিয়ন ডলার। চ্যাম্পিয়ন দলের পাওয়ার কথা ছিল ৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। তবে এবার সেই অর্থ বা।ানোর প্রতিশ্রুতি দিয়ে ফিফা আশা করছে, তাদের এই সিদ্ধান্ত যুগান্তকারী হবে ও ফুটবল খেলিয়ে দেশগুলোকে আরও ফুটবলের দিকে অগ্রসর হতে সাহায্য করবে।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com